# মানুষ ও মাটি

মিখাইল শোলোখভ

# মুখর মাটি



[ প্রথমাংশ ]

[ **Mikhail Sholokhov**-এর
Virgin Soil Upturned ]



অনুবাদক
## ব্রজবিহারী বর্মণ

বর্মণ পাবলিশিং হাউস

৭২, হ্যারিসন রোড :: :: কলিকাতা।

প্রকাশক ঃঃ ব্রজবিহারী বর্মণ

**বর্মণ পাবলিশিং হাউস**

৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।



মে, ১৯৫১

প্রচ্ছদপট-শিল্পী ঃঃ নরেন মল্লিক

বাঁধাই ঃ মফিদর রহ্‌মান এণ্ড কোং কর্তৃক।

তিন টাকা

মুদ্রক—শ্রীধর্মদাস ঘোষ

**অভয়া প্রেস**

২৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্

কলিকাতা—৬

# মুখর মাটি

[ এক ]

১৯৩০ সালের জানুয়ারীর এক অপরাহ্ণে, তৃণাঞ্চল, থেকে যে পথটা গ্রেমিয়াসি লগ গেছে সে-পথ ধরে যান্ একজন ভিন্‌দেশী অশ্বারোহী। নদীর তীরে শ্রান্ত অশ্বটিকে থামিয়ে তিনি নেমে পড়েন। রাস্তার দু'পাশের ঝাউগাছের মাথার উপর ক্ষীয়মান চন্দ্রের ক্ষীণালোকে সরু গলিটা প্রায় চোখেই পড়ে না। নদীর অপর পার থেকে একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ভেসে আসে। সেদিকে একটা সোনালি আলোর রেখা ফুটে ওঠে। অশ্বারোহী ব্যগ্রভাবে হিমশীতল বাতাস নাকের ভিতর টেনে নেন! ধীরে ধীরে তিনি হাতের দস্তানাটা খুলে ফেলেন, একটা সিগারেট ধরান। জিনের পেটিটা কষে দিয়ে, জিনপোষের নীচে হাত গলিয়ে দেখেন, ঘোড়ার পিঠটা ঘামে ভিজে উঠেছে। ঘর্মাক্ত ঘোড়াটার পিঠে তিনি আবার লাফিয়ে ওঠেন। প্রচণ্ড শীতের নদীর যে অগভীর দিকটার জল কোনরূপ জমাট বাঁধেনি সে-দিকটায় তিনি ঘোড়াটাকে চালাতে থাকেন। ঘোড়ার খুর নদীগর্ভের ছোট ছোট পাথরে ঠেকে শূন্যগর্ভ আওয়াজ তোলে। ঘোড়াটা বারকয়েক চেষ্টা করে মাথা নামিয়ে এক-আধটু জল পান করতে চেষ্টা করি, কিন্তু অশ্বারোহী বাধা দেন। রাশ টেনে

ছুটিয়ে দেন তিনি ঘোড়াটাকে। পেটটা তার ঘড়্ ঘড়্ করে ওঠে, জলপানের জন্য হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দেয় সেটা।

অদূর থেকে কারো কথাবার্তা, শ্লেজগাড়ির ঘড়-ঘড়ানির শব্দ কানে ভেসে আসে। অশ্বারোহী পুনরায় ঘোড়াটাকে থামিয়ে দেন। স্বজাতির সাড়া পেয়ে ঘোড়াটার কান খাড়া হয়ে ওঠে। তার বুকের রূপালি ফিতাটা ও কসাক্ জিনের রূপালি বল্‌গাটার উপর চন্দ্রালোক পড়ায় সরুগলির পথের অন্ধকারে তা ঝলমল করে ওঠে। বল্‌গার উপর দিয়ে রাশটা ছুঁড়ে ফেলে তাঁর কাঁধের উপরকার উটের লোমের কসাক-টুপিটায় মুখটা ঢেকে তিনি ঘোড়াটাকে কদমে ছুটিয়ে দেন। শ্লেজগাড়িটা অতিক্রম করে তিনি ঘোড়ার গতিবেগ পূর্বের মত করেন, মুখের ঢাক্‌নাটা থেকেই যায়।

গ্রামে পৌঁছে একজন স্ত্রীলোককে তিনি প্রশ্ন করেন, মাসি, বলতে পারেন, ইয়াকভ ওস্ট্রোনোভ থাকেন কোথায় ?

ইয়াকভ্ লুকিচের কথা বলছ, বাছা ?

হাঁ।

ঐ তাঁর কুঁড়ে, ঝাউগাছটা ছাড়িয়ে ঐ যে টালির ছাদটা দেখা যায় ঐটা। দেখতে পাচ্ছ ?

হাঁ, দেখতে পাচ্ছি, ধন্যবাদ।

প্রশস্ত টালির ঘরখানার কাছে যেয়ে অশ্বারোহী নেমে পড়েন। ছোট গেটটার মধ্য দিয়েই ঘোড়াটাকে তিনি ভিতর-বাড়িতে নিয়ে যান। চাবুকের গোড়াটা দিয়ে দরজায় মৃদু আঘাত করে ডাক দেন :

মাস্টার ইয়াকভ লুকিচ, একটু বাইরে আসেন তো !

জামাটা ঘাড়ে ফেলে অনাবৃত মাথায় মাস্টার দেখা দেন। নবাগতকে ভাল করে দেখে বারান্দার দিকে তিনি এগিয়ে যান।

এ লোকটা আবার কে ?

গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে তিনি বলেন।

ঠাওর করতে পারছনা লুকিচ? আজকের রাতটির মত থাকতে দাও আমাকে। ঘোড়াটাকে এখন রাখি কোথায়? একটু গরমের মধ্যে এটাকে রাখা দরকার।

না, কমরেড, আপনাকে চিনিনে তো। জেলা-কমিটি থেকে আসছেন না তো? জমি-বিভাগ থেকে? চেনা-চেনা মনে হয়...... স্বরটা যেন পরিচিতই।

ঠোঁটের উপর দিয়ে মুচকি হাসির ভঙ্গি করে নবাগত মাথার ঢাকনাটা সরিয়ে বলেন ঃ

মনে পড়ে পোলোভট্‌সিয়েভ ?

ইয়াকভ লুকিচ বিবর্ণ হয়ে ওঠেন, হঠাৎ চারদিক তাকান সভয়ে। তারপর চুপি-চুপি বলেন।

হুজুর! কোত্থেকে এলেন? কেপ্টেন, ঘোড়াটার সুরাহা করে দিচ্ছি এক্ষুণি। কতক্ষণ এসেছেন......

চুপ, আস্তে। অনেকক্ষণ .....ঘোড়ার গায়ের ঢাক্‌না আছে তো? বাড়িতে অন্য কোন অতিথি নেই তো?

অশ্বারোহী লুকিচের হাতে লাগামটা ছেড়ে দেন। অলসভাবে অপরিচিত হাতে নিজেকে যেন ছেড়ে দিয়ে প্রস্থত ঘাড়ের উপর মাথাটা চাঙা করে তোলে, শ্রান্তভাবে সুমুখের পাগুলো টেনে নিয়ে আস্তাবলের দিকে চলে ঘোড়াটা। কাঠের মেঝেয় খুরের টক্কর লাগায় ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ হয়, অন্য ঘোড়ার পরিচিত গন্ধে সে নাসিকা-গর্জন করে ওঠে। অপরিচিত হাতের স্পর্শ লাগে তার নাকে, আঙ্‌লগুলো সযত্নে তার মুখের কাঁটা দাঁতওয়ালা কড়াটা খুলে দেয়, ঘোড়াটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। কৃতজ্ঞভাবে একবার তার দিকে মুখ তোলে, তারপর খড়ের মধ্যে মুখ গুঁজে দেয় সে।

"পেটিটা ঢিলা করে দিয়েছি, ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত জিনটা থাক, পরে খুলে নেব সেটা।" চিন্তান্বিতভাবে ঘোড়ার গায়ে ঢাকনাটা দিতে দিতে লুকিচ্ বলে। পেটিটার আঁটুনি ও অন্যান্য রকম-সকম দেখে তিনি সিদ্ধান্ত করেন, তাঁর অতিথি বেশ একটু দূর থেকেই এসেছেন, কাছ থেকে তো নয়ই।

নবাগত বলেন, যথেষ্ট দানা আছে তো, লুকিচ ?

আছে কিছুটা, জল খাইয়ে দানা দিচ্ছি। ঘরে আসুন......কি বলে ডাকব আপনাকে বুঝতে পাচ্ছিনে। পুরনো পদবী-টদবী তো সব বদলে গেছে। আজ আর সে-সব মুখেও সরেনা।......

বাড়ির কর্তা অন্ধকারে অভব্য ধরণের হাসি হাসে, তবে সে জানে অন্যজনের চোখে তার এ হাসি ধরা পড়বে না।

আমার ক্রীশ্চান নাম ধরে ডাকতে পারো—পৈতৃক নামেও পারো। সেগুলো নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি, কি বল ?

অভ্যাগত আস্তাবল থেকে লুকিচের আগে আগে যেতে যেতে উত্তর দেন।

কি করে ভুলি ? একসঙ্গেই সমস্ত জার্মান সৈন্য ধ্বংস করে এলাম, বিগত যুদ্ধে একটা .....অনেকবার আপনার কথা মনে হয়েছে আলেকজান্দার এনিসিমোভিচ। নভোরোশিস্কে আলাদা হবার পর থেকে কোন পাত্তাই আপনার পাইনি। ভাবি, আপনি কশাকদের সঙ্গে হয়ত তুরস্কে চলে গেছেন।

বেশ গরম রান্নাঘরটায় তারা যান। নবাগত তার কাউল ও সাদা ভেড়ার চামড়ার টুপিটা খুলে ফেলে, বিরল সাদা চুলওয়ালা দৃঢ় ও বেয়াড়া মাথাটা বার হয়ে পড়ে। খাড়া, নেকড়ের মত ভুরু। তার মধ্য থেকে তাঁর চোখ দু'টি ঘরের চারদিকে ঘুরতে

থাকে। ক্ষুদ্র চোখদু'টির দীপ্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হেসে তিনি ঘরের মেয়েদের—গৃহিণী ও তাঁর পুত্রবধূকে অভিবাদন জানান।

আশা করি আপনারা ভালই আছেন।

মহিলাটি বেশ সতর্কভাবে উত্তর দেন: ধন্যবাদ। কিন্তু স্বামীর দিকে উৎসুকভাবে তাকান, যার অর্থ দাঁড়ায়: যাঁকে নিয়ে এসেছো তিনি কে এবং তাঁর প্রতি কিরূপ আচরণ দেখানো দরকার।

কর্তা কাঠ-খোট্টাভাবে জবাব দেন: খাবার নিয়ে এস। তারপর অতিথিকে নিয়ে সব চাইতে ভাল ঘরটির টেবিলে যেয়ে বসেন।

অতিথি কপিশাক ও শূকরের মাংসের ঝোল খেতে সুরু করেন কিন্তু মেয়েদের সুমুখে আলাপের মোড় ঘুরিয়ে আবহাওয়া আর সহকর্মীদের কথা পাড়েন। তাঁর বিরাট পাষাণস্তূপ-থেকে-কাটা নীচের চোয়ালটা অতিকষ্টে কাজ চালিয়ে যায়, চিবোতে থাকেন অতি ধীরে, শ্রান্তভাবে—হাড়-ভাঙা খাটুনির পর বিশ্রাম-ভোগী গরু যে ভাবে বিচালি চিবোয়।

ভোজনের পর তিনি উঠে দাঁড়ান, মরচে-পড়া আইকনের সুমুখে প্রার্থনা করেন এবং পুরনো, দৃঢ়ভাবে-আঁটা সার্ট থেকে রুটির টুকরো-গুলো ঝেড়ে ফেলেন।

আতিথ্যের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ইয়াকভ লুকিচ। কিছু কথাবার্তা আছে এখন।

কর্তার ইঙ্গিতে গিন্নি ও পুত্রবধূ তাড়াতাড়ি টেবিলটা পরিষ্কার করে রান্নাঘরে চলে যায়।

---

## [ দুই ]

পার্টির জেলা-কমিটির ক্ষীণদৃষ্টি শ্লথগতি সম্পাদক টেবিলে বসে ডেভিডোভের দিকে আড় নয়নে তাকান, ব্যাগের মধ্যে কাগজ-পত্র সাজিয়ে না রাখা পর্যন্ত সেদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন, তারপর ডেভিডোভের দেওয়া কাগজ-পত্রগুলোর দিকে মনোযোগ দেন।

জানলার বাইরে বাতাসের মাতামাতির অন্ত নেই।......

"তা'হলে আপনি কাতর হয়ে রোস্টভে আটকা পড়েন? আচ্ছা সমবায়ীকরণের কাজের জন্য যে পঁচিশ হাজার লোক সংহত করা হয় তার মধ্যে যে ক'জন আমাদের ভাগে পড়ে তার অন্য আটজন তিন দিন আগে এসে পৌঁছে। আমরা একটা সভা করি—যৌথ ফার্মের সভ্যেরা তাঁদের সাথে দেখা করেছে।" সম্পাদক মহাশয় চিন্তান্বিতভাবে ঠোঁট কামড়াতে থাকেন। "ব্যাপার বড় জটিল এখানে। সমবায়ীকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে মাত্র ১৪·৮ পার্সেণ্ট; তার মধ্যেও আবার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই মিলে-মিশে জমি চাষাবাদ করার কতকগুলো সঙ্ঘ ছাড়া আর কিছু নয়। ধনী-চাষীরা ('কুলক')[১] তাদের শস্য-সংগ্রহ নিয়ে এখনো পিছনে লেগে রয়েছে। বহু লোকজনের দরকার, বড্ড দরকার! যৌথ ফার্ম ৪৩ জন কর্মী চেয়ে পাঠায়, মাত্র আপনাদের ন'জনকে পাঠিয়েছে।" পুরু চোখের পাতার নীচ দিয়ে তিনি নবভাবে সুদীর্ঘ ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন ডেভিডোভের উপর—লোকটার শক্তি-সামর্থ্যের দৌড় যেন বুঝে নিতে চান।

1. ধনীচাষী = Kulak.

তাহলে আপনি একজন কর্মকার, না কমরেড? ভাল! পুটিলভ ওয়ার্ক্‌সে অনেক দিন ছিলেন, না! ধূমপান চলে?

সৈন্যদল ভাঙ্গার পর থেকেই। প্রায় ন'বছর।

সিগারেট নেবার জন্য ডেভিডোভ হাত বাড়ায়। হাতের প্রায় উঠে যাওয়া নীলাভ উল্কিটা লক্ষ্য করে তাঁর ঝুলে পড়া ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে।

"দেশের মান-মর্যাদা ও গৌরবের বস্তু!" তিনি মন্তব্য করেন, "তাহলে নৌ-বহরেও ছিলেন?"

হাঁ।

"খুব ছোট্ট ছিলাম তখন, বুঝতেই পারেন।...কচি ও নেহাৎ বোকা···কাজেই নিজেকে বিষাক্ত করে তুলতে দিই···।" ডেভিডোভ ক্রুদ্ধভাবে জামার হাতাটা টেনে দেন আর মনে মনে ভাবেন: আজে-বাজে কাজে মন যায়, শস্য-সংগ্রহের নামটি নেই!

সম্পাদক মহাশয় নীরব হয়ে যান। সম্বর্ধনাসূচক অর্থহীন হাসি তাঁর রোগা ফোলা-ফোলা মুখমণ্ডল থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

"পূর্ণ সমবায়ীকরণের কার্যোপলক্ষে পূর্ণক্ষমতাসহ আপনাকে আজকেই জেলা কমিটির সদস্য-রূপে রওনা হতে হবে। রিজিওনাল কমিটির শেষ নির্দেশটি পড়েছেন? তা কি আপনার সাথে আছে? বেশ! তাহলে আপনাকে গ্রেমিয়াসি পল্লি সোভিয়েটে যেতে হচ্ছে। পরে বিশ্রামের সময় পাবেন। সময় এখন বড় সংকীর্ণ। লক্ষ্য রাখবেন, হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট সমবায়ীকরণের দিকে। সেখানে ক্ষুদ্র একটি কৃষি সঙ্ঘ আছে। সেটাকে বড় রকমের একটা যৌথ ফার্মে পরিণত করতে হবে। প্রচারক ব্রিগেড গঠন করা হলেই আপনাদের কাছে পাঠানো হবে। অবিলম্বে চলে যান। সাবধানতার সঙ্গে কুলকদের নিংড়ে যৌথ ফার্ম গড়ে তুলুন। গরীব ও মাঝারিগোছের সব কশাকদের

ঐ যৌথ ফার্মের সংগঠনের মধ্যে নিতে হবে। ১৯৩০ সালে যৌথ ফার্মের অধীনে যে পরিমিত জমি আবাদ হবে তার উপযোগী একটা সাধারণ শস্য-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ চালাবেন। মাঝারি অবস্থার কশাকদের সঙ্গে বেশ বনিবনাও করে চলবেন। তিনজন সাম্যবাদী সদস্য নিয়ে গ্রেমিয়াসি পার্টিচক্র। চক্রের সেক্রেটারী ও গ্রাম্য সোভিয়েটের চেয়ারম্যান বেশ ছেলে। তারা পূর্বতন রেড পার্টিজান-বাহিনীর সভ্য ছিলেন। পুনরায় ঠোঁট কামড়ে বলতে শুরু করেন : রাজনৈতিক শিক্ষা-দীক্ষার দিক দিয়ে তারা খুব উন্নত নয়। ভুল-ভ্রান্তি তাদের হতে পারে। কোন রকম গোলযোগ দেখা দিলে জেলা আফিসে চলে আসবেন। গ্রামের সঙ্গে এখনো টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করে উঠতে পারিনি, তাতে আরো মুস্কিল হয়েছে। আর, হাঁ, চক্রের সম্পাদক অর্ডার-অব-দি-রেড-বেনার পদবীধারী। একটু রুক্ষ প্রকৃতির তিনি ” কাগজের ব্যাগটার ডালার উপর সেক্রেটারী আঙুল দিয়ে তাল ঠুকছিলেন। ডেভিডোভকে উঠতে দেখে উত্তেজিতভাবে তিনি বলতে থাকেন : একটু অপেক্ষা করুন, কথা আছে আরেকটু। ঘোড়-সওয়ার মারফত রোজ রিপোর্ট পাঠাবেন আর ছেলেদের উপর কড়া নজর রাখবেন। এখন সরাসরি সংগঠন বিভাগের কর্তার সঙ্গে দেখা করে চলে যাবেন। জেলার কার্যকরী কমিটি থেকে আপনার কাছে ঘোড়া পাঠাতে হুকুম পাঠাচ্ছি। হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট সমবায়ী-করণ সফল করা চাই-ই। কত পার্সেণ্ট সফলকাম হন তা দিয়ে আপনার কাজের বিচার হবে। আমাদের আঠারোটা পল্লি-সোভিয়েটের মধ্যে একটা বিরাট রকমের যৌথ ফার্ম গঠন করতে হবে, আর সেটা হবে কৃষি-বিভাগের রেড পুটিলোভ!

নিজের উপমায় নিজেই তিনি হাসেন।

"কুলকদের ব্যাপারে সতর্কতার সঙ্গে যে চলতে বলেছেন তার মানে কি বুঝতে হবে?" ডেভিডোভ সেক্রেটারীকে প্রশ্ন করেন।

সেক্রেটারী মুরুব্বিয়ানাভাবে হেসে উত্তর দেন: তার মানে কুলকদের মধ্যে এমন লোক আছে যাদের কাছে চাইলেই শস্য দিয়ে দেয়, আবার এমন লোকও আছে যারা একগুঁয়ে, কিছুই দিতে চায় না। দ্বিতীয় রকমের লোকদের বেলায় শস্য-সংগ্রহ আইনের ১০৭ ধারা প্রয়োগ করবেন, এ পরিষ্কার। প্রথমোক্তদের বেলাতেই ব্যাপার জটিল। তাদের বেলায় কিরূপ ব্যবস্থা করবেন?

খানিক ভেবে চিন্তে ডেভিডোভ উত্তর দেন: আরো শস্য সংগ্রহের কাজ চাপানো হবে তাদের উপর।

চমৎকার পথ! না, কমরেড তা চলবেনা। তাতে আমাদের কার্য-কলাপের প্রতি লোকের বিশ্বাস শিথিল হয়ে পড়বে। মাঝারি চাষীরা বলবে কি তখন জানেন? তারা বলবে, সোভিয়েট সরকার এই-ই করে। কোন-না-কোন অজুহাতে তারা চাষীদের উপর বোঝা চাপাতে চায়। চাষীদের হাব-ভাবের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে—লেনিন আমাদের এ শিক্ষা দিয়েছেন। আর আপনি কিনা চান দ্বিতীয়বার শস্য আদায় করতে! চ্যাংড়ামি ছাড়া এ আর কিছু নয় হে ছোকরা।

"চ্যাংড়ামি, তাই কি?" ডেভিডোভের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। "তার মানে, আপনার মতে স্ট্যালিন ভ্রান্ত, নয় কি?"

স্ট্যালিনকে এর মধ্যে টেনে আনছ কেন?

মার্ক্সিস্টদের কনফারেন্সে তাঁর বক্তৃতা আমি পড়েছি……কি যেন কথাটা, যেখানে তারা জমি-সমস্যার আলোচনা করেন। চুলোয় যাক, কি যেন কথাটা, জমির মজুর, না?

'Agrarians' শব্দটার কথা বলছেন?

হাঁ, এই শব্দটিই।

বেশ কি বলতে চান এ সম্পর্কে!

প্রাভ্‌দার যে সংখ্যায় তা ছাপা হয় দেখি সেখানা?

বিভাগের কর্তা প্রাভ্‌দাখানা এনে দেন। ডেভিডোভ পৃষ্ঠাগুলোর উপর দিয়ে ব্যগ্রভাবে তাঁর দৃষ্টি বুলিয়ে নেন।

অর্থপূর্ণভাবে হেসে সেক্রেটারী তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

"এই এখানে শুনুন '.....' যতদিন আমরা সীমাবদ্ধ সমবায়ীকরণের কাজ চালাব ততদিন কুলকদের আমরা নির্মূল করতে চাইনে.." আরো দেখুন, এই এখানটায়! 'কিন্তু এখন! অবস্থা এখন অন্যরকম, এখন আমরা কুলকদের প্রতিরোধ পণ্ড করতে, শ্রেণী হিসাবে তাদের নির্মূল করার জন্য মরণ-আঘাত হান্‌তে আমরা সক্ষম।' শ্রেণী হিসাবে, বুঝতে পাচ্ছেন? তাহলে দ্বিতীয় বার শস্যদাবী কেন আমরা করবনা? আমাদের মুঠির মধ্যে কেন আমরা তাদের রাখব না?

সেক্রেটারীর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়।

"তিনি আরো বলেন, যে-সব মাঝারি ও দরিদ্র কৃষক যৌথ ফার্মে যোগ দেবে তারাই তাদের উচ্ছেদের কাজটা সম্পন্ন করবে।" তিনি ঠাট্টা করেন। "নয় কি? পড়ে যান!"

হুঁ, আপনি......

"হুঁ-টু'তে চলবেনা"—সেক্রেটারী সক্রোধে উত্তর দেন, গলার স্বর তাঁর কাঁপতে থাকে। "আর আপনি বলতে চান কি? বাছ-বিচার না করে প্রত্যেক কুলকের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেওয়া। আর তাও এমন এক জেলায় যেখানে সমবায়ীকরণের কাজ হয়েছে মাত্র ১৪ পার্সেণ্ট, আর যেখানে মাঝারি চাষীরা যোগদান করতে শুরু করেছে মাত্র। এই সব ব্যাপারে আমরা হোঁচট খেয়ে পড়তে পারি যে-কোন মুহূর্তে। স্থানীয় অবস্থা না জেনে শুনেই

আপনাদের মত লোক আসছে এখানে···সেক্রেটারী কোন মতে আত্মসংবরণ ক'রে আরো শান্ত স্বরে বলতে থাকেন :

ঐ সব মত নিয়ে যত ইচ্ছা কাঠ-কাটাই চলে......সে মতটাও তো বেশ ভাল......

"আহা, থামুন থামুন, এই ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী হলে রেজিওনাল কমিটি সোজাসুজি এই নির্দেশই দিত: 'কুলকদের বিনাশ কর।' সেক্ষেত্রে সর্ববিধ উপায় প্রয়োগ করা চলত, তক্ষুণি সৈন্যবাহিনী, সাকুল্য সরকারই আমাদের পিছনে। অথচ বর্তমানে যে-সব কুলক শস্য গোপন করে তাদের আমরা নামে মাত্র শাস্তি দিই, সেও আবার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মত, ১০৭ধারা মতে জনগণের কোর্টে।

তাহলে আপনার মতে মজুর, নিঃস্ব এবং মাঝারি চাষীরা কুলক শ্রেণীর নির্মূলের বিপক্ষে? তারা কুলকদের পক্ষে? তাদের কুলক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিচালনা করতে হবে?"

সেক্রেটারী সশব্দে, খট্ করে কাগজ-পত্রের বাক্সটার তালা লাগায়, শুষ্ককণ্ঠে জবাব দেয় :

নেতার বক্তৃতা আপনার কাছে কেমন লাগে না লাগে আপনি তার ব্যাখ্যা করতে পারেন কিন্তু জেলা কমিটি বুরো আর আমি নিজে জেলার জন্য দায়ী। যে গ্রামে আপনাকে পাঠাচ্ছি সেখানে আপনি শুধু আমাদের ব্যবস্থানুযায়ীই চলবেন, আপনার কোন আবিষ্কৃত পন্থায় নয়। আপনি ছাড়াও আমার আরো কাজ রয়েছে।

ডেভিডোভের গণ্ডদেশ রক্তিম হয়ে ওঠে কিন্তু কিছুটা আত্মস্থ হয়ে উত্তর দেন: পার্টির প্রদর্শিত পথেই আমি চলব, কিন্তু মজুরদের ধরণে স্পষ্টই বলছি, আপনাদের পথ ভ্রান্ত, রাজনৈতিক দিক দিয়ে ভুল। যথার্থ!"

"আমার কাজের জবাব আমি দিব... ..আর 'মজুর ধরণ' কথাটা এখন অপ্রচলিত হয়ে গেছে।......"

টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে ওঠে। সেক্রেটারী রিসিভারটা উঠিয়ে নেন। অন্যান্যেরা ঘরে আসতে শুরু করে, সংগঠন বিভাগের অধ্যক্ষের সাথে দেখা করার জন্য ডেভিডোভও উঠে যান!

"ডান পায়ে খুঁড়িয়ে চলেন তিনি···যথার্থ।" আফিস ত্যাগ করে যাবার সময় তিনি ভাবেন। চাষীদের আমি সে বক্তৃতাটা পড়ে শোনাব...ভুল আমার হতেই পারেনা? না, ভাই, ক্ষমা কর আমাকে। তোমার প্রশ্রয়ের দরুণ হাতের বাইরে চলে যাবার সুযোগ দিয়েছ কুলকদের। রেজিওনাল কমিটিতে তারা বলেন, 'তুমি একজন পাকা লোক' কিন্তু তোমার কুলকরা তাদের শস্য নিয়ে যায় যবনিকার অন্তরালে। নিঙড়ে নেওয়া এককথা আর কণ্টকের মত নির্মূল করা অন্য কথা। কিন্তু জনসাধারণকে পরিচালনা করছ না কেন?" সেক্রেটারীর সাথে মনে-মনে তার আলোচনা চলে। হামেসা তার যেমন হয়, অকাট্য যুক্তিগুলো তাঁর পরে মনে আসে। আপিসে তিনি উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন, মাথায় যা আসে তাই উত্তর দেন। তাঁর শান্ত হোয়ে থাকা উচিত ছিল। চলতে চলতে পঙ্কিল জল ছিটকে তার গায়ে লাগে, বাজারের স্কোয়ারটার কাছে গোবর আর বরফে জমাট-বাঁধা ঢেলার উপর হুমড়ি খেয়ে তিনি পড়ে যান।

"তোমার ভাগ্য ভাল, তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে ফেলেছ, নইলে আজকে তোমার বিদ্যের দৌড় দেখতাম"। একপ্রকার চেঁচিয়েই তিনি বলেন। হাসিমুখে একটি স্ত্রীলোককে পাশ কাটিয়ে যেতে দেখে তীব্র বিরক্তিতে তিনি চুপ মেরে যান।

'কশাক ও কৃষাণ নিবাসে'র দিকে তিনি শশব্যস্ত হয়ে চলেন। সুটকেশটা হাতে নেওয়ার সময় তার মধ্যেকার জিনিসগুলোর কথা

মনে করে 'তাঁর হাসি আসে। দু'প্রস্ত শনের মোজা ও সুট ছাড়াও স্ক্রু-ডাইভার, প্লায়ার্স, একটা ফাইল, বেড়ি-কম্পাস, বাটালি, আরো কত-কি তাড়াতাড়ি ঢুকিয়েছে তার মধ্যে লেনিনগ্রাডে। কি লজ্জার কথা এগুলো খুব দরকার বলে কি করে মনে হয়!" তিনি ভাবেন: "বোধ হয় ভেবে থাকব, কোন একটা যৌথ ফার্মে এসব দিয়ে নিজের কবর রচনা করব কিংবা কলের লাঙল (ট্রেক্টার) সারাব। কিন্তু মনে হয় একটিও ট্রেক্টর নেই এখানে। আর যতদূর মনে হয়, সংগঠনকারী হিসাবে আমাকেই ঘোরাঘুরি করতে হবে। কোন এক যৌথ ফার্মের মিস্ত্রিকে না-হয় এসব দিয়ে দেওয়া যাবে।" এই স্থির করে স্লেজ-গাড়িতে সুটকেশটা তুলে দেন।

জেলার কার্যকরী কমিটির যব-পুষ্ট ঘোড়া দুটি গাড়ি নিয়ে ছুটে চলে। শহর পার হতে না হতেই ডেভিডোভের পা জমাট বাঁধতে শুরু করে। বৃথাই তিনি চেষ্টা করেন গরম জামা-কাপড়ে তাঁর সর্বাঙ্গ ঢাকা দিয়ে বা চোখ পর্যন্ত টুপিটা নামিয়ে শীতের প্রকোপ নিবারণ করতে। কারণ তাতে শীত মানেনা কিছুই। জামা-কাপড়ের ফাঁকে ফাঁকে হিম-শীতল বাতাস ঢুকে তাঁর গায়ের রক্ত বরফ করে তোলে।

শহর-থেকে-আনা পাতলা বুটের মধ্যেও পা দু'খানা জমাট বেঁধে গেছে বলে মনে হয়।

শহর থেকে গ্রেমিয়াসি লগ প্রায় আঠারো-উনিশ মাইলের পথ, শুধু নির্জন অধিত্যকার গিরিশ্রেণীর মধ্য দিয়ে। গলিত গোবরে কটাবর্ণ রাস্তাটা গিরিশ্রেণীর উপর দিয়ে প্রসারিত। চারদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ, আর বরফাচ্ছাদিত অনাবাদী জমি। পথের ধারে ধারে বিশৃঙ্খল ভাবে গাদা হয়ে আছে নানা রকমের শেয়াল-কাঁটা প্রভৃতি গুল্মজাতীয় বৃক্ষ।

ডেভিডোভ স্লেজ থেকে নেমে পড়েন, গাড়ির একটা পাশ ধরে

খানিকক্ষণ দৌড়াদৌড়ি ক'রে পা দু'খানাকে একটু গরম করে নেন। তারপর আবার লাফ দিয়ে গাড়িতে ,চড়ে বসে' মাংসপিণ্ডবৎ ঝিমোতে থাকেন। শ্লেজ গাড়ির গাড়োয়ানের শিটি বেজে ওঠে, বরফের মধ্যে ঘোড়ার নালের খোঁচা লাগায় শুষ্ক মড় মড় শব্দ তোলে ; ডান পাশের ঘোড়াটার আড়কাঠটা খট্-খট্ শব্দ করে উঠে। তুষার-বিন্দু-আচ্ছাদিত চোখের পাতার মধ্য দিয়ে পথ থেকে দ্রুত ধাবমান দাঁড়কাকের ডানাগুলোর দিকে তাকান, যেন রক্তাভনীল গ্রীষ্মকালীন বিদ্যুৎ সূর্যালোকে ঝলসাচ্ছে, মনোরম ঝিমানিতে আবার চোখ দু'টি মুদে আসে।

পাপ যে-ভাবে অন্তরকে ক্লিষ্ট করে তেমনি শীতের পীড়নে তিনি জেগে ওঠেন।

বিকালের একটু আগেই তাঁরা গ্রেমিয়াসি লগে পৌঁছান। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রশস্ত প্রাঙ্গনে গোটা কয়েক দুই-ঘোড়ায় টানা খালি শ্লেজ-গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। দেউড়ির দরজায় সাত আটজন কশাক ভিড় করে ধূম পান করে। গাড়ি এসে তাদের সুমুখে থামে। ঘোড়াগুলির কোটগুলি জমাট-বাঁধা ঘামে ভরে গেছে।

গুড ইভিনিং সিটিজেন্স্। আস্তাবলটি কোথায় বলুন তো?

ভাল আছেন আপনি? ঐ বাঁশের-ছাওয়া ছাদের নীচেই আস্তাবলটা, কমরেড।

শশকের চামড়ার টুপিটার কোণ পর্যন্ত হাত উঠিয়ে সকলের পক্ষ থেকে একজন বয়স্ক কশাক উত্তর দেয়।

ঐ, ঐখানে নিয়ে যাও গাড়িখানা।

কোচম্যানকে এই আদেশ দিয়ে শ্লেজ থেকে খর্বকায় হৃষ্টপুষ্ট ডেভিডোভ নেমে আসেন, হাতের দস্তানা দিয়ে গালটা ঘসে তিনি কোচম্যানের পেছনে পেছনে যান। নবাগত যে একজন কর্মচারী এবং

দাঁত-ভাঙ্গা উত্তর-রুশীয় স্বরে কথা বলেন তাতে তাদের কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সোজা সোভিয়েট কার্যালয়ে না যেয়ে আস্তাবলের দিকে তাঁর যাওয়ার কোন সঙ্গত কারণ বুঝতে না পারায় কশাকেরাও সে দিকে যায়।

আস্তাবলের দরজায় গোবরের দম্‌কা গন্ধ। কোচম্যান ঘোড়াগুলোকে থামায়। ডোভিডোভ নিঃশঙ্কচিত্তে রজ্জুগুলো থেকে আড়কাঠগুলো মুক্ত করতে প্রবৃত্ত হয়। তাঁর চার ধারের কশাকরা দৃষ্টি-বিনিময় করে। গোঁফ থেকে নীহার-কণা ঝেড়ে ফেলে মেয়েদের সাদা ভেড়ার-চামড়া-পরা জনৈক বুড়ো ধূর্ত চাহনি হেনে বলে ওঠে ঃ

হুঁসিয়ার কমরেড, লাথি মারবে ঘোড়াটা।

ঘোড়ার লেজের নীচ থেকে রজ্জুটা খুলে দিয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে তিনি হাসেন—নীলাভ ঠোঁটের ফাঁকে তাঁর যে একটি দাঁত পড়ে গেছে তা সকলে দেখতে পায়।

"মেশিন-গানার ছিলাম বাবা, মনে হয় এই সব ঘোড়ার ব্যবস্থাও আমি করতে পারি।" জবাব দেন তিনি।

ঘোড়ার লাথিতেই কি দাঁতটা খোয়া গেছে বাবা?

দাঁড় কাকের মত কালো বিরাট গোঁফওয়ালা এক কশাক প্রশ্ন করে। অন্যান্যেরাও সরলভাবে হেসে ওঠে। সুনিপুণভাবে কলারটা সরিয়ে তিনিও ঠাট্টাচ্ছলে বলেন ঃ

"না কমরেড, দাঁতটা খুইয়েছি বহুদিন আগে, একটা মাতলামির ব্যাপারে। ভালই হয়েছে তাতে, মেয়েদের আর ভয়ের কারণ রইল না। তাই না, বাবা!"

সকলেই হাসতে থাকে। আপশোষের ভাণ করে বুড়োও বলে, আমারও সেদিন গেছে বাবা! বহুদিন আগেই একে একে সবগুলো দাঁত সরে পড়েছে।

কালো গোঁফওয়ালা কশাকটা তাঁর সাদা দাঁতওয়ালা মাড়িগুলো বার করে মাদি-ঘোড়ার মত হো হো করে ফেটে পড়তে পড়তে কোমরের পেটিটা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে, পাছে হাসির চোটে ছিঁড়ে যায়।

সিগারেট বার করে সকলের দিকে এগিয়ে দেয়, নিজেও একটা ধরিয়ে নিয়ে গ্রাম্য-সোভিয়েটের দিকে তিনি রওনা হন।

ডেভিডোভের পেছনে যেতে যেতে বুড়ো বলে,

সেখানে চেয়ারম্যানকে পাবেন, পার্টির সেক্রেটারীও সেখানে আছেন।

দু'এক টানে সিগারেট ফুঁকে দিয়ে অন্যান্য কশাকেরাও তাঁর পেছন নেয়। তারা বেশ লক্ষ্য করে এই নবাগত জেলা-অফিস থেকে আগত অন্যান্যদের মত নয়। শ্লেজ থেকে নেমেই তারা বগলে কাগজ-পত্রের ব্যাগটা ঝুলিয়ে সোভিয়েট কার্যালয়ের দিকে ছুটে যায়। তার পরিবর্তে এই লোকটি গাড়ি থেকে নেমেই ঘোড়ার সাজ-সজ্জা খুলে কোচম্যানকে সাহায্য করে। এই সব কাজে নৈপুণ্যও তাঁর বেশ আছে বলে তাদের বিশ্বাস হয়। অবাকও তারা কম হয় না।

কালো গোঁফওয়ালা কশাকটি তার ঔৎসুক্য দমন করতে না পেরে বলেই ফেলে,

কমরেড, ঘোড়ার এই সব সাধারণ কাজে আপনি নিজে গেলেন কেন? এতো আর আপনার কাজ নয়—তাই না? কোচম্যান রয়েছে কেন?

বুড়োও প্রকাশ্যেই স্বীকার করে, আমাদের কাছে এ ভারি অদ্ভুত ঠেকল।

ডেভিডোভের উত্তর দেবার ফুরসুৎ হয়ে ওঠেনা। "দেখ্ছ না, এ যে কামার!"

ধাতুর সংস্পর্শে বিমলিন হাত দু'খানা ও আঙুলের নখগুলোর

চারদিক্‌কার পুরানো দাগ দেখিয়ে ভুল-ভাঙানোর সুরে একজন বাদামি রঙের গোঁফওয়ালা যুবক বলে।

"তালা-চাবির কর্মকার", ডেভিডোভ তাদের ভুল শোধরিয়ে বলেন, "কিন্তু সোভিয়েট কার্যালয়ে আপনারা যাচ্ছেন কেন?"

"কৌতূহল বশে।" গেটের সর্বনিম্ন-সোপানের কাছে থেমে সকলের পক্ষ থেকে বৃদ্ধ উত্তর দেন। "আপনার আসার কারণটা জানতে চাই আমরা, শস্য-সংগ্রহ সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে কিনা……।

সুদীর্ঘ ও তীব্র একটা শিটি দিয়ে বুড়ো গেট থেকে সকলের আগে ফিরে যান।

নীচু সিলিংয়ালা একখানা রুম। টেবিলের উপরকার বাতির সল্‌তেটা উস্কে দিয়ে ডেভিডোভের দিকে মুখ করে দাঁড়ান একটি লম্বাপানা গাট্টাগোট্টা লোক। তাঁর খাকি শার্টের উপর 'অর্ডার-অব-দি-রেড-ব্যানার'-এর টক্‌টকে লাল ফিতাটা সহজেই চোখে পড়ে। গ্রেমিয়াসি পার্টি-চক্রের সেক্রেটারী বলে ডেভিডোভ তাঁকে ধরে নেন।

"জেলা-কমিটির প্রতিনিধি আমি।" বলে তিনি পরিচয় দিয়ে বলেন, "আপনিই কি চক্রের সেক্রেটারী?"

"হাঁ, আমিই তার সেক্রেটারী। আমার নাম নাগুলনোভ। বসুন কমরেড। মিনিট খানেকের মধ্যেই সোভিয়েটের চেয়ারম্যান এসে পড়বেন।"

হাত দিয়ে দেয়ালে বারকয়েক ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ করে তিনি ডেভিডোভের কাছে সরে আসেন।

অন্যঘর থেকে একজন হৃষ্টপুষ্ট কশাক এসে এ ঘরে ঢোকেন। মাথায় তাঁর একটা ধূসর ছাগল-চামড়ার টুপি, মাথার পিছন দিকে ঠেলে দেওয়া, গায় একটা সামরিক জাতীয় ছোট কুর্তা, সাদা মোজা পর্যন্ত ঢোকানো একটা ছিটের পায়জামা পরনে।

"ইনিই সোভিয়েট চেয়ারম্যান, এণ্ড্রি রাজমিওটনোভ।" সেক্রেটারী তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন।

হাসিমুখে চেয়ারম্যান এক হাতে গোঁফ চাড়া দিতে থাকেন গুরুগম্ভীর ভাবে, অন্য হাতটি বাড়িয়ে দেন ডেভিডোভের দিকে।

"আপনি কে?" প্রশ্ন করেন তিনি। "আপনি জেলা-কমিটির প্রতিনিধি, নন? আপনার কাগজ-পত্র······সেগুলো দেখে নিয়েছেন, মাকার? যৌথ-ফার্মের ব্যাপারে এসেছেন বোধ হয়?"

গ্রীষ্মের আকাশের মত পরিষ্কার ও নীলাভ চোখ দু'টির দিকে বারংবার তাকিয়ে যেন ডেভিডোভকে তন্ন তন্ন করে বুঝে নিতে চান তিনি। এ বিষয়ে তাঁর কোন লজ্জা-সংকোচও নেই। তাঁর মলিন, বহুদিন খেউরি-না-করা মুখের উপর দিয়ে একটা অধীর প্রত্যাশার ঢেউ খেলে যায়।

ডেভিডোভ টেবিলের কাছে বসে তাঁদের জানান, দু'মাসের মধ্যে সমবায়ীকরণের কাজ সেণ্ট পার্সেণ্ট হাসিল করার নির্দেশ দিয়ে তাঁকে এখানে পাঠানো হয়েছে। গরীব কশাক ও উদ্যমশীল কর্মীদের ডেকে পরের দিনই একটা সভা করার প্রস্তাবও তিনি এই সঙ্গে করেন।

নাগুলনোভ তাঁর কাছে স্থানীয় হালচাল, বিশেষ করে গ্রেমিয়াসি এসোসিয়েসনের মিলিতভাবে আবাদাদির কথা বিশদভাবে খুলে বলেন। তাঁর বলার সময় রাজমিওটনোভ বেশ মনোযোগসহকারেই শোনেন, তবে কথার ফাঁকে ফাঁকে দুয়েকটা কথা তিনি শুধু গুঁজে দেন।

"মিলিতভাবে চাষ-আবাদ করার জন্য আমাদের একটা সমিতি আছে এখানে।" নাগুলনোভের বিক্ষোভ স্পষ্টতর ভাবে ফুটে ওঠে। "আমি বলছি কমরেড, এ সমবায়ীকরণের প্রহসন মাত্র, সরকারের অযথা ব্যয় ছাড়া আর কিছু নয়। এর মধ্যে আঠারোটি ফার্ম—সবগুলোই নিঃসম্বল। এ সবের ফল হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই আঠারোটা ফার্ম নিয়ে কাজ শুরু করার সময় চারটে ঘোড়া আর এক হাল বলদ ছিল সম্বল—অথচ একশ সাতজনের আহার জোগাতে হবে! কি করে তারা তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে? অবশ্য সুদীর্ঘ দিনের মেয়াদে তারা যন্ত্রাদি ও ভারবাহী পশু বাকিতে কিনতে পারে। তারা বাকি নেয় বটে তবে দীর্ঘ দিনের মেয়াদ সত্ত্বেও তারা দেনা মেটাতে পারবে না। কেন তাই বলছিঃ একটা ট্রাক্টার ( কলের লাঙল ) থাকলে ব্যাপার অন্যরকম দাঁড়াত—কিন্তু তাদের ট্রাক্টার দেওয়া হয়নি; গরু দিয়ে আবাদ চালিয়ে অল্পদিনে খুব ধনী হওয়া যায়না। এও আমি বলে রাখছি, তাদের পলিসি ভুলঃ যে সব পীড়িত বাছুর দুধ খায় বেশ, অথচ বাড়ে না, তারা তাদের মত। তাদের মত সরকারকে আঁকড়ে পড়ে থাকার দরুণ সম্ভব হলে বহু আগেই তাদের বস্তাবন্দী করে পাঠিয়ে দিতাম। তারা এই রকম ভাবেঃ 'যে-কোন অবস্থায় তারা আমাদের সাহায্য করবে! দেনা শোধের জন্য তারা কিছুই নিতে পারে না আমাদের কাছ থেকে।' কাজেই তাদের নিয়মানুবর্তিতা যায় রসাতলে, সমিতিটিও অবিলম্বে গোল্লায় যাবে। যৌথ ফার্মে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা তো চমৎকার আইডিয়া, সে তো স্বর্গ হয়ে উঠবে, মর্ত্য আর থাকবেনা! কিন্তু আমি বলছি কশাকরা নির্বোধ, তারা ভাঙবে তবু মচকাবে না......

"সমিতিতে কোন পার্টি-মেম্বর আছে কি?" উভয়ের দিকে প্রশ্নসূচক নেত্রে ডেভিডোভ তাকান।

উত্তর দেয় নাগুলনোভ, "না। ১৯২০ সালে আমি একটা কম্যুনে যোগদান করি, কতকগুলি সদস্যের দলত্যাগে কিছুদিনের মধ্যেই তা ভেঙে পড়ে। যা-কিছু আমার ছিল তা ছেড়ে আসি। সকল প্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে বিরক্তি ধরে যায়, কাজেই প্রতিবেশী একটা কম্যুনে আমি আমার হালের গরুগুলো ও জীব-জন্তু সব-কিছু দিয়ে দিই।

আজও সেগুলো রয়েছে। আমার আর আমার স্ত্রীর কিছুই আর নেই। রাজমিওটনোভ কোন আদর্শ স্থাপন করতে পারেন নি। তিনি বিপত্নীক, বুড়ো মা ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি যদি যোগ দিতেন নানা গঞ্জনা আঠার মত লেগে থাকত। তারা বলাবলি করত : বুড়ো মাকে আমাদের ওপর ফেলে দিয়ে বেঁচে গেছেন অথচ জমিতে কোন কাজই করেন না তিনি। এই দিক দিয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে। চক্রের তৃতীয় মেম্বরটি সবেমাত্র চলে গেছে—তিনি একহস্ত, শস্য মাড়াবার কলে হাতটি কাটা গেছে। সমিতিতে যোগ দিতে তিনি আর ইচ্ছুক নন। তিনি মনে করেন, তিনি ছাড়াও যথেষ্ট লোক আছে সেখানে খাওয়াবার।

রাজমিওটনোভও তাকে সমর্থন করে বলেন : হাঁ, আমাদের সঙ্ঘটির হালচাল বড়ই খারাপ। এর চেয়ারম্যান আরকাঙ্ক্ষা লোশিয়েভ ম্যানেজার হিসাবে একেবারে অপদার্থ। চমৎকার লোক তারা বেছে নিয়েছে! এ বিষয়ে আমাদেরও ত্রুটি আছে বলতে হবে। এই কাজটি তাকে নিতে দেওয়াই উচিত হয়নি আমাদের।

কতকগুলো ধনী চাষীর জমির সম্পত্তির তালিকার ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে ডেভিডোভ প্রশ্ন করেন, কেন উচিত হয়নি?

মৃদু হেসে রাজমিওটনোভ উত্তর দেন, কারণ তিনি ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির। তিনি পাকা বেনে। তাঁর ত্রুটি হল : সকল জিনিসই বেচা-কেনায় তিনি মসগুল। সঙ্ঘটিকে একেবারে গোল্লায় পাঠিয়েছেন তিনি। প্রয়োজনের জন্য একটি উৎকৃষ্ট ষাঁড় কেনা হয়, তিনি স্থির করলেন তা বদলে একটা মোটর সাইকেল আনবেন। তিনি সভ্যদের কারো কাছে গেলেনই না, আমাদের কারো সঙ্গে পরামর্শই করেন নি। একদিন জেলা শহর থেকে মোটর সাইকেল এসে হাজির। আমরা আর্তনাদ করে উঠলাম, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। বেশ, মোটর সাইকেল তো এসে গেল,

কিন্তু কেউ চালাতে জানেনা। এইটা আনারই বা কি প্রয়োজন ছিল! দেওয়া হল সেটা ফিরিয়ে জেলায়, তা না হলে কি মজার কাণ্ডই না হত! মোটর বিশারদ তা দেখে বলেন ঃ এইটাকে টুকরো টুকরো করে খুলে ফেলাই অপেক্ষাকৃত লাভজনক। কতকগুলো অংশ এর খোয়া গেছে—সে-সব শুধু কারখানাতেই তৈরি হয়। ইয়াকভ ওস্ট্রোভ্নোভকেই চেয়ারম্যান করা উচিত ছিল। মাথাওয়ালা লোক তিনি। নতুন, চমৎকার ধরণের গম আনিয়েছেন তিনি ক্রাস্নোদার থেকে—অনাবৃষ্টিতেও তা বেঁচে থাকে। শরৎকালে চষা-জমিতে তিনি বরফ ধরে রাখেন, গ্রামে সবার চাইতে ভাল ফসল যারা পায় তার অন্যতম তিনি। প্রথম শ্রেণীর পশুপক্ষী তাঁর। ট্যাক্সের জন্য চাপ দিলে তিনি কঁকিয়ে ওঠেন বটে কিন্তু তাঁর মত চাষী এই তল্লাটে নেই। কৃষি-বিভাগের প্রশংসাপত্রও আছে তাঁর।

"রাজ-হাঁসের মধ্যে তিনি একটি বন্যরাজহাঁস। নিজের নিয়েই তিনি সর্বদা ব্যস্ত—সব সময় নিজেকে দূরে রাখেন", নাগুলনোভ সংশয়-পূর্ণ ভাবে মাথা নেড়ে নেড়ে বলে ফেলেন।

"না, তা নয়, ভাল লোক তিনি।" রাজমিওটনোভ নিঃসংশয়চিত্তে উত্তর দেয়।

---



## [ তিন ]

যে রাত্রে লুকিচের প্রাক্তন কোম্পানী কমাণ্ডার কাপ্তেন পলোভ্‌টিসিয়েভ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন সে রাত্রেই সুদীর্ঘ আলোচনা হয় দু'জনে। গ্রেমিয়াসি গ্রামে ইয়াকভের বুদ্ধিমান বলে বিশেষ খ্যাতি ছিল, ব্যবহারে ও সতর্কতায় শেয়ালের চাইতেও তিনি ধূর্ত ছিলেন। তা

সত্ত্বেও গ্রামটিকে কেন্দ্র করে যে ঝটিকা দেখা দেয় তার স্পর্শ এড়াবার সাধ্য ছিল না তাঁর—ঘূর্ণাবর্তের মত নানা ঘটনার পাকে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। সে রাত থেকে তাঁর জীবন এক বিঘ্ন-সংকুল, বন্ধুর পথ ধরে চলে।

আহারের পর সিন্ধুকটার উপর পায়ের উপর পা রেখে ব'সে ইয়াকভ বছরের পর বছরের সংসারের পুঞ্জীভূত হৃদয়ের জ্বালা উদ্ঘাটিত করতে থাকেন।

"আলেকজান্দার আনিসিমোভিচ, বলবার কি আর আছে আমার! জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব গেছে, সব গেছে। কশাকরা তাদের কৃষি-ক্ষেত্রগুলি পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেছে, তাদের ধনী হতেই হবে। ১৯২৬ সালে, এমন-কি ১৯২৭ সালেও খাজনা সহ্যাতীত হয়নি, কিন্তু এখন সীমার বাইরে। আপনার জেলায় খবর কি? সেখানেও কি সমবায়-প্রথা প্রবর্তনের কথা চলেছে?

অতিথিটি সিগারেটের কাগজে জিভের লালা লাগাতে লাগাতে সংক্ষেপে উত্তর দেয়ঃ কথা চলেছে বই কি!

তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকে ইয়াকভের মুখের ও মনোভাবের দিকে।

"সেই আনন্দময় সঙ্গীতের মহিমায় সর্বত্রই অশ্রুর বন্যা বয়ে চলেছে, নয় কি?"—লুকিচ বলে যায়, "শুনুন আমার গল্প। ১৯২০ সালে রিট্রিট থেকে ফিরে আসি। কৃষ্ণোপসাগরের উপকূলে দু'দুটো ঘোড়া আর যাবতীয় সম্পত্তি ফেলে আসতে হয় আমাকে। শূন্য কুটিরে আবার প্রবেশ করি। তখন থেকে দিনরাত অবিশ্রান্ত খেটে চলেছি। প্রথম বার কমরেডরা আমাকে ভোগায় শস্যের ব্যাপারে, আমার কুটিরে হানা দিয়ে শস্যের শেষ কণাটি পর্যন্ত নিয়ে যায়। সে থেকে যে কত অনিষ্ট সাধন তারা আমার করেছে তার হিসাব নেই। পারতাম হিসাব দিতেঃ অনিষ্ট ক'রে তারা রসিদ দিয়ে যায়, পাছে তা ভুলে যাই।

দাঁড়ান দেখাচ্ছি সেই রসিদ।" এই বলে তিনি আয়নার পিছন থেকে এক গোছা রসিদ বার করে আনেন। "এই দেখুন সেই রসিদগুলো —১৯২১ সালে যা নিয়ে গেছে এগুলো তার রসিদ। শস্য, মাংস, চামড়া, মাখন, পশম, মুরগী, সব দিই, সবগুলো গরু-বাছুর নিয়ে কালেক্শন হাউসে যাই। এই হলো কৃষি-সংক্রান্ত খাজনার. আর এইগুলো ইনসিওরেন্সের। চিম্‌নি থেকে যে ধোঁয়া বার হয় তার জন্যও ট্যাক্স দিতে হয়েছে। যে কটা পশু উঠানে দাঁড়িয়ে আছে তাদের জন্যও ট্যাক্স দিতে হয়েছে। বস্তা বস্তা এমনি কাগজ আছে আমার। আলেকজাণ্ডার এনিসিমোভিচ, জমি থেকে নিজের জীবিকা অর্জন করেছি, আশে পাশের লোকদেরও খাইয়েছি। বারবার তারা আমার শরীরের চামড়া তুলে নিয়েছে, বারবার নতুন চামড়া গজিয়ে নিয়েছি। দু'টো বাচ্চা বলদ নিয়ে আবাদ শুরু করি, তারা বড়-সড় হয়ে ওঠে। ভাল দাম পেয়ে মাংসের জন্য একটাকে বেচে দিই, পরে আমার স্ত্রীর সেলাইর কলটি বেচে আর একটা বলদ কিনে নিই। ২৫ সালে আমার গরুর এক জোড়া এঁড়ে বাছুর হয়। এইভাবে দু'জোড়া ষাঁড় ও দুটো গাই হয় আমার। তারা আমার ভোট নেয়নি বরং ভবিষ্যতের জন্য তারা আমাকে মাঝারি-চাষী ও ধনী চাষীর মাঝামাঝি বলে লিখে নিয়েছে।"

"তোমার ঘোড়া আছে তো?"—অতিথি শুধোয়।

"থামুন, ঘোড়ার কথাও বলছি। বছর খানেক বয়সের ডন-জাতীয় ঘোড়ার একটি খাঁটি বাচ্ছা জনৈক প্রতিবেশীর কাছ থেকে কিনি। গাঁয়ে এই একটি বাচ্চাই অবশিষ্ট ছিল। বাচ্চাটা বেশ বড়-সড় ও সুন্দর হয়। খুব উঁচু নয়, কাজেই যুদ্ধের উপযোগী নয়, ইঞ্চি খানেক খাট, কিন্তু ভারি তেজস্বী হয়ে ওঠে। জেলার এক কৃষি প্রদর্শনীতে এইটার জন্য একটা পুরস্কার পাই আমি। তাছাড়া, উৎকৃষ্ট অশ্ববংশোদ্ভব

ঘোটকী বলে তার একটা সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়। কৃষি-বিভাগের জনৈক ইনস্‌পেক্টরের নির্দেশমত আমি শস্যাবর্তনের (ভূমির উৎপাদিকাশক্তি অব্যাহত রাখার জন্য প্রত্যেক বছর বিভিন্ন প্রকার শস্যের চাষ) নিয়মানুযায়ী আমার ক্ষেতগুলোর আবাদ চালাই। রুগ্না স্ত্রীর পরিচর্যাও কেউ এমন করে চালায় না, যতদূর করেছি আমি এই ক্ষেতগুলোর জন্য। গ্রামের মধ্যে ভুট্টা আমারই শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হয়—পরিমাণেও সকলের চাইতে বেশিই পাই। রাসায়নিক রীতি-সম্মতভাবে শস্য আমি গোলাজাত করি। জমিতে বরফ ধরে রাখার চেষ্টা করি। বিধিমতে চাষের কাজ সারা হলেই বসন্তকালীন শস্যের বীজ বপন করি—এককথায় আমি একজন বৈজ্ঞানিক কৃষক হয়ে উঠি। জেলা কৃষি-বিভাগের প্রশংসাপত্রও আমার রয়েছে। দেখুন না একবার।”

ইয়াকভের অঙ্গুলি নির্দেশমত অতিথি একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখলেন, আইকন ও ভরোশিলভের প্রতিকৃতির দিকটায় একটা কাঠের ফ্রেমে আঁটা গালা-দেওয়া একখানা চিঠি ঝুলছে।

“হাঁ, তারা আমায় এ চিঠিখানা পাঠায়, এমন কি রোস্টভের কর্তৃপক্ষকে দেখাবার জন্য ইনস্পেক্টর মুঠিখানেক চমৎকার গমও নিয়ে যান।”—গর্বের সঙ্গেই ইয়াকভ বলে যান—“ফিরে আসার পর প্রথম ক’ বছর আমি ৫ হেক্টর জমি আবাদ করি। ক্রমেই কৃতকার্যতা লাভ করে নিই এবং পরে ১২ হেক্টর জমি শেষ পর্যন্ত ৩০ হেক্টর জমি চাষ করি। ভেবে দেখুন। আমি নিজে, আমার ছেলে ও তার স্ত্রী—সবাই খেতে কাজ করি। মরশুমে শুধু হয়ত দু’একবার মজুর ডাকতে হয়। সে সব বছরে সোভিয়েট সরকারের হুকুম কিরূপ ছিল জানতে চান? যত পার বীজ বুনে যাও। প্রভু জানেন, আমার পিঠের দাঁড়া না ভাঙা পর্যন্ত আমি বীজ বুনে যাই। বন্ধু! এখন আমি ভয়ে মরছি।

ভয়ে মরি এই ত্রিশ হেক্টর বুনার জন্য, এর জন্য তারা আমাকে টানা হেঁচড়া করবে, সূচের ভেতর দিয়ে নেবে আর আনবে—বলবে আমি একজন ধনী চাষী ( কুলক )। আমাদের সোভিয়েটের চেয়ারম্যান রেড পার্টিজান কমরেড রাজমিওটনোভই আমাকে এ পাপ কাজে প্ররোচিত করে, গোল্লায় যাক সে। সে কেবল, বলত বুনে যাও, বুনে যাও যত বেশি বুনতে পার, ইয়াকভ লুকিচ। সোভিয়েট সরকারকে সাহায্য কর —শস্যের বড্ড দরকার এখন। সে সময়েই আমার সন্দেহ হয় এ বিষয়ে, কিন্তু এখন ভাবতে শুরু করেছি এই সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ফসল ফলানোর জন্য আমি আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ব, ভগবান আমাকে রক্ষা করুন।”

“আপনাদের এই গ্রামে যৌথ ফার্মের জন্য কেউ কি নাম লিখিয়েছ ?’ —অতিথি অনুসন্ধিৎসুভাবে প্রশ্ন করেন। বিছানার পাশে সে উঠে দাঁড়ায়, হাত দু’খানা তার পশ্চাৎ দিকে, চওড়া কাঁধ, বৃহৎ মাথা শস্য-ভরা থলের মতই নিরেট।

“যৌথ ফার্ম ? এ পর্যন্ত তারা আমাদের বেশি-কিছু জ্বালাতন করেনি, কিন্তু গরীব কশাকদের একটা সভা হবে কালকে। সন্ধ্যাতক ঘুরে ঘুরে তারা সবাইকে এ সংবাদ দেয়। বড় দিনের সময় থেকেই এ সম্পর্কে কথাবার্তা চল্‌ছে। আর কিছু না—শুধু ‘যোগ দাও’ ‘যোগ দাও’—সবাই সরাসরি অস্বীকার করে, কেউই নাম দেয় না। কে নিজের চোখে আঘাত করে ? কেউ না। মনে হয় কাল আবার একবার চেষ্টা করবে তা সাধন করতে। সবাই বলাবলি করে বিকেল বেলা জেলা থেকে কোন কর্মী এসে পৌঁচেছে, তিনি নাকি আমাদের সবাইকে ঠেলে যৌথ ফার্মে ঢোকাবেন। আমাদের জীবনের শেষ সময় উপস্থিত। দৃঢ় ভিত্তির উপর আমি আমার জমি-জমা প্রতিষ্ঠিত করেছি, পিঠে কুঁজ দেখা দিয়েছে, লাভের উপর হাত-দু’খানা বোধ-শূন্য হয়ে পড়েছে

—আর কিনা এইবার সরকারি ভাণ্ডারে সব কিছুই তুলে দিতে হবে। গরু বাছুর, শস্য, মুরগী, মায় ঘর-বাড়ি পর্যন্ত। মোদ্দা কথাটা দাঁড়ায়, অন্যের হাতে তোমার স্ত্রীকে দিয়ে তুমি যাও একটা কুলটার কাছে। ভেবে দেখুন একবার, আলেকজাণ্ডার অ্যানিসিমোভিচ। যৌথ ফার্মকে দিতে হবে এক জোড়া বলদ, ( মিট-কো-অপারেটিভের কাছে অবশ্য একজোড়া হস্তান্তর করে ফেলেছি ) বাচ্চা সমেত একটি ঘোড়ী, যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও শস্যাদি। কেউ হয়ত দিচ্ছে উকুন-ভরা ছেঁড়া পাজামা। আমাদের প্রত্যেককেই দিতে হবে যার যা আছে, কিন্তু লাভের বখরাটা সবার সমান। এইটে কি আমার প্রতি অন্যায়াচরণ নয় ? হতে পারে, কেউ হাত গুটিয়ে স্টোভের উপর বসে বসে একটা ফার্মের মালিক হবার স্বপ্ন দেখছে...আর আমি. কিন্তু কেন আপনি এসব সম্পর্কে আলোচনা কচ্ছেন ? দেখুন।" লোমশ হাতের একটা পাশ গলায় ঠেকিয়ে বলেন "যাক্, অনেক হয়েছে, কেমন আছেন আপনি ? কোন আপিসে কাজ করছেন, না কোন শিল্প-কাজ নিয়েছেন ?"

অতিথি ইয়াকভ লুকিচের আরো কাছ ঘেঁসে একখানা টুলে বসে আরেকটা সিগারেট পাকাতে থাকেন। তামাকের কেসটার দিকে একদৃষ্টিতে তিনি চেয়ে থাকেন আর ইয়াকভ তাকিয়ে থাকে তাঁর পুরানো কোর্তাটার আঁটসাঁট কলারের দিকে। মলিন ফোলা ঘাড়টায় সেটা এঁটে বসে গেছে, ফলে আদমের কণ্ঠ মণির * ন্যায় দু'দিকে রগ ফেটে পড়ার মত হয়ে উঠেছে।

* শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ আপেল ফল খাওয়ার সময় ঐ ফলের কতকাংশ আদমের গলায় ঠেকে গলা ফুলে উঠে রগগুলো ফেটে পড়ার মত হয়। অনেকের বিশ্বাস এ থেকে 'কণ্ঠমণি' রোগের উদ্ভব।

"আমার বাহিনীতে তুমি ছিলে লুকিচ......মনে আছে বোধ হয়, ইয়েকাটেরিনোডারে, হাঁ, এখানেই, রিট্রিটের সময় কশাকদের সাথে আমার সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে কিরূপ কথাবার্তা হয়? এমন-কি তখনই আমি তাদের সতর্ক করে দিই, মনে পড়ে সে কথা? আমি তখন বলি, 'তোমরা ভয়ানক ভুল করেছ বাছারা, কম্যুনিস্টরা তোমাদের নিঙড়ে নেবে, ঝাঝ্রি বানাবে। জেগে উঠ তোমরা, নইলে আর সময় পাবেনা।' " তিনি নীরব হয়ে যান, ছোট্ট, আলপিনের মাথার মত তারকা নীল চোখের ভিতর সংকুচিত হয়ে উঠে, এক প্রকার সূক্ষ্ম হাসি খেলে যায় তার ঠোঁটের উপর দিয়ে। "ঠিক নয় কি? নোভোরোসিস্ক আমি ত্যাগ করিনি অন্যান্যের সঙ্গে। তার ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি; স্বেচ্ছাসেবক ও মিত্রশক্তি সবাই আমাদের ঠকালে, আমাদের ছেড়ে গেল। আমি লালফৌজে যোগদান করি, একটা স্কোয়াড্রনের অধিনায়কও হলাম, কিন্তু পোলিশ-ফ্রণ্টে যাবার পথে এক কমিশন আসে বাহিনী থেকে আগাছা বাছাই করতে, প্রাক্তন অফিসারদের যাচাই করতে। কমিশন আমাকে পদচ্যুত করলে, তারপরে গ্রেপ্তার করে রিভলিউশনারী ট্রিবিউনলে পাঠালে। কমরেডরা যে গুলি করে মারতো তাতে সন্দেহ নাই, অন্তত বন্দীনিবাসে আটকে রেখে দিতোই। ভাবতে পারো কিসের জন্য? আমারই গাঁয়ের এক কুত্তার বাচ্চা জানায় তাদের, আমি পোডটিয়েলকভের ফাঁসীর সময় উপস্থিত ছিলাম। ট্রিবিউনলে নেবার পথে আমি পালাই।....বহুদিন পালিয়েই ছিলাম, বিভিন্ন নামে, পরে, ১৯২৩ সালে গ্রামে ফিরে যাই। আমি যে লালফৌজে কমাণ্ডার ছিলাম তার কাগজ-পত্রগুলো কোনমতে বাঁচাতে পেরেছিলাম. জন-কয়েক ভাল ছেলেও জুটে যায়। এক কথায়, বেঁচে গেলাম সে যাত্রা। প্রথমেই ডন চেখার রেজিয়ানেল পলিটবুরোতে আমাকে টেনে নেওয়া হয়, কূট উপায়ে সেবারও রক্ষা পেলাম, হলাম শিক্ষক। সেদিন পর্যন্ত শিক্ষার

কাজেই ছিলাম। কিন্তু এখন……ভিন্ন কাজ নিয়ে এসেছি এখন। ঘোড়া চড়ে আস্টখোপেরস্ক যাচ্ছি নানাকাজে; প্রাক্তন সহকর্মী তুমি, তোমাকে দেখে যাবার জন্য একবার ঢু মারলাম এ দিকে।"

"আপনি তো শিক্ষক ছিলেন? কাজেই,……আপনিতো সুপণ্ডিত, মেলা বই আপনি পড়েছেন। বলুন তো খুলে, কি-সব হতে যাচ্ছে? এই সব যৌথ ফার্মের সাথে আমরা কোন্ দিকে চলেছি?"

"সাম্যবাদের পথে, ভাই! বাস্তব ও খাঁটি! কার্লমার্ক্সের লেখা সুবিখ্যাত "সাম্যবাদীর ফতোয়া" আমি পড়েছি। যৌথ ফার্মের শেষ পরিণতি কোথায় জান? যৌথ ফার্ম থেকে এর কাজ শুরু হয়। কম্যুনের পথে এগিয়ে যায়, সম্পত্তি-প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এর পরিণতি। শুধু তোমার বলদ জোড়াই নয়, তোমার ছেলেপেলেও নিয়ে যাবে রাষ্ট্র লেখাপড়া শেখাতে। সব জিনিস হবে সবার: ছেলেপেলে, স্ত্রী, মায় পেয়ালা চামচেটা পর্যন্ত। তুমি চাইবে রাজহাঁসের কলজে খেতে, তোমাকে দেওয়া হবে টক বিয়ার। ভূ-সংলগ্ন একটি ভূদাস হয়ে উঠবে তোমরা।"

"কিন্তু ধরুন তাতে আমার ইচ্ছে নেই।"

"তারা হয়ত তোমাকে জিগ্যেসই করবে না।"

"তার মানে?"

"যা বলছি, ঠিক তাই।"

"চমৎকার!"

"ঠিক তাই! এখন আমার প্রশ্ন: এরূপ জীবন চাও তুমি?"

"না, মোটেই না।"

"না চাইলে সে অনুযায়ী কাজ করতে হয়, তোমাকে লড়াই করতে হয়।"

"কি বলতে চান আপনি, আলেকজাণ্ডার এ্যানিসিমোভিচ? তার

চেষ্টাও করেছি, লড়াই আমরা করেছি ..এ সম্ভব নয়...কোন মতেই ভাবতেও পারিনে তা।"

"কিন্তু চেষ্টা কর।"—পলোভট্সিয়েভ তাঁর সহকর্মীর আরো কাছ ঘেসে বসে, দৃঢ়সংবদ্ধ দরজার দিকে তাকান, হঠাৎ তাঁর মুখমণ্ডল পাংশু হয়ে উঠে, অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে থাকেন: "সোজাই বলছি আপনাকে, আপনাকে আমরা চাই। আমাদের জেলার কশাকরা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এই-ই সব নয়। মস্কোর সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ আছে, লালফৌজের অনেক সেনাপতি, ফ্যাক্টরী ওয়ার্কশপের অনেক ইঞ্জিনিয়ারও আছে, এমন কি বাইরেও। হাঁ, হাঁ, আমরা যদি সুদৃঢ় ভাবে সংগঠনের কাজ চালাই ও একযোগে কাজ করি বিদেশী শক্তির সাথে বসন্তকালের আগেই ডন-অঞ্চল সাফ হয়ে যাবে। নিজের খেতে নিজের বীজ ছড়াবেন এবং নিজের জন্যই ছড়াবেন। থামুন, থামুন, আমার শেষ হলে বলে। আপনাদের জেলায়ও আমাদের বহু সমর্থক আছে। তাদেরও একত্র মিলিত করতে হবে। এই জন্যই আমি আষ্টখোপে-রস্ক যাচ্ছি। দেবেন আমাদের সঙ্গে যোগ? এর মধ্যেই আমাদের সংগঠনে শ'তিনেকের উপর ফ্রন্ট-লাইন কশাক আমরা পেয়েছি। ডুব্রোস্কী, ভয়স্কোভয়, তুরিয়ানস্কো এবং আরো অনেক গ্রামে আমাদের সামরিক সঙ্ঘ আছে। গ্রেমিয়াসিতেও অনুরূপ একটি সঙ্ঘ গঠন করতেই হবে। হয়েছে আমার, এবার বলতে পারেন।"

যৌথ ফার্ম ও শস্য দিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে লোকজন গজ গজ করছে।

একটু অপেক্ষা করুন! আমাদের কথা তো 'জনগণের' সম্পর্কে নয়, আপনার নিজের সম্পর্কে। আপনাকে জিগ্যেস করি, ভাল, বলুন।

এক মিনিটে কি এর উত্তর দেওয়া যায়? কুঠারের নীচে মাথা গলিয়ে দিতে যে বলছেন আপনি?

ভেবে দেখুন! আদেশমাত্র একসঙ্গে সবগুলো গ্রামে আক্রমণ চালাবো আমরা। আপনাদের জেলা-শহরটি আক্রমণ করে মিলিসিয়া ও সাম্যবাদীদের তাদের আস্তানাতেই একযোগে শেষ করে ফেলব, তারপর বাতাস যেদিকেই থাকুক পাল আমরা তুলে ধরবোই।

কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র কোথেকে আসবে?

পাওয়া যাবে বৈকি! আপনাদের কাছেও তো কিছুকিছু আছে, আশা করি।

কে জানে······ধারে-কাছে লুকানো অন্তত স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে এক-আধটা আছে বলেই মনে হয়। একটা অস্ট্রিয়ান প্যাটার্ণের······

আমাদের চাই শুধু বিদ্রোহ আরম্ভ করা। সপ্তাহের মধ্যেই অস্ত্রশস্ত্র-বোঝাই বৈদেশিক জাহাজ এসে পড়বে। এমন-কি বিমান পর্যন্ত। আচ্ছা!

ভাল করে ভাবার সময় দিন, ক্যাপ্টেন। হঠাৎ বিপদের মুখে ঠেলে দিবেন না।···

তখনও তাঁর মুখের অন্ধকার ভাবটা কাটেনি। ক্যাপ্টেন বিছানার ওপর ঝুঁকে কর্কশ স্বরে বলেন: যৌথ ফার্মে যোগ দিতে ডাকতে আসিনি আমি। এবং জুলুমও কচ্ছিনা কারো উপর। যার যেমন ইচ্ছা, তবে কথা হ'লো সাবধান হয়ে কথা বলবেন, লুকিচ! এর ছ'টা আপনার জন্য, আর সপ্তমটা......।" হাতের চাপে রিভলবারটার খট্‌খট্ আওয়াজ হয়।

"আমার জিভের জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনার পথ বিপদসঙ্কুল। এইরূপ পথ বেছে নেওয়া ভয়ানক কথা। কিন্তু আমার জীবন তো পঙ্গু হয়েই গেছে!" তিনি নীরব থাকেন ২।৩ মিনিট, তারপর আবার বলতে থাকেন: "ধনী-কশাকদের যদি তারা শীকার করে না বেড়াত তাহলে নিজের চেষ্টাতেই এখন আমি

গ্রামে সকলের চাইতে ধনী হতে পারতাম। মুক্ত জীবন পেলে. চাই-কি, নিজের মোটর চড়েও বেড়াতে পারতাম। কিন্তু পথে একাকী...... ।

"কিন্তু একাকী কেন?" ক্যাপ্টেন বিরক্তিভরে বলে উঠেন।

"বেশ তো, ধরুন আমি আমার কথা রাখি, কিন্তু অন্যদের বেলায় কি হবে? লোকজন কি সহজে এই পথ নেবে?"

"লোকজন ভেড়ার পাল। তাদের তাড়িয়ে নিতে হয়। আপনি মন স্থির করেছেন?

"বলেছি তো, আলেকজান্দার অ্যানিসিমোভিচ্ ....."

সঠিকভাবে জানতে চাই, 'হাঁ' কি 'না'।

অব্যাহতি যখন নেই, তখন বেছে নেওয়া ছাড়া আর উপায় কি, মন স্থির করতেই হবে। তথাপি ভেবে দেখার জন্য সময় দিন। কাল সকালে আমার শেষ কথা জানাব।

"তা ছাড়া, বিশ্বস্ত কশাকদের সাথে আলোচনা করবেন, সোভিয়েট সরকার-বিরোধী যারা, তাদের বেছে বেছে বার করতে হবে"। পলোভট্সিয়েভ এর মধ্যেই আদেশ জারী করতে শুরু করেন।

"যেরূপ হাল, সবাইতো ঐরূপ।"

"আপনার ছেলের খবর কি?"

"হাত ছাড়া আঙ্গুলের দৌড় কতটুকু? যেখানে আমি আছি, সেও আছে।"

"ভালো ছেলেতো? নির্ভর করা যায় তো?"

"খাঁটি কশাক সে।" গর্বের সঙ্গে লুকিচ উত্তর দেন।

শ্রেষ্ঠ ঘরখানায় স্টোভের কাছে ধূসর বর্ণের একখানা স্লেজ-কম্বল ও ভেড়ার চামড়া পেতে দেওয়া হয় অতিথিকে। বুট ছাড়লেন বটে কিন্তু

অন্যসব জামা-কাপড় না ছেড়েই তিনি শুয়ে পড়লেন। শীতল সুবাসিত পালকের বালিসে গাল লাগতে না লাগতেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

পরের দিন ভোরের অনেক আগেই ইয়াকভ পাশের ছোট্ট একটি কামরাতে নিদ্রিতা আশী বছরের বৃদ্ধা মাতাকে জাগান। তাঁর আগেকার বাহিনীর কমাণ্ডারের আগমনের কারণের সারাংশ বলেন। বৃদ্ধা মনোযোগ দিয়ে শোনেন, তাঁর কালশিরা-পড়া পা দু'খানির, গ্রন্থিগুলো শীতে কন্‌কন্‌ করতে থাকে, কান দু'টি এগিয়ে ধরেন হাতের চেটো দিয়ে।

"তোমার আশীর্বাদ পাব কি, মা?" হাঁটু গেড়ে মাতার পায়ের কাছে তিনি বসেন।

উঠ, উত্থান কর তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে, বাবা! ভগবান তোমার সহায় হবেন! গির্জা বন্ধ করে দেয় তারা......পাদরীদের তারা বাঁচতে দেবে না......আক্রমণ কর তাদের!"

ভোরে ইয়াকভ তাঁর অতিথিকে জাগায়ঃ স্থির করেছি আমি। আপনার আদেশ কি বলুন।

বুক পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে ক্যাপ্টেন বলেনঃ পড়ে সই করে দাও।

ইয়াকভ পড়তে শুরু করেন!

"ভগবান আমাদের সহায় হোন। আমি সর্বশক্তিমান ডন-বাহিনীর জনৈক কশাক মাতৃভূমি ডন-অঞ্চলের মুক্তির জন্য মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগদান করছি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আমার উপরওয়ালা কর্মচারীর আদেশমত খৃস্টধর্মবিশ্বাসীদের ঘৃণ্য শত্রু ও রুশ অধিবাসীদের নির্যাতনকারী কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে আমার রক্তের শেষ বিন্দু ও সর্বস্ব পণ করে

সাধ্যমত যুদ্ধ চালাব। আমার উর্ধ্বতন অফিসার ও কমাণ্ডারদের সকল আদেশ নির্বিচারে পালন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি। ধর্মনিষ্ঠ রুশীয় মাতৃভূমির বেদীতে আমার যা-কিছু আছে সব উৎসর্গ করলাম বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি।"

---



## [ চার ]

গ্রেমিয়াসির উৎসাহী কর্মী ও নিঃস্ব বত্রিশজন কশাকের যেন এক জান, এক প্রাণ। ডেভিডোভ্ ভাল বক্তা না হলেও তারা যেমন অপূর্ব মনোযোগের সঙ্গে তাঁর বক্তৃতা শোনে, কলা-কৌশলপূর্ণভাবে রসাল গল্প বলতে পারলেও তার চাইতে বেশি মনোযোগের সঙ্গে শোনার সম্ভাবনা ছিল না।

তিনি এই বলে তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করেন।

কমরেড, 'রেড পুটিলোভ ওয়ার্ক্সে'র আমি একজন মজুর। কম্যুনিস্ট পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণী আমাকে পাঠিয়েছে যৌথফার্ম গঠনে আপনাদের সাহায্য করতে আর আমাদের সকলের রক্তশোষক কুলকদের নির্মূল করতে। বেশি কিছু বলব না আমি। আপনারা সবাই যৌথফার্মে যোগ দিন, জমি, যন্ত্রপাতি, গরুবাছুর সমাজের সম্পত্তি করে তুলুন। কেন আপনারা যৌথফার্মে যোগ দেবেন? তার কারণ এই যে, এখন আমরা যে-ভাবে দিন কাটাই এইভাবে দিন কাটানো আর চলেনা। শস্যের অভাব অনটন দেখা দেওয়ার মূলে রয়েছে ধনী চাষীদের মাটিতে পুঁতে শস্য পচিয়ে ফেলা। জোর করে তা আদায় করে নিতে হবে আমাদের। আপনারা নিজেদের শস্য

দিয়ে সোভিয়েট সরকারকে সাহায্য করতে পারলে খুশী হতেন কিন্তু আপনাদের তো যথেষ্ট পরিমাণে শস্য নেই! দরিদ্র ও মাঝারি চাষীর শস্যে সোভিয়েট সরকারকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। বেশি করে আবাদ করতেই হবে। কাঠের বা একফাল-ওয়ালা লাঙল দিয়ে কি করে বেশি পরিমাণ জমি আবাদ করা যায়? কলের লাঙল বা ট্রাক্টার শুধু এ বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে। সত্যি! শরৎকালে আপনারা এই ডন-অঞ্চলে এক-একটি লাঙল দিয়ে কতটুকু জমি চাষ করতে পারেন তা আমি জানিনা......

একজন জবাব দেয়ঃ "সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত লাঙল চালালে এই শরৎকালে ১২ হেক্টরের কিছু বেশি জমি চাষ করা যায়।"

বল কি; বার হেক্টার! জমি শক্ত হলেও?

একজন মহিলার রুক্ষ কণ্ঠ শোনা যায়ঃ কি নিয়ে কথা কাটাকাটি করছ তোমরা? তা করতে হলে চাই তিন-চার জোড়া ভাল ষাঁড়—কোথায় পাব তা? আমাদের সকলের এক জোড়া বলদও নেই। যাদের আছে তাদের বলদগুলোও আবার পালান-ওয়ালা।......

"আলোচ্য বিষয় তা নয়। আপনি চুপ করুন।" কর্কশ সুর বেজে উঠে।

"বলিহারি জ্ঞানের! বাড়িতে আপনার স্ত্রীকে শেখাবেন, আমাকে নয়" মহিলা জবাব দেয়।

আর একজন বলে, "একটি ট্রাক্টারে কতটুকু জমি চাষ করা যায়?"

সভা নীরব না-হওয়া পর্যন্ত ডেভিডোভ নিরুত্তর থাকেন। তারপর জবাব দেন:

আমাদের পুটিলোভ কোম্পানীর একটা ট্রাক্টার আর ভাল নিপুণ একজন চালক হলে ঐ বারো হেক্টর জমি একদিনে দু'দফায় চাষ করে ফেলা যায়।

একজন বিমূঢ়ভাব মন্তব্য করেঃ "ভাল, আমি জাহান্নমে গেছি।"

"ভাল কথা! সেটা চাষের ঘোড়া আর-কি!" ঈর্ষা পরবশ হয়ে একজন বলে।

উত্তেজনায় ডেভিডোভের ঠোঁট শুকিয়ে ওঠে। হাত দিয়ে ঠোঁট দু'খানা মুছে আবার বলে যানঃ

"মনে করুন, আমাদের কারখানায় একখানা ট্রাক্টার তৈরি করা হল। দরিদ্র বা মাঝারি চাষীর পক্ষে একা তা কেনা সহজ নয়। কিনলেও হজম হবে না! কাজেই কিনতে হলে মজুর, দরিদ্র ও মাঝারি কশাকের ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। আপনারা জানেন, অল্প জমির মধ্যে ট্রাক্টার চালালে ক্ষতি হয়—এর জন্য চাই বেশি জমি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি-সংক্রান্ত সমিতিগুলোও একাজের বিশেষ উপযোগী নয়। ছাগ-দুগ্ধের মতো স্বল্পই লাভ হয়।"

'তার চাইতেও কম' পেছনের বেঞ্চি থেকে ভাঙা হেঁড়ে গলায় একজন বলে। টিটকারী উপেক্ষা করেই তিনি বলে যানঃ

"কাজেই, কি করা যায় এখন? পার্টির প্রস্তাব, কালেক্‌টিভাইজেশন পুরোপুরি সম্পন্ন করে তোলা, কলের লাঙল দিয়ে আপনাদের সাহায্য করা, অভাব-অভিযোগ থেকে আপনাদের বাঁচানো। মরণের আগে কমরেড্ লেনিন কি বলেছিলেন জানেন? "গরীব চাষীর দারিদ্র্য থেকে মুক্তির একমাত্র পথ যৌথ ফার্ম। তাছাড়া তার সর্বনাশ। ধনী চাষীরা জোঁকের মত তাদের শুষে শুষে অস্থিচর্মসার করে ফেলবে।" তাঁর প্রদর্শিত পথে সোজা হয়ে নির্ভয়ে চলে যাও। শ্রমিকদের সহযোগিতায় যৌথ ফার্মের চাষীরা ধনী চাষী ও শত্রুদের নির্মূল করে ফেলবে। সত্যই বল্‌ছি। এখন আপনাদের সমিতি (Association) সম্বন্ধে কিছু বলব। আপনাদের সমিতি অতি ক্ষুদ্র ও দুর্বল, কাজেই নানা দৈন্যে ভরপূর। তার মানে নর্দমায় জল ঢালছেন আপনারা। ক্ষতি ছাড়া

আর কি হতে পারে তাতে!' এই সমিতিটিকে আমরা অবশ্যই যৌথ ফার্মের অন্তর্ভুক্ত করে একেই আমরা মেরুদণ্ড করে তুলব আর তাকে কেন্দ্র করেই আমাদের মধ্যবিত্ত চাষীরা গজিয়ে উঠবে।......

"একবার থামুন, আমার একটা কথা আছে।" সমিতির ভূতপূর্ব সভ্য ঝাঁকড়া চুলওয়ালা ও টেরা ডিয়েমকা উষাকভ উঠে দাঁড়ায়।

ডেভিডোভ ও রাজমিওটনোভের কাছে নাগুলনোভ বসে ছিলেন। তিনি বলেন, "অনুমতি নিয়ে যা বলার থাকে বল।"

"বিনানুমতিতেই বলব আমি।" হাত নেড়ে সে এমন টেরা ভাবে চায় যে, মনে হয় সে একসঙ্গে টেবিলের ও জনতার দিকে কটমট করে চেয়ে আছে।

"সমিতির যে ক্ষতি হয়, ক্ষমা করবেন আমাকে, সে ক্ষতি যে সোভিয়েট সরকার কাঁধ পেতে নিয়েছে এর জন্য দায়ী কে? কার দোষে আমরা আজ বাকীর দায়ে ভিখিরি-জীবন যাপন করি। তোমাদের সমিতির প্রিয় চেয়ারম্যান আরকাক্ষা আর তার লাভের লিপ্সাই এই ক্ষতির জন্য দায়ী।"

"বিপ্লব-বিরোধীদের মতই মিথ্যা চালিয়েছ।" ঘরের পিছন দিক থেকে দু'হাতে ভিড় ঠেলে দ্রুতপদে আরকাক্ষা টেবিলের কাছে এগিয়ে যায়।

"আমি তা প্রমাণ করব।" ডিয়েমকার মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে, নাকের ডগার দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। রাজমিওটনোভের মুষ্টির আঘাতের ইঙ্গিত উপেক্ষা করে আরকাক্ষার দিকে তাকিয়ে বলে, "এ থেকে তোমার নিস্তার নেই। আমরা এবং আমাদের যৌথ ফার্মের দুর্দশার কারণ আমাদের সংখ্যাল্পতা নয়, তোমার ব্যক্তিগত লাভের লিপ্সা। তোমার "বিপ্লব-বিরোধী উপাদান" বার করবার জন্য আমাকে সব খুলে বলতেই হল। কারো কাছে কিছু না বলে ষাঁড়ের

বিনিময়ে মোটর সাইকেল আনোনি? এনেছ! যে মুরগীগুলো ডিম পাড়তো কে করে সেগুলির বিনিময়……সঙ্গে?

"আবার মিথ্যে বলছ!" মরিয়া হয়ে আরকাক্ষা আত্মপক্ষ সমর্থন করে।

"তিনটা ভেড়া ও একটা জোয়ান গাভীর বিনিময়ে তুমি একখানা হালকা গাড়ি নাওনি?" বিজয়গর্বে ডিয়েমকা উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে।

"আমাকে আমার বক্তব্য বলতে দেওয়া হোক" এই বলে আরকাক্ষা টেবিলের কাছে যেয়ে দাঁড়ায়। লালচে দাড়ির গুচ্ছটি মুঠির মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে সে বলার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে কিন্তু ডেভিডোভ তাকে বাধা দেয়।

"আমাকে শেষ করতে দিন—তার আগে ঢু মারবেন না অনুগ্রহ করে। আমি বলি, শুধু একমাত্র যৌথ ফার্মের মারফতেই……"

"প্রচার কার্য দ্বারা আমাদের প্রভাবিত করার দরকার কি? আমরা যৌথ ফার্মে যোগদান করতে রাজিই তো আছি।" দরজায় উপবিষ্ট রেড পার্টিজান লিউবিস্কিন বলে উঠেন।

"যৌথ ফার্মে যোগ দিতে আমরাও রাজি আছি" অন্য একজন জোর গলায় বলে ওঠে।

"সমিতির সাহায্যে শয়তানকেও আমরা ঘায়েল করতে পারি।"

"শুধু ঠিক পথে চালাতে হবে একে!"

লিউবিস্কিনের গলা আর সবার গলা ছাড়িয়ে ওঠে। কালো লোমের কোটটা হাতে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে প্রশস্ত কাঁধ ও সুদীর্ঘ দেহটিকে দরজায় ঠেসান দিয়ে বলে:

সৃষ্টি-ছাড়া আপনারা, তাই নয় কি? সোভিয়েট সরকারের পক্ষ থেকে প্রচার করতে এসেছেন আমাদেরই মধ্যে? যুদ্ধের সময়ে আমরাই একে পায় দাঁড় করিয়েছি, প্রয়োজনমত কাঁধ বাড়িয়ে

দিয়েছি যাতে ভেঙ্গে না পড়ে। যৌথ ফার্ম যে কি তাও আমরা জানি, আর এর পক্ষেই আমরা। যন্ত্রপাতি আমাদের দিন! কলের লাঙল যে চমৎকার তা জানি, কিন্তু আপনারা শ্রমিকরা যা তৈরি করেছেন তা নেহাৎ অপ্রচুর—শপথ করে তা বলতে পারি। আঁকড়ে ধরবার মত আমাদের কিছুই নেই—এখানেই যা বিপদ। গরু দিয়ে হাল চাষ করার সময় একহাতে লাঙল ধরি, অন্যহাতে মুছি চোখের জল, তবু যৌথ ফার্মে যোগ দিই না। যৌথ ফার্ম আন্দোলন শুরু হবার অব্যবহিত পূর্বে মনে করি, ক্যালিনিনের কাছে একখানা পত্র দিয়ে বলি, শস্য-উৎপাদকদের নতুন জীবন শুরু করতে যেন তিনি সাহায্য করেন। প্রথম ক'বছর ঠিক আগেকার মতই শাসনাদি চলে—তোমরা টাক্স দাও, দিল্‌সে থাক—রুশীয় কম্যুনিস্ট পার্টি কি এইজন্যই বর্তমান? ভাল, গৃহযুদ্ধেও জয় হল আমাদের, তারপর? আবার সেই পুরাণো স্টাইল: লাঙল চালাও, যা-কিছু আছে তা দিয়েই! যাদের কিচ্ছুই নেই......। গির্জার কাছে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যাবে তারা? অথবা একটা সেতুর নীচে কাঠের লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে সোভিয়েট ব্যবসায়ী ও কো-অপারেটিভ ম্যানেজারদের ঠ্যাঙাবে? জমি ভাড়া খাটাতে, মজুর নিয়োগ করতে ধনীদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ১৯১৮ সালের বিপ্লবের উদ্দেশ্য কি তাই ছিল? ছিঃ, বিপ্লবী চোখে ঠুলি পরিয়ে দিয়েছ তোমরা। আর আমরা যখন বলি, কিসের জন্য আমরা বুকের রক্ত দিলাম, যে-সব কর্মচারী একটু বারুদের গন্ধও পায়নি সেও আমাদের দিকে তেড়ে আসে। তাদের আড়ালে হোয়াইট্‌সরা আমাদের টিট্‌কারী দেয়। না, আমাদের উপদেশ দিতে হবে না। অনেক চমৎকার বক্তৃতা শুনেছি আমাদের সময়ে। হয় বাকিতে, নয় শস্যের বিনিময়ে মেশিন দাও আমাদের—হাত-লাঙল বা ঘোড়া-চালিত লাঙল নয়—সোদ্দা কথা, ভাল মেশিন চাই আমরা, যে ট্রাক্টারের

কথা বল সে ট্রাকটার দাও আমাদের। কিসের জন্য এইসব আঘাত?" সুমুখের বেঞ্চিতে যারা বসে তাদের ঠেলে পার হয়ে টেবিলের কাছে যেয়ে শতচ্ছিন্ন, ঢিলঢিলে পাজামার বোতাম খুলে সে দেখায়। টেবিলে ঠেসান দিয়ে শার্টের কোণটা তুলে বুক থেকে থুতি পর্যন্ত দেখায়ে, পেটে, উরুতে হৃদয়-বিদারক আঘাত-চিহ্নগুলি প্রকাশ হয়ে পড়ে। "কিসের জন্য ক্যাডেটদের আতিথ্যের এই সব স্মৃতিচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করে নিয়েছি!" দাবির সুরে সে বলে যায়।

"এই নির্লজ্জ শয়তান! পাজামাটাও একেবারে খুলে ফেলে দে না?" ডিয়েম্‌কার পাশে উপবিষ্ট বিধবা অনিশ্যা কর্কশ ক্রুদ্ধস্বরে চীৎকার করে উঠে।

"তাহলে তুমি খুব খুশি হবে, না?" ডিয়েম্‌কা তার দিকে টেরা ভাবে চেয়ে ঘৃণাভরে বলে ওঠে, "চুপ কর, অনিশ্যা, আমার মজুর ভাইদের দেহের আঘাত-চিহ্ন দেখাতে মোটেই লজ্জার কারণ দেখিনে। দেখুক তারা, যেভাবে জীবন কাটাচ্ছি; এর পর ঢেকে রাখারও কোন-কিছু আমাদের সম্বল থাকবে না। এখনও নামেমাত্রই এসব পাজামা। দিনের বেলায় ছুঁড়ীদের সুমুখ দিয়ে চলাফেরা করতে পারিনে আমি—তাদের ভয় দেখিয়ে সরিয়ে তবে পথ চলি।"

পেছনকার লোকেরা হাসতে থাকে, গোলমাল শুরু হয়। লিউবিস্কিনের নির্মম চাউনিতে সবাই বিহ্বল হয়ে পড়ে, সভা চুপচাপ হয়ে যায়, বাতির সল্‌তের সরসরানি শব্দ পর্যন্ত কানে আসে।

"মনে হয় ক্যাডেটদের সাথে লড়াই করে ধনীদের সুবিধা করে দিয়েছি, আমাদের চাইতে তারা ভাল আছে। তারা খায় মিঠাই মণ্ডা, আর আমার ভাগ্যে পোড়া রুটি আর পেঁয়াজ। তাই না কি, কমরেড মজুর ভাইগণ? চোখ টিপে হেসো না, মাকার! বছরে মাত্র একবার মুখ খুলি, তাই যা বলবার বলবই আমি।"

"বলুন আপনি।" মাথা নেড়ে ডেভিডোভ বলেন।

"বলব বইকি! এবার তিন হেক্টর গমের খেত বুনেছি। ছোট তিনটে শিশু, খঞ্জ একটা বোন, রোগী স্ত্রী আমার উপর নির্ভরশীল। রাজমিওটনোভ, প্ল্যানের নির্দেশমত শস্য দিই নাই কি আমি?

"দিয়েছ বই কি! তা নিয়ে হল্লা করার দরকার কি?"

"হাঁ, করব বই কি! ধনী ফ্রলের ব্যাপারটা কি? গোল্লায় যাক্ সে।"

"এবার, এবার," নাগুলনোভ মুঠি দিয়ে টেবিলে আঘাত করে।

"প্ল্যান মত দিয়েছে শস্য, ফ্রল? দেয়নি সে।"

"কোর্ট থেকে জরিমানা করে আদায় করে নিয়েছে শস্য।"

রাজমিওটনোভের চোখে মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

"তোমার এখানে থাকা উচিত ছিল, হে আমার আরামপ্রিয় বন্ধু", জেলা কমিটির সেক্রেটারির উদ্দেশ্য ডেভিডোভ মনে মনে বলেন।

"এ বছরে কিন্তু সে 'ফ্রল ইগ্নাটিচই' হবে! বসন্তকালে পুনরায় আমাকে মজুরি দিয়ে খাটাবে।" কাল টুপিটা ডেভিডোভের পায়ের দিকে ছুঁড়ে ফেলে। "যৌথ ফার্ম সম্বন্ধে আমার কাছে এসব বলছেন কেন? ধনী চাষীদের আগে উচ্ছেদ করুন, তবে আমরা যোগ দেব। তাদের যন্ত্রপাতি, তাদের গরু-বাছুর, তাদের শক্তি-সামর্থ্য আমাদের দিন, তাহলেও আমরা আমাদের শস্য ফিরে পাব। নইলে 'কুলকদের উচ্ছেদ কর' কেবল বলাই সার হবে, ভাঁট গাছড়ার মত তারা দিনের পর দিন বেড়েই চলবে, সূর্যকে পর্যন্ত আমাদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখবে।"

"হাঁ, ফ্রলের যাবতীয় সম্পত্তিটা আমাদের দিয়ে দাও, আর আরকাঙ্কা একটা বিমানের সঙ্গে তা বিনিময় করে নিতে পারবে!" ডিয়েম্কা বাধা দিয়ে বলে।

"হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ।"

"ঠিক তাই সে করবে।"

"আপনারা এই সব অপমানের সাক্ষী রইলেন।" আরকাঙ্কা চেঁচিয়ে বলে।

"চুপ কর, আমরা শুনতে পাচ্ছিনে!"

"পালাক্রমে বলতে পার না, শয়তানরা?"

অনেক চেষ্টায় ডেভিডোভ জনতাকে শান্ত করে।

"এই হল আমাদের পার্টির পলিসি। দরজা খোলা, অথচ আপনারা ঘা দিচ্ছেন কেন? ধনী চাষীদের শ্রেণীকে-শ্রেণী নির্মূল করে দিন, যৌথ ফার্মের সঙ্গে তাদের সম্পাত্তি যুক্ত করে নিন। তাই, আর এই কমরেড পার্টিজান, শুধু শুধু তুমি আপনার টুপিটা টেবিলের নিচে ছুঁড়ে ফেলেছেন; কারণ এর প্রয়োজন আছে আপনার। জমি ভাড়া দেওয়া, মজুর খাটানো আর চলবে না। প্রয়োজনের খাতিরে তাদের সঙ্গে রফা করে চলেছি। যৌথ ফার্মের চাইতে বেশী শস্য তাদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। এখনকার কথা পৃথক। কমরেড স্ট্যালিন তাদের সাথে হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "কুলক-জীবন থেকে তাদের অব্যাহতি দাও। তাদের সব সম্পত্তি যৌথ ফার্মের অধীনে নিয়ে নাও।" আপনারা মেশিনের জন্য রব তুলেছেন, ৫০০ মিলিয়ন রুবল খরচ করা হবে এই মেশিন তৈরির জন্য। ভাবছেন কি আপনারা? শুনেছেন আপনারা একথা? কিসের জন্য আপনাদের এই সব হৈচৈ। আগে যৌথ ফার্ম গঠন করুন। তারপর ভাববেন মেশিনের কথা। প্রথমেই আপনারা কিনতে চান "কলার", কলার পেলে চাইবেন ঘোড়া। হাসছেন কেন? ঠিক তাই।"

"মনে প্রাণে আমরা যৌথ ফার্মে যোগদান করতে চাই।"

"আজ রাত্রেই আমরা যোগদান করছি। এক্ষুণি আমাদের নাম লিখে নিন।"

"কুলকদের বিনাশ সাধনে আমাদের পরিচালনা করুন।"

নাগুলনোভ প্রস্তাব করেন, "যৌথ ফার্মে যারা আসতে চান, হাত তুলুন।" গুণে দেখা গেল ৩৩টি হাত—অন্যমনস্কভাবে কেউ দু'টি হাতই তুলেছে।

ডেভিডোভ গরমে ঘেমে ওঠেন, কোটের বোতাম খুলতে খুলতে হাসিমুখে সভা নিঃশব্দ হবার প্রতীক্ষা করেন ঃ

"আপনারা শ্রেণী-চেতনাসম্পন্ন, ভালই। সত্যি বলছি। আপনারা ভাবেন, যৌথ ফার্মে যোগ দিলেই সব মিটে গেল—তাই কি? না, তা নয়। দরিদ্র কৃষকরাই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের ভিত্তি, আপনারাই তার টাট্‌কা শস্য। আপনারা নিজেরা তো যৌথ ফার্মে যোগদান করবেনই, তাছাড়া দ্বিধাগ্রস্ত মাঝারি চাষীদেরও সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হবে।"

"তারা নিজেরা যদি আসতে অনিচ্ছুক হয়, কি করে তাদের এর মধ্যে আনা যায়? তারা কি আর বলদ যে শিঙে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নেওয়া যায়?" আরাকাঙ্কা প্রশ্ন করে।

বোঝান তাদের। অন্যকে যদি বুঝিয়ে না আনতে পারেন তাহলে আপনারা আমাদের সত্যাদর্শের জন্য কি সংগ্রাম করবেন? কাল আর একটা সভা হবে। আপনারাতো আপনাদের স্বপক্ষে ভোট দেবেনই, তাছাড়া আপনাদের প্রতিবেশী মাঝারি কৃষাণদের বুঝিয়ে শুনিয়ে ভোট দেওয়াবেন। ধনী চাষীদের সম্পর্কে এবার আলোচনা করব। সমগ্র উত্তর-ককেশিয়ার সীমা থেকে তাদের তাড়িয়ে দেবার জন্য প্রস্তাব করব, না অন্য-কিছু করব?

"সম্মত আছি।"

"তাদের শেকড়ের তলদেশ খুঁড়ে দিতে হবে।"

"না, না, তাদের শেকড়ের নিচটা খুঁড়তে যাব কেন, মূলোচ্ছেদই

তাদের করতে হবে।" এই বলে পূর্বের মন্তব্যটি সংশোধন করে নেন তিনি। তারপর রাজমিওটনোভের দিকে তাকিয়ে বলেন: এইবার ধনী চাষী বা কুলকদের নাম বলে যান। তারপর তাদের কুলকজীবন ঘুচানো হবে কিনা তা স্থির করব।

কাগজের বাক্স থেকে একখণ্ড কাগজ বার করে রাজমিওটনোভ ডেভিডোভের হাতে দেন।

"ফ্রল ডামাস্কোভ—সে কি এই প্রলেটারিয়ান শাস্তির যোগ্য?" ডেভিডোভ প্রশ্ন করেন।

সবাই চটপট হাত তোলে। গুণে দেখা যায়, একজন হাত তোলেনি।

ডেভিডোভ তার ঘর্মাক্ত জ্রূগুলি তুলে জিগ্যেস করেন, "আপনি কি তার পক্ষে?"

"আমি ভোট দিচ্ছিনে!" যে কশাকটি ভোট দেয়নি সে উত্তর দেয়। দেখতে সে শান্ত প্রকৃতির, নামজাদা কেউ নয়।

"কেন ভোট দিচ্ছেন না?" ডেভিডোভ প্রশ্ন করেন।

"তিনি আমার প্রতিবেশী, আমার প্রতি খুব সদয়! তার বিপক্ষে হাত তুলি কি করে?"

"সভাগৃহ থেকে এক্ষুণি বেরিয়ে যাও" নাগুলনোভ কম্পিতকণ্ঠে আদেশ দেন। রিকাবে যেন তিনি পা তুলে দিয়েছেন।

ডেভিডোভ কঠোরভাবে বাধা দেন, "না, তা চলবেনা, কমরেড নাগুলনোভ।"

"আপনি যাবেন না, নাগরিক মশাই। আপনার বক্তব্য খুলে বলুন। আপনার মতে ডামাস্কোভ একজন ধনী চাষী, না তা নয়?

"আপনারা কি বলতে চান বুঝতে পাচ্ছিনে। আমি শিক্ষিত লোক নই। আমাকে ছেড়েই দিন।"

"না, আপনার প্রতি তিনি কিরূপ সদয় আমাদের বলুন।"

সব সময়েই তিনি আমাকে সাহায্য করেন, কখনো বলদটি দিয়ে, কখনো বা বীজ দিয়ে……এ কি কিছুই নয়? আমি বিশ্বাসঘাতক নই……তবে আমি সোভিয়েটের পক্ষপাতীই।"

"তার পক্ষ সমর্থন করার জন্য তিনি তোমাকে বলেছেন? এজন্য শস্য কিংবা টাকা পয়সা দিতে চেয়েছেন তিনি? বলে ফেল, ভয় করো না।" রাজমিওটনোভ আবার প্রশ্ন করেন: "তোমাকে কি দিয়েছে আমাদের খুলে বল।" কতকটা লোকটির জন্য লজ্জায়, কতকটা নিজের রূঢ় প্রশ্নের জন্য রাজমিওটনোভ বিশ্রীভাবে হাসতে থাকেন।

"এজন্য তিনি আমাকে কিছু দিতে চাননি তা জেনে রাখুন।"

"মিথ্যা কথা? টিমোফি? তুমি কেনা গোলাম। কাজেই ধনী চাষীর সমর্থনকারী।" একজন বলে ওঠে।

"যার যা ইচ্ছে বলতে পারেন আপনারা।"

লোকটির গলায় যেন ছুরি বসাতে যাচ্ছে এইভাবে ডেভিডোভ প্রশ্ন করেন: আপনি সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের পক্ষে না কুলকদের পক্ষে? গরিব শ্রেণীর উপর কলঙ্ক আনবেন না নাগরিক মশায়, স্পষ্ট করে বলুন কার পক্ষে আপনি?

রুষ্ঠভাবে লিউবিস্কিন বলে ওঠে: কেন অনর্থক একে নিয়ে সময় নষ্ট করছেন? কিছু পুরানো কাপড়-জামা এক বোতল ভোড্‌কা দিলে একে কেনা যায়। তোমার দিকে তাকালে আমার চোখ টনটন করে ওঠে টিমোফি।"

পরিশেষে স্বীকারের ভান করে নন-ভোটার টিমোফি বোর্শেভ উত্তর দেয়: "গভর্ণমেণ্টের স্বপক্ষে আমি, অনর্থক আমাকে গালাগাল দিচ্ছেন। অজ্ঞতাবশে বিপথে গিয়েছিলাম।" দ্বিতীয়বার ভোট

নেবার সময় বুঝা গেল তিনিও হাত তুলেছেন বটে, তবে তা যে অনিচ্ছাবশে তা সুস্পষ্ট।

ডেভিডোভ তাঁর নোট বুকে সংক্ষেপে নোট নেন: "টিমোফি বোর্শেভ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শ্রেণী-শত্রু। তাকে প্রভাবিত করতে হবে।"

সভা সমস্বরে আরো চারজনকে কুলক বলে সমর্থন করে। ডেভিডোভ পড়ে যান:

"টিটক বরোডিন।"

"এর স্বপক্ষে কেউ আছেন?" প্রশ্ন করেন তিনি। সভা নিদারুণ তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করে। নাগুলনোভের ক্লিষ্ট দৃষ্টির সাথে রাজমিওটনোভের দৃষ্টি বিনিময় হয়। লিউবিস্কিন তার মুখের ঘাম হাতের টুপি দিয়ে মুছে নেয়।

"এই নীরবতার কারণ কি? ব্যাপার কি?"

বেঞ্চিতে উপবিষ্ট স্ত্রী-পুরুষ সকলের দৃষ্টিই আনত দেখে ডেভিডোভ বিস্মিত হয়ে যান। চেষ্টা করেও কারো সাথে দৃষ্টি-বিনিময় করা গেল না! তখন নাগুলনোভের দিকে তাকালেন।

নাগুলনোভ অস্থিরভাবে বলেন: দেখুন, এই বরোডিন, আমরা তাকে টিটক বলেই ডাকি—১৯১৮ সালে তিনি আমাদের সাথে রেডগার্ড বাহিনীতে যোগ দেন। গরিব কশাকের ছেলে হলেও যুদ্ধে বেশ সাহসের পরিচয় দেন তিনি। সেখানে তিনি আহত হন। তাঁর বিপ্লবী আচরণের জন্য রূপার মেডেল পুরস্কার পান। বুঝতেই পাচ্ছেন বন্ধু, তিনি আমাদের হৃদয় কতটা জুড়ে আছেন। শিকারী কুকুর মাংস যে ভাবে আঁকড়ে ধরে, তেমনি ভাবে তিনি জমিজমাকে আঁকড়ে ধরেন বাড়ি ফিরে আসার পরই। বার বার হুঁসিয়ার করে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি ধনী হতে লাগলেন। দিন নাই, রাত নেই—কেবল কাজ আর কাজ—সারা মুখ দাড়িতে ভরে গেল। কাটবারও সময় নেই। শীত

গ্রীষ্ম কাটান এক জোড়া ক্যানভাসের পাজামা পরে। নিজেই তিন জোড়া বলদ করেছেন। ভারী বোঝা ব'য়ে ব'য়ে তিনি কুঁজো হয়ে পড়েছেন। দু'তিনজন করে এক-একবারে মজুর এনে খাটান, তাতেও তার কুলোয় না। একখানি উইণ্ড মিল কেনেন তিনি। পাঁচ অশ্ব-শক্তির মোটর কিনে একটা তেলের কলও পত্তন করেন। তাছাড়া গরু বাছুর বেচা-কেনার ব্যবসায়ও ছিল তার। নিজেও বেশী কিছু খাওয়া দাওয়া করেন না। তার খাটানো মজুরদেরও আধপেটা খাওয়ান অথচ তারা কুড়ি ঘণ্টা খাটে। রোজ রাত্রে ৫।৬ বার উঠে দেখেন, গরু ঘোড়াগুলো খোয়া গেল কিনা। সোভিয়েট ও চক্রের দ্বারস্থ তাকে বহুবার হতে হয়—নিজের কাজের জন্য লজ্জা দিতে অনেক চেষ্টা করেছি। আমরা বলেছি থাম এবার টিটক, আমাদের সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ো না। ফ্রণ্টে হোয়াইট গার্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেও অনেক দুর্ভোগ ভুগে এই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের জন্য।" নাগুলনোভ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। 'শয়তান যখন পেয়ে বসে তখন তার কি করতে পারে!' বুঝতে পাচ্ছি তার সম্পত্তিই তাকে মাটি করছে। পুনরায় তাকে আমাদের মধ্যে ডেকে এনে গৃহ-যুদ্ধের কথা, আমাদের একযোগে নানা দুর্ভোগের কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। কত যুক্তি তর্ক করেছি তার সঙ্গে এই নিয়ে, ভয় পর্যন্ত দেখিয়েছি। 'আমাদের পথের বাধা হলে পায়ে মাড়িয়ে যেতেও দ্বিধা করব না, জেনে রেখো।' সে একেবারে বুর্জোয়া বনে গেছে। বিশ্ব-বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করতেও রাজি নয় সে।......"

"এরূপ লম্বাদমে কথা চালিয়ো না।" বলে ডেভিডোভ মন্তব্য করেন।

আবার যখন আরো শান্তভাবে আরম্ভ করেন তখন নাগুলনোভের স্বর কাঁপতে থাকে।

"এর আর সংক্ষেপ করা চলেনা। এতে……হৃদয় বিদীর্ণ হয়! রক্ত ঝরে কিন্তু সব সময়েই সে উত্তর দেয়, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের আদেশই আমি পালন করি, আমি চাষাবাদ বাড়িয়ে চলেছি। আইন আমাকে অনুমতি দেয়, তাই আমি মজুর নিয়োগ করি। আমার পত্নী স্ত্রীরোগে শয্যাশায়ী। ছিলনা কিছুই আমার, হয়েছে আমার সবই, সবই আমি পেয়েছি, এর জন্যই আমি লড়াই করি। তোমরা যারা সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা কর তাদের ইচ্ছা তা নয়। যা-কিছু হোক হাতে ধরে আমি কিছু চিবোতে দিতে পারি, তোমরা কেবল কাগজ পত্র নষ্ট করার দল। তোমাদের দাম কত সে আমার জানা আছে! যুদ্ধে একসঙ্গে যে সব বিপদাপদ আমরা বরণ করেছি সে সব কথা উঠলে এখনো তার চোখের পাতা ভিজে ওঠে, সে তা পড়তে দেয় না। মুখ ফিরিয়ে নেয়, মন কঠিন করে তোলে, বলে, 'বিগত—সেতো গত হয়েই গেছে।' আমরা তার ভোটের ক্ষমতা হরণ করেছি। তাতে তার ঔদ্ধত্য কমেনি। জেলায় ও মস্কোতে তিনি চিঠি দেন। আমার যতদূর মনে হয়, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের বড় বড় পদে পুরানো এমন সব বিপ্লবী রয়েছে যারা মনে করেন, একবার বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন হলে সে শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, তার জন্য কোন দয়া দেখান যায় না।"

"সংক্ষেপ করুন।"

"আর এক মিনিট! তারা তার ভোট আর ফিরিয়ে দেননি কিন্তু সে একই পথ ধরে চলেছে, তবে মজুর আর নিয়োগ করে না সে।……

"বেশ আপনি কি বলতে চান।" ডেভিডোভের দৃষ্টি নাগুলনোভের ওপর নিবদ্ধ হয়। রোদে-পোড়া ছোট ছোট চোখের পাতার আড়ালে চোখ ঢেকেই উত্তর দেন।

"এজন্যই সবাই চুপচাপ। টিটক বারোডিন বিগত জীবনে কি ছিলেন তাই শুধু বললাম।"

ডেভিডোভ ঠোঁট দু'খানা চেপে ধরেন. মুখ তাঁর গম্ভীর হয়ে ওঠে।

"ট্রটস্কীর কি বিচার আমরা করেছি তা আপনারা জানেন— জানেন না কি? এই সব দুঃখপূর্ণ গল্প বলার মানে কি? তিনি পার্টিজান ছিলেন, তার জন্য সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। এক্ষণে তিনি কুলক হয়েছেন, শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছেন, পিষে মার তাঁকে। কথার আবার প্রয়োজন কি ?"

"সমবেদনাসূচক কথা এসব নয়। এ বাজে অভিযোগ কমরেড।"

"বরোডিনের কুলকজীবন নির্মূলের সপক্ষে কে কে ?"

ডেভিডোভের দৃষ্টি লাইনের পর লাইন ঘুরতে থাকে। হাত ওঠে এক সঙ্গে নয়. এক যোগেও নয়, কিন্তু ওঠে সবই।

সভার পর নাগুলনোভ ডেভিডোভকে নিমন্ত্রণ করেন রাত্রে একসঙ্গে থাকার জন্য। "কালকে আপনার বাসস্থান ঠিক করে দোব!" সোভিয়েট বাড়ির অন্ধকার গেট হাতড়াতে হাতড়াতে নাগুলনোভ বলেন। বরফের ওপর দিয়ে পাশাপাশি চলেন তারা। নাগুলনোভ বলেন,

"শস্য উৎপাদনের যাবতীয় সম্পত্তি যৌথ ফার্মের অন্তর্ভুক্ত হবে শোনা অবধি এত ভাল লাগছে আমার! ছেলেবেলা থেকেই সম্পত্তিকে ঘৃণা করে আস্‌ছি। সব অনর্থের মূলেই এইটি।—সুপণ্ডিত মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ ঠিকই বলেন। এই সোভিয়েট শাসন কালেও এমন-সব লোক আছে যারা নালায়-পড়া শূকরদের মত কাড়াকাড়ি ক'রে চীৎকার করে শুধু ঐ ঘৃণ্য সম্পত্তি নিয়ে। অথচ আগের যুগে প্রাচীন শাসন কালে কিরূপ ছিল ইহা? ভাবতেও রোমাঞ্চ হয়। আমার পিতা ছিলেন জনৈক ধনী কশাক। চার জোড়া বলদ ও পাঁচটা ঘোড়া তো ছিলই তাছাড়া তাঁর আবাদের উপযোগী জমিও ছিল। বিস্তর—শতেক হেক্টরের কম নয়। বিরাট পরিবার ছিল আমাদের। সবাই ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। কোন জিনিসই কিনতে হতো না আমাদের।

আমার তিন ভাই ছিল বিবাহিত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি কেন আমার বিতৃষ্ণা জন্মে তা আজও আমার মনে গেঁথে আছে। প্রতিবেশীর একটা শূকর আমাদের বাগানে ঢুকে আলুর কয়েকটা চারা নষ্ট করে ফেলে। মা তা দেখেন। দেখে খানিকটা গরম আলকাতরা মগে ঢেলে আমাকে বলেন, "মাকার, ঐটাকে তাড়িয়ে গেটের দিকে নিয়ে আয়। আমি এখানে রয়েছি।" দুর্ভাগা শূকরটাকে নিয়ে এলুম আমি তাড়িয়ে। যেই সেটা গেটের কাছে এগিয়ে এলো মা অমনি তার ওপর দিলেন ফুটন্ত আলকাতরাটা ঢেলে। ছট্‌ফট্‌ করতে করতে গেল সেটা মরে। সে কি ছটফটানি! সে স্মৃতি মনে পড়লে আজও মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে। শূকরের মালিক একটা কথাও কইলেনা! সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের তেইশ গোলা গম পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হল। বাবা কোর্টের সাহায্য নিলেন। এরপর থেকে একজন অন্যজনকে দেখতেই পারতেন না। দেখা হলে একটু মদ টেনে নিয়েই লাগাতেন ঝগড়া। পাঁচ-পাঁচটি বছর চলে এই ঝগড়া—তারপর শান্ত হয় একজনের মৃত্যুতে। এক সকালে স্রোভেটাইডের একটা মড়াই ঘরের দরজার কাছে প্রতিবেশীর ছেলের মৃতদেহ দেখা যায়—তার বুকের মধ্যে বর্শা ঢুকে আছে—আর শবের স্থানে স্থানে বর্শার আঘাত। নানারকমেই প্রমাণ পেলাম, এ আমার ভাইদেরই কাজ। যাহোক, সরকারী তদন্তে খুনীর সন্ধান মিললনা। সরকারী রিপোর্ট মতে মদ্য সংশ্লিষ্ট হাঙ্গামায় সে মারা পড়েছে। সেদিন থেকেই বাবার আশ্রয় ছেড়ে মজুরের কাজ নেই। গেলাম যুদ্ধে। জার্মানদের অজস্র গোলা-বর্ষণে স্বর্গ-মর্ত্য ধুঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। আচ্ছন্ন হয় আর হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ভাবি: 'কার জন্য আজ আমি আতঙ্কগ্রস্ত আর মৃত্যুর মুখোমুখি, কার সম্পত্তি রক্ষা করছি আমি?' এক একবার মনে হয়, একটা লোহার পেরেক হয়ে নিজের মাথা ফুঁড়ে

সোজা মাটির সঙ্গে যুথে দিই। মা গো মা! গোলাগুলির গ্যাসের ফুকারে আমার দেহ জর্জরিত হয়ে যায়! এখনো কোন একটা ছোট্ট পাহাড়ে চড়তে গেলেই আমার বুক ধড়ফড় করে, মাথায় রক্ত উঠে যায়। কিছুতেই সামলাতে পারিনে। ফ্রণ্টেই বুদ্ধিমান লোকেরা এর কারণ বুঝিয়ে বললে, বলশেভিক হয়ে ফিরে এলাম। গৃহযুদ্ধে শয়তানদের নির্মমভাবে হত্যা করেছি। কোন এক যুদ্ধে মস্ত বড় একটা আঘাত পাই, তারপর থেকে আমার ঘনঘন মূর্ছা দেখা দেয়। 'চেয়ে দেখুন ক্ষতচিহ্নটা।" এই বলে তাঁর সুবৃহৎ হাতটি খুলে ধরেন। তাঁর স্বরে নূতন এক ভাবাবেগ ফুটে ওঠে: "হাতের দিকে তাকালেই, আমার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠে। তক্ষুণি আমি যেন গৃহযুদ্ধের যুগে ফিরে যাই, স্বপদে ফিরে যাই, কমরেড। প্রাণপাত করেও এদের সবাইকে ফার্মের অধীনে আনতে হবে, বিশ্ববিপ্লবের দিকে একধাপ এগিয়ে যেতেই হবে।"

পাশাপশি চলতে চলতে তন্ময়ভাবে ডেভিডোভ প্রশ্ন করেন: "টিট বরোডিনকে ভাল ভাবে জানেন আপনি?"

"জানি বই কি! বন্ধু ছিলাম আমরা। অত্যন্ত সম্পত্তিপ্রিয় বলে তার সাথে আমার ঝগড়া হয়। ১৯২০ সালে ডানিয়েজ্ অঞ্চলে এক বিদ্রোহ দমনের সময় আমরা একই বাহিনীতে ছিলাম। গ্রামের বাইরে অনেক ইউক্রেনীয়ান হত হয়। এক রাত্রে টিট কয়েকটা থলে কাঁধে করে ফিরে আসে তার কুটিরে। তা ঝেড়ে মেঝেতে আটটি জমে-যাওয়া ছিন্ন পা ফেলে। 'পাগল হলে নাকি, জানোয়ার?' জনৈক কমরেড তাকে বলে, 'নিয়ে যাও এগুলি এক্ষুণি।' টিট বলে, 'এই জারজরা আর উত্থানে যোগ দিবেনা। এদের জুতা চার জোড়া আমার কাজে লাগবে। আমার পরিবারের লোককে পরাব এগুলো।' আগুনে তাতিয়ে সে জুতোগুলো খুলতে লেগে যায়। যেখানে দরকার হয় তার নিজের

তরবারি দিয়ে সেলাইগুলো কেটে নেয়। পরে পাগুলো খড়ের এক-গাদায় পুতে রাখে। সে বললে, 'আমি পুতে ফেল্‌লাম ওগুলো।' তখন আমি এ জানলে কুকুরের মত গুলি করতাম তাকে। তার কমরেড তখন তাকে তাড়ায়নি। পরে তাকে জিগ্যেস করি, ঘটনাটা সত্য কিনা। সে বলে, 'সত্য। অন্য কোনমতেই বুটগুলো ছাড়াতে পারলাম না। বরফে পাগুলো জমে যায়, তাই তরবারি ব্যবহার করে ছাড়াতে হয়। এমন ভাল বুটগুলো পড়ে পড়ে পচবে, মুচিদের মত এ সহ্য হল না। কিন্তু তার ফল এখন ফলেছে। কখনো কখনো রাত্রে উঠে স্ত্রীকে বলি, দেয়ালের কাছে আমাকে শুতে দিও, কারণ কিনারায় ঘুমোতে আমার ভয় হয়……' এই যে আমরা বাসায় এসে গেছি।"

নাগুলনোভ উঠানে প্রবেশ ক'রে দরজার হুড়কাটা হাতড়াতে থাকেন।

---

## [ পাঁচ ]

১৯১৩ সালে এণ্ড্রি রাজমিওটনোভ মিলিটারী সার্ভিসে যোগদান করেন। সে সময়ে কশাকদের সার্ভিসের নিয়ম ছিল, কাজে যোগদান করার সময় নিজ-নিজ ঘোড়া সঙ্গে করে নিতে হবে। ঘোড়া কেনার মত সম্বল তাঁর ছিল না, কশাকদের উপযোগী সাজ-সজ্জা কেনারও অর্থ তাঁর ছিল না। স্বর্গীয় পিতা থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে তিনি পান ঠাকুর্দার একখানা জীর্ণশীর্ণ তলোয়ার আর তাঁর মরচে-ধরা খাপখানা। এণ্ড্রি জীবনে তাঁর সেই তিক্ত অপমানজনক কথা ভুলবে না। জেলা-এসেম্বলীতে বৃদ্ধেরা স্থির করেন, কশাক কাউন্সিলের খরচায়ই তাঁকে তাঁর সার্ভিসে পাঠানো হবে। সস্তা

দামের একটা লালচে ঘোড়া, একটা জিন, দুটো গ্রেটকোট, দু'জোড়া পাজামা ও একজোড়া বুট দিয়ে তাঁরা তাঁকে বলেন, "জাতির খরচে আমরা তোমাকে পাঠাচ্ছি, এণ্ড্রি। আমাদের করুণা ভুলোনা, জেলার দুর্ণাম না হয়, বিশ্বস্ত ও যথাযথভাবে জারের সেবা করো।"

বাহিনীতে যোগদান করার সময় ধনী কশাকের ছেলেরা যায় কোরোলকোভস্কী স্টাড-ফার্মের তেজস্বী ঘোড়া নিয়ে, নয়ত প্রভালস্কী আস্তাবলের ভালজাতের ঘোড়া চড়ে; দামী জীন, রূপালি-খচিত লাগাম ও নূতন ইউনিফর্মে ভূষিত হয়ে। জেলা কর্তৃপক্ষ এণ্ড্রির জমি-জমার ভার নেয়, এ ক'বছর একফ্রণ্ট থেকে অন্য ফ্রণ্টে ঘুরে ঘুরে এণ্ড্রি যখন অন্যের ধন ও আরামপ্রদ জীবন রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকেন তখন তা ভারা খাটানো হয়। যুদ্ধে তিন-তিনটা সেণ্টজর্জ ক্রশ এণ্ড্রি পান; অতিরিক্ত বেতন স্ত্রী ও মার কাছে তিনি পাঠিয়ে দেন। এর ওপর ভর করে তাঁর স্ত্রী ও মাতা বেচারী কোনমতে দিনাতিপাত করেন। তবুতো তিনি তাঁর মাতার দারুণ বৃদ্ধাবস্থায় কিছুটা আরাম দিতে সক্ষম হয়েছেন!

এণ্ড্রির স্ত্রী শরৎকালে মড়াইয়ে কাজ করে কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন। তাদিয়ে যুদ্ধের শেষের দিকে ফ্রণ্টে স্বামীর সঙ্গে দেখা করেন। দিনকয়েক বেশ আনন্দে তাঁদের কাটে (যে একাদশ বাহিনীতে তিনি ছিলেন সেটা অন্য-সব বাহিনীর পেছন দিকে ছুটিতে ছিল) স্বামীর বাহুবন্ধনের মধ্যে। গ্রীষ্মের অনাড়ম্বর বিদ্যুতের মত রাতের পর রাত বিদ্যুৎবেগে চলে যায়। ক্ষণিক পাপ, নারীর ক্ষুধার্ত আনন্দের জন্য কি বেশী সময় দরকার হয়? রঙীন চোখে তাঁর স্ত্রী ঘরে ফিরে যান, যথাসময়ে বিনা কান্নাকাটিতে আবাদের মরশুমের মাঝামাঝি একটি পুত্ররত্ন প্রসব করেন। ঠিক যেন এণ্ড্রির ছাঁচে ঢালা শিশুটি।

১৯১৮ সালে খুব অল্প সময়ের জন্যই এণ্ড্রি গ্রেমিয়াসি লগে ফিরে আসেন। গ্রামে দীর্ঘকাল থাকেননি; এর মধ্যে পচে-যাওয়া কাঠের লাঙল মেরামত করেন, চালার নতুন বরগা লাগান, হেক্টর দুই জমিও আবাদ করে ফেলেন।

তারপর একটা দিন কাটান ছেলেকে কোলে-কাঁখে ক'রে, নানা ক্রীড়া-কৌতুকে আর রান্নাঘরে স্ত্রীর সঙ্গে রঙ্গরস ক'রে। স্ত্রী লক্ষ্য করেন স্বামীর চোখের কোণে অশ্রু জমাট বেঁধে উঠেছে। স্ত্রীর মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। একদিন প্রশ্ন করেন, "আবার আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ নাকি ?" "হাঁ, কালকেই। কিছু খাবার তৈরি রেখো।" স্বামী উত্তর দেন।

পরের দিন আটামান রেজিমেণ্টের সে, মাকার নাগুলনোভ, লিউবিস্কিন, এবং ফ্রণ্ট-লাইনের টিট বরোডিন এবং আরো আটজন তাঁর কুটিরের বাইরে মিলিত হয়। তারপর সুসজ্জিত নানা রঙের ঘোড়ায় চড়ে সকলেই রওয়ানা হয়, বিদ্যুৎবেগে উইণ্ড মিল পার হয়ে যায়। বসন্তকালীন পাতলা বালু অশ্ব-খুরে মথিত হয়ে অনেকক্ষণ ধরে মাতামাতি করে।

সেই দিনই গ্রেমিয়াসি লগের ওপর দিয়ে, বন্যা-প্লাবিত মাঠের ওপর দিয়ে, তৃণ-ভূমির ওপর দিয়ে, আশমানি রঙের দুনিয়ার অনেক—অনেক ওপর দিয়ে, দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে আকাশের ওপর দিয়ে কাল-পাখাওয়ালা হাঁসের ঝাঁক দ্রুতগতিতে উড়ে যায়। উড়ে যায় বিনা কলরবে, টু শব্দটিও না করে।

কামেন্স্কার কাছে কমরেডদের সঙ্গে এণ্ড্রির ছাড়াছাড়ি হয়। একটা ভোরোশিলভবাহিনীর সঙ্গে তিনি মরোজোভ্স্কী ও জারিট্সিনের দিকে যায়, আর অন্যেরা যায় ভরোনিজের দিকে। মাস তিনেক পরে এণ্ড্রি একটা শেলের আঘাতে সামান্য আহত হয়ে একটা হাসপাতালে আশ্রয় নেন। একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে সেখানে তাঁর দেখা হয়।

তার কাছে তিনি শুনতে পান পোড্‌টিয়েলকোভবাহিনী ধ্বংস হলে তাঁর গ্রামের পাশের শ্বেত-কশাকরা রেড আর্মীতে যোগদান করার জন্য প্রতিশোধ বশে এণ্ড্রির স্ত্রীর উপর অকথ্য অত্যাচার করে। গ্রামকে গ্রাম এ খবর পায়। অপরিসীম লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য তাঁর স্ত্রী ইয়েভডোকিয়া আত্মহত্যা করেন।

······সেটা ডিসেম্বরের এক মেঘলা দিন। গ্রেমিয়াসি লগের ঘর-বাড়ি, গাছপালা সবই ছিল তুষারাবৃত। সুদূর পাহাড়ের ওপারে যুদ্ধ চলছে, কামানের চাপা গর্জন-ধ্বনি শোনা যায়। বিকালের দিকে এণ্ড্রি ঘোড়া ছুটিয়ে জোর কদমে এসে গ্রামে উপস্থিত হন। আজও তাঁর মনে পড়ে, চোখের পলকে পূর্ব-স্মৃতি ফিরে আসে, বিগত জীবনে তাঁকে টেনে নিয়ে যায়······খুঁটির গেট কড় কড় করে ওঠে। হাঁপাতে হাঁপাতে রাশ ধরে টানেন, ক্লান্ত ঘোড়াটাকে উঠানে নিয়ে যান। অনাবৃত মাথায় খিড়কির দরজা ঠেলে মা ছুটে আসেন।

হায়, তাঁর বিষাদ-মলিন অশ্রুভারাক্রান্ত গলার স্বর এণ্ড্রির কর্ণ বধির করে তোলে।

"আরে বাবারে, সোনারে! তার প্রিয় চোখ দুটি চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।······"

অপরিচিতের ন্যায় এণ্ড্রি নিজের উঠানে প্রবেশ করেন. একটা খুঁটির সঙ্গে ঘোড়ার বল্গাটা বাঁধেন। তারপর বসে-যাওয়া মৃত্যু-মলিন চোখে রান্না-ঘরে ঢোকেন, শূন্য গৃহের এদিক-ওদিক তাকান, দোল্‌নাটার দিকেও······দোলনাটাও শূন্য।

"খোকা কোথায়?" তিনি প্রশ্ন করেন।

আঁচলে চোখ চেপে মা মুখ বুজে বিরল-কেশ ধূসর মাথা নাড়তে থাকেন। কিছু বলতে পারেন না। ছেলে জোর করে কথা আদায় করেন।

"খোকাকেও ধরে রাখতে পারলাম না বাবা", মা বলেন। ডুনিয়া চলে যাবার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই……তড়কা হয়……ছেড়ে যায়……।

"কেঁদোনা……সে তোলা থাক আমার জন্য। হায়রে, কাঁদতে যদি পারতাম একবার! ইয়েভডোকিয়ার ওপর কে অত্যাচার করলে?"

"এনিকি ডিভিয়াটকিন তাকে মড়াইটার কাছে টেনে নিয়ে মেঝে ফেলে……আমাকে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দেয়।……অন্যান্যদেরও তার কাছে ডেকে নেয়। তারা তার ছোট ছোট ফরসা হাত দু'খানি তরবারির খাপের আঘাতে জর্জরিত করে …… ফিরে আসে সব শরীরে কালো …… শুধু চোখ দু'খানি……

"সে এখন বাড়ি আছে?"

"হোয়াইটদের সাথে রিট্রিট করেছে সে?"

"বাড়িতে তার কেউ আছে?"

"তার স্ত্রী আছে, তার পিতাও আছে; এণ্ড্রি, তাদের হত্যা করিসনে! একজনের পাপের জবাবদিহি অন্যজন করতে পারে না।……

"তুমি আমাকে বলছ?" এণ্ড্রি ভ্রূকুটি করেন, ক্রোধে তাঁর দম আটকে আসে। টান দিয়ে গ্রেট-কোটের বাধুনীটা, টিউনিক ও সার্টের কলারটা ছিড়ে ফেলেন। অনাবৃত, অস্থিচর্মসার বুকে লোহার ঘটিটা জোরে চেপে ধরেন, দাঁত দিয়ে ঘটির কিনারাটা কামড়ে ধরেন। তারপর উঠে দাঁড়ান, চোখ না তুলেই জিগ্যেস করেন:

"মা, মরণের আগে আমাকে কিছু বলে গেছে?"

গৃহের এক কোণার দিকে তাঁর মা যান, আইকনের পিছন থেকে একখানা জীর্ণপ্রায় কাগজের টুকরো বার করে দেন। তাঁর মনে হয় মৃত্যু-শয্যার কথা গুলো যেন তাঁর স্ত্রী নিজের স্বরেই বলছে:

"প্রিয়তম এণ্ড্রি! তারা আমার দেহ কলুষিত করেছে, তাদের সর্বনাশ হোক! তারা আমাকে এবং তোমার প্রতি আমার ভালবাসাকে বিদ্রূপ করেছে। তোমার মুখের দিকে আর তাকাতে পারবনা। আর একদিনও আমার বাঁচা উচিত নয়। আমার বিবেক সায় দেয়না বেঁচে থাকতে, কুৎসিত রোগে জর্জরিত হতে। প্রিয় এণ্ড্রি আমার, প্রিয় পুষ্প। অনেক রাত আমি অনিদ্রায় কাটাই, চোখের জলে আমার বালিস ভিজে গেছে। আমাদের ভালবাসার কথা আমার মনে জাগরুক, পরকালেও নিশ্চিত মনে থাকবে। আমার একমাত্র দুঃখ ঃ খোকা আর তোমার জন্য, আর আমাদের মিলিত জীবন ও ভালবাসা এত ক্ষণকালের সেজন্য! আবার যদি তুমি বিয়ে কর, ঈশ্বরের দোহাই, খোকাকে একটু স্নেহ করতে বলো। আর, আর তুমি তাকে, আমার মাতৃহীন শিশুকে স্নেহ করো। মাকে বলো, আমার স্কার্ট ও শালখানা আর জ্যাকেটটি যেন আমার বোনকে দেন। তার বিয়ে হবে, তার এর প্রয়োজন হবে ......"

এণ্ড্রি উন্মত্তবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ডিভিয়াটকিনদের ফার্মের দিকে যান। ফার্মে পৌঁছেই ঘোড়া থেকে নামেন, খাপ থেকে তলোয়ার বার করে' দরজার দিকে ছুটে যান। এনিকির লম্বা-চওড়া বৃদ্ধ পিতা তাকে দেখামাত্রই আইকনের নীচে হাটু গেড়ে বসেন।

"এণ্ড্রি স্টেপানিচ," এই মাত্র বলেই তিনি এণ্ড্রির পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েন। আর একটি কথাও তিনি উচ্চারণ করেন না, অথবা তাঁর গোলাপী, টেকো মাথা মেঝেয় থেকে তোলেন না।

"তোমার ছেলের জন্য তোমাকেই জবাবদিহি হতে হবে! ভগবানের কাছে, ক্রুশের কাছে প্রার্থনা করে নাও।" এণ্ড্রি

চীৎকার করে উঠেন। বাম হাতে বৃদ্ধের ধূসর দাড়ি মুঠি করে ধরেন, লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলে খিড়কির দরজার কাছে তাকে টেনে নেন। তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী উননের পাশে মূর্ছাগ্রস্ত হয়ে পড়েন কিন্তু তাঁদের বউ এনিকির স্ত্রী ছেলেপিলেদের একস্থানে জড় করে, ( সবশুদ্ধ ছটি ) কাঁদতে কাঁদতে দরজার দিকে ছুটে যায়। এণ্ড্রি তার শব দেহের মত সাদা, হাড়বিশিষ্ট দেহটিকে নাড়া দিয়ে বৃদ্ধের মাথার উপর তলোয়ার তোলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে হাউমাউ করে শিশুর পাল তাঁর পা জড়িয়ে ধরে।

"সবাইকে কেটে ফেলুন ! এরা সবই এনিকির জন্মা। আমাকেও কেটে ফেলুন।" তাদের মাতাও ডুকরে কেঁদে উঠে। তিনি সোজা এণ্ড্রির কাছ ঘেঁসে দাঁড়ান, তার গোলাপী সার্টের বোতাম খুলে ফেলেন, তার শুকনো নেতিয়ে-পড়া স্তন দু'টো কুকুরের বোটার মত হেলে দোলে।

ছোট বড় সমস্ত ছেলেপিলে তাঁর পায়ের কাছে হামাগুড়ি দিয়েই থাকে। বুনোর মত তিনি একবার চারিদিক তাকান, তারপর খাপে তলোয়ারটি ঢুকিয়ে রাখেন, সমতল স্থানেও একবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান। তারপর উঠেই ঘোড়ার দিকে যান। খুটির দরজা পর্যন্ত বৃদ্ধ তাঁর অনুসরণ করেন, আনন্দে ও ভয়ে অশ্রুপাত হয়। বার বার চেষ্টা করেন নুয়ে তাঁর রিকাবে চুমু খেতে। কিন্তু ঘৃণাভরে ভ্রূকুটি ক'রে এণ্ড্রি পাখানা টেনে নেন এবং কর্কশ স্বরে বলেন ঃ

"তোমাদের ভাগ্য ভাল······শিশুরা······"

তিন দিন তাঁর কাটে মোহাবিষ্ট অবস্থায় কান্নাকাটি ক'রে, মদ খেয়ে। দ্বিতীয় রাত্রে যে ঘরে ইয়েভডোকিয়া ফাঁসীতে ঝুলে সে ঘরে তিনি আগুন ধরিয়ে দেন। চতুর্থ দিনে তাঁর মুখ ফোলে, ভয়াবহ হয়ে উঠে। শান্তভাবে মার কাছে তিনি বিদায় নেন। মা যখন তাঁকে

বুকে চেপে ধরেন তখন তাঁর চোখে পড়ে পুত্রের ঝাকড়া-মাকড়া চুলে প্রথম পালকবৎ শুভ্র একটি চুল।

দু'বছর পরে পোলিশ ফ্রন্ট থেকে এণ্ড্রি ফিরে আসেন। আরো বছর খানেক ডন অঞ্চলের উজান দিকে শস্য-সংগ্রাহক বাহিনীর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান তিনি। তারপর খেত-খামারে মনোযোগ দেন, মা পীড়াপীড়ি করেন আবার বিয়ে করতে, তিনি নীরবে উপেক্ষা করে চলেন। কিন্তু একদিন মা জোর করে ধরে বলেন, "বিয়ে কর এণ্ড্রি, তোর নিজের দিকে তাকা, তোর এর মধ্যেই চুলে পাক ধরেছে। কখন আর ভাববে? সব চুল সাদা হয়ে গেলে? মার জন্য তুই তো ভাবিস খুব? আমার ইচ্ছে করে নাতি-নাতনীদের কোলে-কাঁখে করি। দু'টো ছাগলের রোঁয়া আমি জোগাড় করে রেখেছি, খোকাদের মোজা বুননের জন্য। নাওয়া-ধোয়া নিয়ে থাকাই আমার কাজ। দুধ আর দুইতে পারিনে, আঙুল আর চলেনা ঠিক মতো।" স্বর তাঁর অশ্রুভারাক্রান্ত। "কি দুষ্টু ছেলেই না হয়েছে আমার? কেবল রাগ আর রাগ! কথা বলতে পারে না! শয়তান!"

টুপিটা কুড়িয়ে নীরবেই এণ্ড্রি কুটির থেকে বার হয়ে যান। কিন্তু বৃদ্ধা শান্ত হন না, পাড়াপড়শীদের সাথে ফিসফাস করেন, জটলা করেন...

এণ্ড্রির একই কথা, ইয়েভডোকিয়ার স্থলে গৃহে আর কাউকে আনবনা। মায়ের রাগ যেয়ে পড়ে মৃত পুত্রবধূর ওপর।

"সেই কালসাপ তাকে যাদু করেছে," গোচারণের পথে উঠানের বাইরে কোন বৃদ্ধার সাথে দেখা হলে বলেন, "নিজে ফাঁসী দিয়ে মরেছে। এখন তাকেও চুষে মেরে ফেলছে। অন্য কাউকে সে আর ঘরে আনবে না। একি আমার পক্ষে সহজ? হায়রে, আমি যখন অন্যদের নাতি-নাতনীদের দিকে তাকাই চোখে জল আসে, লজ্জিত হতে হয় আমাকে।

অন্যান্য মেয়েদের আমোদ-আহ্লাদ আছে, আর আমি কাঠ-বেড়ালীর মতে খোপে বসে বসে কাঁদি।”

সেই বছরেই, নোভোচেরকাসের কাছে নিহত সার্জেণ্ট মিখাইল পয়ারকোভের বিধবা স্ত্রী মেরিনার সঙ্গে তিনি প্রেমে পড়েন। শরৎকালে মেরিনার চল্লিশ বছর পার হয়েছে বটে কিন্তু তৃণাঞ্চলের সৌন্দর্য সুষমায় তার সুগঠিত দেহ ভরপূর।

অক্টোবর মাসে একদিন এণ্ড্রি খড় দিয়ে মেরিনার কুটিরের চাল ঠিক-ঠাক করে দিতে যায়। সন্ধ্যা নেমে আসতে না আসতে মেরিনা তাকে কুটিরে ডেকে আনে, দ্রুতবেগে টেবিলটা ঠিকঠাক করে নিয়ে একথালা সুপ (ঝোল) তাঁর সুমুখে ধরে, একখানা চিকণ-কাজ-করা তোয়ালে তাঁর হাঁটুর ওপর রাখে, তারপর তার ঠিক সুমুখে গালে হাত রেখে বসে। এণ্ড্রি টেরা ভাবে চান তার দৃপ্ত একরাশ চকচকে কাল চুলয়ালা মাথার দিকে। এণ্ড্রির ওপর নিবদ্ধ হয় তার টেরা কাল চোখজোড়া।

“আরেকটু দেবো?”

“যদি মনে কিছু না কর তো দাও।” হাত দিয়ে গোফটা মুছে ফেলেন। মেরিনা ঝোল দিয়ে আবার পূর্বস্থানে বসে, কামার্ত সতর্ক ও অর্থপূর্ণ ভাবে তাঁর দিকে তাকায়। এণ্ড্রি হাতের কাজ চালাতে যাবে এমন সময় তাঁর চোখ পড়ে তার ঘাড়ের একটা দ্রুতগতিশীল নীল শীরার ওপর। এণ্ড্রি কোন কারণে বিব্রত বোধ করেন, চামচে রেখে দেন।

“কি হল?” বিস্ময়ে মেরিনার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

“আর খাবোনা, ধন্যবাদ। চালটা মেরামত করতে ভোর হয়ে যাবে।”

মেরিনা টেবিলটা ঘুরে আসে। মৃদু হাসির ফাঁকে ঘনবিষ্ট দাঁতগুলি

বেরিয়ে পড়ে। এণ্ড্রির পিঠে তার বিরাট, নরম বুক চাপতে চাপতে সে ফিসফিস করে সুধায় ঃ

"রাতটা আমার সঙ্গে কাটাতে পার না?"

"পারতাম", বিস্ময়বিমুগ্ধ এণ্ড্রির মুখে আর কোন কথা জোগায় না। তাঁর নির্বোধ উত্তরের প্রতিশোধে মেরিনা ধনুকের মত কোমর বাঁকিয়ে বলে ঃ "তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ, উপকারী মহাশয়! গরীব বিধবার প্রতি আপনি অশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন......আর, আমি যেমন পাপীয়সী, ভয় ছিল প্রত্যাখ্যান করবে বলেই।"

বেশ নিপুণভাবে ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দেয় মেরিনা। অন্ধকারেই বিছানা পেতে নেয়, বাইরের দরজাটায় খিল দিয়ে আসে, তারপর ঘৃণা-জড়িত কণ্ঠে বলে, "তোমার মধ্যে কশাক রক্ত এক রত্তিও নেই। কোন টেমভ কাঁশারীর ছেলে তুমি।"

"এসব কি বলছ তুমি?" এণ্ড্রি রাগ করেন, এমন-কি জুতা ছাড়তে ছাড়তে থেমে যান।

"সত্য কথা; তুমিও অন্যান্যেরই মত। তোমার চোখ বলে, তুমি তেজস্বী। কিন্তু মেয়েদের কাছে কোন-কিছু চাইবার বেলায় তুমি একদম ভীরু। আর যুদ্ধে কিনা তুমিই পেয়েছো ক্রশ।"

মেরিনা চুলের জট খুলতে থাকে, দাত দিয়ে একটা হেয়ার পিন চেপে ধরে। তাই অস্পষ্টস্বরে বলে, "আমার মিস্কাকে মনে পড়ে? সে আমার চাইতেও খাট ছিল। তুমি আমার সমান উঁচু, সে ছিল কিছুটা বেটে। তার নির্ভীকতার জন্যই আমি তাকে ভালবাসি। সব চাইতে জোরালো লোকের কাছেও হার মানবে না সে কখনো, নাক কেটে দরদর করে রক্ত পড়লেও না। কখনো সে হার মানেনি। হতে পারে, এর জন্যই সে মরেছে। সে জানত, কেন আমি তাকে ভালবাসি।" তার সুরে গর্বের ভাব ফুটে উঠে।

মেরিনার স্বামী যে বাহিনীতে ছিল সে-বাহিনীতে গ্রামের যে সব কশাক ছিল তাদের কথা মনে পড়ে এণ্ড্রির। তারা তার মৃত্যু-শয্যায় উপস্থিত ছিল। শত্রু-সৈন্যের অবস্থিতি নির্ণয়ের কাজে প্রবৃত্ত হয়ে সে লাল-ফৌজ বাহিনীর নগররক্ষীদের ওপর তার সৈন্যদের নিয়ে বার দুই আক্রমণ চালায়। লুইস গাণের সাহায্যে রক্ষীরা তাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। চারজন কশাক অশ্বারোহণে তাদের অনুসরণ করে। মিখাইল পোয়েরকোভ অন্যান্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা তাকে ধরে ফেলতে চেষ্টা করে। অনুসরণ-রত লাল-ফৌজের তিনজন লোককে সে গুলি করতে চেষ্টা করে এবং অশ্ব সমেত লাফ দিয়ে তাদের বুলেটের আঘাত থেকে নিস্তার পাবার চেষ্টা করে। নিস্তার হয়তো পেতোও। ঘোড়াটার ক্ষুর একটা গর্তে আটকে যায়। সেটা পড়ে যায়, ফলে প্রভুর পা যায় ভেঙে। নির্ভীক সার্জেনের এখানেই শেষ!

গল্পটা মনে পড়াতে এণ্ড্রি মৃদু হাসি হাসে।

এণ্ড্রির পিঠে তার দেহ চাপতে থাকে, শ্বাস দ্রুত বইতে শুরু করে, প্রায় আধ ঘণ্টা পর কথার সূত্র মেরিনা ফিরে পায়। ফিসফিস করে সে বলে, "নির্ভীক বলে মিস্কাকে আমি ভালবাসি……কিন্তু তোমাকে যে ভালবাসি……কোন কারণই নাই তার।" মেরিনা তার পুড়ে-যাওয়া কান এণ্ড্রির বুকে চেপে ধরে। সন্ধ্যার সময় এণ্ড্রির মনে হয়, মেরিনার চোখে অগ্নিবর্ষী বেয়াড়া চাহনি। সে ঠিক যেন প্রচণ্ড আনকোরা ঘোড়া, যার গলায় কোনদিন লাগাম পড়েনি। উষাগমের একটু আগে মেরিনা বলে ঃ

"চালের কাজ শেষ করতে কালকে আসছ তো?"

"নিশ্চয়ই আসব!" এণ্ড্রি অবাক হয়ে উত্তর দেয়।

"বালাই !"

"কেন ?"

"চমৎকার ঘরামি তুমি, চমৎকার! স্কার তোমার চাইতে ছায় ভালো।" মেরিনা উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে। "বিশেষ কোন কারণ বশেই তোমাকে ছাইতে ডাকি। তাছাড়া, তোমাকে এখানে আনার উপায় ছিল কি ? চালটা আগাগোড়াই আবার ছাইতে হবে।"

দিন দুই পরে বৃদ্ধ স্কার কুটির আবার নতুন করে ছাইয়ে দেয়। এণ্ড্রির আনাড়ির মত কাজ দেখে সে গর গর করতে থাকে।

এরপর থেকে রোজ রাত্রে এণ্ড্রি মেরিনার কাছে আসেন। তাঁর মনে হয় মেরিনার প্রেম বড় মধুর ঃ ঠিক যেন প্রথম তুষার-স্পৃষ্ট শীত ঋতুর বুনো আপেল।

তাদের সংসর্গের কথা পাড়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। নানাজনে নানাভাবে নেয়। এণ্ড্রির মা কান্নাকাটা করে, পড়শীদের কাছে নালিশ জানায় ঃ "লজ্জার কথা! এক বুড়ো মাগীর সঙ্গে প্রেমে পড়েছে সে।" কিছুদিন পরে তিনিও শান্ত হন। কোন এক প্রতিবেশীর এক মাত্র কন্যা নিউরার সঙ্গে এণ্ড্রি কখনো কখনো রঙ্গ করে। অভিমানে মেয়েটি তার সাক্ষাৎ পরিহার করে চলে। কিন্তু একদিন এণ্ড্রি ঝোঁপ কাটার জন্য মাঠের পথ ধরেছে এমন সময় সে ছুটে তার কাছে যায় ও বিবর্ণ হয়ে পড়ে।

"শেষে কিনা একটা বুড়ো মাগী তোমাকে বশ করলে ?" কম্পিত ওষ্ঠে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। চোখের পাতায় চকচকে অশ্রুজল, লুকানোর চেষ্টা সে করেনা।

"শ্বাস ফেলার সময় নেই আমার!" কৌতুক করতে চায় এণ্ড্রি।

"এর চাইতে কোন কম বয়সের কাউকে পেলেনা ?" যেতে যেতে মেয়েটা বলে।

"কিন্তু চেয়ে দেখ আমাকে কেমন দেখায়, আমাকে নিজেকে।" মাথার টুপিটা দস্তানা-পরা হাতে সরিয়ে মাথার পাকা চুল খুলে দেখান।

"তবুও আমি, আমি এমনি বেকুব যে তোমার সঙ্গে প্রেমে পড়ি! বেশ, তাহলে চিরবিদায়!" রোষভরে মাথা উঁচু করে সে চলে যায়।

মাকার নাগুলনোভ রুক্ষভাবে বলেন, "আমি ইহা সমর্থন করিনা, এণ্ড্রি! মেরিনা তোমাকে সার্জেণ্ট বানাবে আর ক্ষুদে-সম্পত্তির মালিক করে তুলবে। স্থৈর্য নষ্ট করোনা; তুমি জান ঠাট্টা করছি আমি। নিশ্চয়ই বুঝতে পাচ্ছ, নয়কি?"

"যথানিয়মে তাকে বিয়ে করে ফেল," একদিন বেশ উদারতার সঙ্গেই তাঁর মা বলে ফেলেন। "হোক-না সে আমার পুত্রবধূ।"

"তা হয়না।" এণ্ড্রি এড়ানোর জন্য উত্তর দেন।

মেরিনা যেন তার কাঁধ থেকে কুড়িটা বছর স্রেফ ঝেড়ে ফেলে দেয়। তার টেরা চোখের চাহনি সংযতভাবে ঝলমল করতে থাকে। রাত্রে এণ্ড্রির সঙ্গে যখন দেখা হয় পুরুষোচিত শক্তি নিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে, দিনের আলো ফিরে না আসা পর্যন্ত তার লালিত্যহীন, শ্যামল গণ্ডের উজ্জ্বল, প্রস্ফুট সরমরক্তিমা অন্তর্হিত হয়না। ঠিক যেন তার কৌমার্য ফিরে আসে। রঙ-বেরঙের সিল্কের টুকরো দিয়ে তাঁর জন্য তামাক-পাতার থলে বানায়, কারুকার্য দিয়ে তা ভূষিত করে। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে তাঁর প্রতিটি অঙ্গচালনার দিকে লক্ষ্য রাখে, নিজেকে প্রীতিভাজন করে তোলে। তার মনে প্রবলভাবে উদয় হয় ঈর্ষা ও তাঁকে হারানোর ভীতি। সে সভা-সমিতি যোগদান করতে থাকে শুধু তার প্রতি নজর রাখার জন্য, সে কারো যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে রসরঙ্গ করে কিনা, কারো দিকে নজর দেয় কিনা দেখার জন্য। প্রথম প্রথম এই

অপ্রত্যাশিত অভিভাবকতার চাপে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন, গাল দেন, এমন-কি বারকয়েক মারধরও করেন। ক্রমে তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন, অবস্থাধীনে আত্মপ্রসাদও তিনি লাভ করেন। খুশি করার জন্য মেরিনা তার মৃতস্বামীর সব জামাকাপড় তাঁকে দিয়ে দেয়। যে এণ্ড্রি এতদিন নোংরা ভাবে থাকতেন তিনি এখন সার্জেণ্টের পাজামা পরে, কায়দাদুরস্তভাবে গ্রামময় বেড়িয়ে বেড়াতে লজ্জানুভব করেন না। হলই-বা জামার আস্তিনটা বেটে ও কলারটা একটু আঁট!

ক্ষেতের কাজে তিনি মেরিনাকে সাহায্য করেন, সারাদিন ঘুরে ফিরে শীকার করে নিয়ে আসেন কোনদিন হয়ত একটা শশক, কোনদিন এক জোড়া তিত্তিরি পাখী। মেরিনা কখনও তাঁর ওপর জোর খাটাতে যায়নি বা তার মার ন্যায্য অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেনি, যদিও মনে মনে মাকে পরম শত্রু বলেই মনে করে।

মেরিনা নিজেই তার জমিজমা দেখাশোনা করতে সমর্থ—কোন পুরুষের বিনা সাহায্যেই সে চালাতে পারে। মেরিনা যখন দেড়মন ওজনের গম বা অন্য কোন দ্রব্য অবলীলাক্রমে স্থানান্তরিত করে তখন এণ্ড্রি তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকেন, মনে মনে তৃপ্ত হন। তার দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য অনেক পুরুষকেও লজ্জা দেয়।

বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়, মেরিনার প্রতি তার ভাব বদ্ধমূল, একনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সময় সময় তাঁর প্রথম স্ত্রীর কথাও মনে হয়, কিন্তু সে স্মৃতিতে আর বেদনা জাগেনা। একবার এনিকি ডিভিয়াটকিনের বড় ছেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ফ্রান্সে বসবাস করে। পিতার সঙ্গে তার এত সাদৃশ্য যে, এণ্ড্রি বিবর্ণ হয়ে ওঠে। পরে কাজের চাপে, রুটির সংগ্রামে, দৈনন্দিন চিন্তা-ভাবনার চাপে তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয়। কপালের ওপরের

আঘাত চিহ্নটাতে ( জনৈক হাঙ্গেরীয়ান অফিসারের তরবারির আঘাতের ফলে ) একরূপ বেদনা হত। সেটাও ক্রমে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

গরীব চাষীদের সভা থেকে এণ্ড্রি সোজা মেরিনার কাছে চলে যান। তাঁরই প্রতীক্ষায় মেরিনা বসে বসে পশমের সুতো কাটছিল। ছোট্ট, নীচু ও বেশ গরম ঘরখানা। চরকাটা যেন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ঘর্ ঘর্ ধ্বনি করছিল। রাজমিওটনোভ ঘরে প্রবেশ করা মাত্র একটা কোকড়ান-লোমওয়ালা দুষ্ট ছাগল-শিশু বিছানায় লাফিয়ে পড়ার জন্য মাটির মেঝের ওপর দিয়ে ছোট ছোট ক্ষুরের খট খট শব্দ করে ছুটে আসে।

এণ্ড্রি উত্তেজিতভাবে ভ্রূকুটি করে বলেন, "চরকা কাটা থামাও।"

মেরিনা পা-দানি থেকে তার উঁচু-গোড়ালি-যুক্ত জুতোর সূচালু দিকটা সরিয়ে নেয়, তারপর ঠাট করে গা মোড়া দেয়।

"কি হল সভায়?" সে প্রশ্ন করে।

"কাল থেকে ধনী চাষীর হৃৎপিণ্ড ছেদন শুরু হবে।"

"সত্যই?"

"সভায় সমস্ত দরিদ্র চাষী যৌথ ফার্মে যোগ দিয়েছে।' জ্যাকেট না খুলেই বিছানায় শুয়ে পড়ে' তিনি ছাগলশিশুটিকে হাতের মধ্যে টেনে নেন—ঠিক যেন এক বাণ্ডিল গরম পশম।

"তুমিও কালকে দরখাস্ত নিয়ে যেয়ো," তিনি বলেন।

"কিসের দরখাস্ত?" অবাক হয়ে মেরিনা জিগ্যেস করে।

"যৌথ ফার্মে যোগদানের জন্য।"

চরকাটা সজোরে স্টোভের দিকে ঠেলে দিয়ে সে বলে ওঠেঃ "মাতাল হয়েছ? তাতে আমার লাভ?"

"তর্ক করোনা এ নিয়ে. মেরিনা। যৌথ ফার্মে তোমার যোগদান করতেই হবে। নতুবা তারা বলবে, অন্যকে আমি যোগদান করাই আর আমার মেরিনাকে তার বাইরে রাখি। আমার বিবেক আমাকে দংশন করবে।"

"আমি যোগদান করবনা। যা ইচ্ছে বল, আমি যাচ্ছিনে," এই বলে বিছানায় ঢুকে সে এণ্ড্রিকে গরম, ঘর্মাক্ত দেহের গন্ধে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

"ভাল, তাহলে আমাদের ছাড়াছাড়ি হতে হয়।"

"ভয় দেখাচ্ছ!"

"ভয় তোমাকে দেখাচ্ছিনে। কিন্তু গত্যন্তর নেই।

"ভাল কথা, সরে যাও তাহলে। আমার একটিমাত্র গাভী তাদের দিয়ে দিই, কিন্তু কি পাব? পরে তুমিও এসে বলবে তোমাকে খাওয়াতে হবে।"

"দুধ হবে এজমালী।"

"সম্ভবত নারীরাও এজমালী হবে। এজন্যই কি তুমি আমাকে শাসাচ্ছ?"

"আচ্ছা করে তোমাকে কযাঘাত করতে পারতাম, কিন্তু ইচ্ছে হয় না," এই বলে এণ্ড্রি ছাগলশিশুটিকে মেঝের উপর ছুড়ে দেন, তারপর টুপিটা টেনে নিয়ে পশমের গলাবন্ধটা হেচকা টানে গলায় পরে নেন। ঠিক যেন জহ্লাদের ফাঁস এটা।

"প্রত্যেক ভাগ্যবান শয়তানকেই বোঝাতে পরাতে হবে! মেরিণা পর্যন্ত তার নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে, সেও বিদ্রোহনোন্মুখ। কালকের সাধারণ সভায় কি জানি হয়? বেশি চাপাচাপি করলে আমাদের

হয়ত মারধরই করবে," নিজের কুটিরের দিকে রওয়ানা হয়ে বাগানের মধ্যদিয়ে যেতে যেতে এণ্ড্রি ভাবেন।

অনেক রাত পর্যন্ত চোখে ঘুম আসে না, বিছানায় পড়ে শুধু গড়াগড়ি দেন, আর শুয়ে শুয়ে দেখেন মা বার দুই উঠেন ময়দার তাল দেখতে। চালায় একটা বড্ড গোলমেলে মোরগ চেচিয়ে উঠে। এণ্ড্রি উৎকণ্ঠিত ভাবে আগামী দিনের কথা ভাবেন, গ্রামের যাবতীয় চাষাবাদ যে আসন্ন পুনর্গঠনের মুখে তাও। তাঁর একএক বার ভয় হয়, কঠোরপরায়ণ ডেভিডোভের কোন অসতর্ক ব্যবস্থার ফলে যৌথ ফার্ম থেকে মাঝারি চাষীদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া না হয়! তখনই তাঁর মনে পড়ে তাঁর সুগঠিত দেহের কথা, তাঁর মুখখানি, রহস্যোজ্জ্বল জ্ঞানদৃপ্ত চোখদু'টি। তাঁর মনে পড়ে, লিউবিস্কিন যখন সভায় বক্তৃতা করে তখন কেমন ভাবে ডেভিডোভ নাগুলনোভের পিছনের দিকে ঝুঁকে পড়ে মন্তব্য করেনঃ "পার্টিজান একটু কঠোর প্রকৃতির লোক, কিন্তু তোমরা তাকে উপেক্ষা করেছ। তোমরা তাকে হাত করনি। সত্যি! তাকে বোঝাতে হবে।" এইসব স্মরণ করে আরো আনন্দের সঙ্গে তিনি স্থিরসংকল্প করেন, "না, তিনি আমাদের বিপদে ফেলবেন না। মাকারকে সংযত করে রাখতে হবে। উত্তেজনাবশে তিনি কাউকে মেরে না বসেন। তাঁকে একটু সংযত করে রাখ্‌তে হবে, তাহলে গাড়ি থামবে না। কি থামবেনা? গাড়ি—কোন্ গাড়ি? মাকার……টিটক……কাল…" নিদ্রা চোরের মত তাঁকে অভিভূত করে ফেলে। তিনি ঢুলতে থাকেন, ধীরে ধীরে মুখের হাসি মিলিয়ে যায়, পাতার ওপর থেকে যেমন শিশির-বিন্দু মিলিয়ে যায়।

---

# [ ছয় ]

পরের দিন ভোরে আটটায় ডেভিডোভ গ্রাম্য পঞ্চায়েত গৃহে প্রবেশ করেই দেখেন চৌদ্দজন গরীব কশাক এসে জড় হয়েছে।

"আমরা অনেকক্ষণ, সেই সূর্যোদয় থেকে আপনার প্রতীক্ষায় বসে আছি," লিউবিস্কিন তার নিজের সবল হাতের মধ্যে ডেভিডোভের হাত রেখে হেসে বলে।

"আমরা আর অপেক্ষা করতে পারছিনে," বৃদ্ধ সুকার বলে।

এই সুকারই প্রথমদিন মেয়েদের ভেড়ার-চামড়ার জামা পরে আসে, ডেভিডোভকে নিয়ে নানারূপ হাস্য-পরিহাস করে। সেদিন থেকে সে নিজেকে তাঁর পুরনো পরিচিত বন্ধু বলে মনে করে। একটু আগেও সবাইর কাছে সে বলে, "ডেভিডোভ ও আমি যা স্থির করি তাই-ই হবে। এসব ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমার সুদীর্ঘ আলাপও হয়ে গেছে। দু'চারটে ঠাট্টা পরিহাস চললেও গুরুত্বপূর্ণ কথাও হয়েছে অনেক, এই যেমন, কি করে যৌথ ফার্ম সংগঠন করা হবে। লোকটা বেশ আমুদে, ঠিক আমারই মত।"

সাদা ভেড়ার-চামড়ার পোশাকটা দেখেই ডেভিডোভ সুকারকে চিনে নেন। তার মনের খবর না জানা থাকায় তিনি এমন একটি মন্তব্য করে ফেলেন যাতে সে গভীরভাবে মর্মাহত হয়।

"কে, দাদু যে! এখন দেখতে পাচ্ছো! আমার আসার কারণ শুনে দুদিন আগেও তুমি গরম হয়ে উঠেছিলে, আর এর মধ্যেই তুমিও যৌথ ফার্মের একজন! সাহসী বটে!"

"অপেক্ষা করার সময় ছিলনা, তাই চলে যেতে হয় সেদিন,"

ডেভিডোভের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বিড় বিড় করে সে উত্তর দেয়।

ধনী চাষীদের উৎখাত করার জন্য তারা নিজেদের দু'দলে ভাগ করে নেয়। প্রথম দল যাবে গ্রামের উত্তর দিকে, দ্বিতীয় দল যাবে দক্ষিণ দিকে। প্রথম দলের নেতারূপে মাকারের নাম প্রস্তাব করায় মাকার সরাসরি অসম্মত হয়। পরবর্তী দৃষ্টি-বিনিময়ে তিনি অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে ওঠেন। ডেভিডোভকে তিনি একান্তে ডাকেন।

"কাজ নিতে অনিচ্ছুক হচ্ছেন কেন?" ডেভিডোভ অপ্রসন্নভাবে প্রশ্ন করেন।

"আমি বরং দ্বিতীয় দলের সঙ্গে নিম্নভাগের দিকে যাই," মাকার উত্তর দেন।

"তফাৎ কি তাতে?"

"মুখ ফেরাতে ফেরাতে মাকার ঠোঁট কামড়ান।

"না বলাই ছিল ভাল;······যাই হোক, আপনি জানতেই পারবেন। ধনী চাষী ফ্রল ডামাস্কোভের ছেলের সাথে আমার স্ত্রীর গোপন সম্পর্ক রয়েছে। তাই সেখানে যেতে চাইনে, গেলেই নানা কথা উঠবেই উঠবে। আমাকে দ্বিতীয় দলেই দিন, রাজমিওটনোভকে বরং প্রথম দলে দিন।"

"ভায়া, কথাকে ভয় করছেন! তাহলে আর পীড়াপীড়ি করব না। আমার সঙ্গে দ্বিতীয় দলেই আসুন," ডেভিডোভ উত্তর দেন।

আচম্‌কা তাঁর মনে হয়, সেদিন সকালে মাকারের বাড়িতে মাকারের স্ত্রী যখন তাঁকে প্রাতরাশ, পরিবেশন করে তখন তার কপালে একটা ক্ষতচিহ্ন চোখে পড়ে। তিনি একটি ভ্রূকুটি করেন এবং অস্বোয়াস্তিকরভাবে প্রশ্ন করেন:

"আপনি কি আপনার স্ত্রীকে ঐ আঘাত করেছেন? আপমি কি তাকে মারেন?"

"না, আমি মারিনি।"

"তাহলে কে মেরেছে?"

"সে লোকটা মেরেছে।"

"হাঁ, কিন্তু 'সে' কে?"

"আর কে, টিমোফি, ফ্রলের ছেলে।"

বিমূঢ়ভাবে তিনি মিনিট কয়েক স্তব্ধ থেকে ক্রুদ্ধ স্বরে বলেন,

"জাহান্নামে যাক। মাথায় আসেনা এসব। চলুন। এ সম্পর্কে পরে কথা হবে।"

মাকার. ডেভিডোভ, লিউবিস্কিন, সুকার, আরও তিনজন কশাক একত্রে গ্রাম্য পঞ্চায়েত গৃহ ত্যাগ করে।

"কোন্ দিকে যাব আমরা?" মাকারের দিকে না তাকিয়েই ডেভিডোভ তাঁকে প্রশ্ন করেন। উপরোক্ত আলাপের পর উভয়েই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন।

"টিটকের বাড়ির দিকে," মাকার উত্তর দেন।

নীরবে তারা পথ বেয়ে চলে। জানালা খুলে মেয়েরা উৎসুকভাবে তাঁদের দিকে তাকায়। কতকগুলো ছোঁড়াও তাদের পেছু নেয়। বেড়ার একটা খুঁটি নিয়ে লিউবিস্কিন তাদের তাড়া করায় সবাই পালিয়ে যায়। টিটকের বাড়ির কাছাকাছি যেয়ে নাগুলনোভ আপন মনে বলেন, "ভালই হল, যৌথ ফার্ম সংগঠনের পক্ষে এই বাড়িটা বেশ উপযোগীই হবে। মস্ত বাড়িখানা! চালাঘরগুলোকে গোয়াল ঘর করা যাবে।"

বাড়িখানা অবশ্য বড়ই। ১৯২২ সালের দুর্ভিক্ষের সময় একটা অস্থিচর্মসার গরু ও এক হন্দর ময়দার বদলে টুবিয়ানস্কো থেকে এ

ঘরটা সে কিনে নেয়। আগেকার মালিকের সবাই মরে যেয়ে তাকে নিষ্কণ্টক করে দেয়! টিটকের বিরুদ্ধে নালিশাদি করার জন্যও কেউ অবশিষ্ট থাকে না। ঘরটাকে গ্রেমিয়াসিতে সে নিয়ে আসে। নতুন করে ছাউনি দেয়, কাঠের ক'খানা চালাঘর ও একটি আস্তাবল উঠিয়ে নেয়, নানাভাবে বাড়িয়ে এই সুন্দর বাটিতে সে পরিণত করে।

বাটির সামনের কার্নিশে অভূতপূর্ব রকমের একটা খোদাই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে : টি, কে, বরোডিন। ১৯২৩ সাল।

অনুসন্ধিৎসুভাবে বাটিখানার দিকে ডেভিডোভ চোখ বুলান। নাগুলনোভ সবার আগে খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেন। গোলাঘরের নীচে শেকল দিয়ে বাধা ছিল একটা বাঘা রঙের কুকুর। দরজা খোলার শব্দ পেয়ে সেটা লুটোপুটি খেতে থাকে তাদের কামড়াবার জন্য।

"রসাতলে যা" বলে বুড়ো স্থকার ভয়ে বেড়াটার পাশ ঘেষে দাঁড়ায়। কি জানি, কোন দুর্ঘটনাই যদি ঘটে; শেকল যদি ছিঁড়েই যায়।

তারা সকলে একত্র হয়ে রান্নাঘরে ঢোকে। টিটকের ঢেঙ্গা ছিপছিপে স্ত্রী একটা বাছুরকে জল খাওয়াচ্ছিলে। তিনি অপ্রত্যাশিত অতিথিদের দিকে সন্দিগ্ধ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করছিলেন। তাদের সম্ভাষণের উত্তরে তিনি এমন এক ভাব দেখান যার অর্থ দাঁড়ায় : "কোন্ শয়তান তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছে?"

"টিটক বাড়ি আছে?" নাগুলনোভ জিগ্যেস করেন!

"না।"

"তাহলে, কোথায় তিনি?"

"আমি জানিনা," কড়াভাবে জবাব দেন।

"আপনি জানেন, আমরা কেন এসেছি! আমরা......" বুড়ো

স্থকার হেয়ালির ছন্দে বলতে আরম্ভ করে। কিন্তু নাগুলনোভ এমন ভাবে চোখ ঘুরিয়ে তাকান যে সে থতমত খেয়ে চুপ মেরে যায়। তারপর গলাটা একটু কেশে সাফ করে নিয়ে ভেড়ার চামড়াটা সে নাড়াচাড়া করে। এক সময় পাশের একটা টুলে সে বসে পড়ে।

"আস্তাবলে ঘোড়াগুলি আছে কি?" নাগুলনোভ এমনভাবে প্রশ্ন করেন যেন তিনি তাঁর অশিষ্ঠ সম্ভাষণ লক্ষ্য করেননি।

"হাঁ"।

"ষাঁড়গুলো?"

"না। কি চান আপনারা?"

"আপনার কাছে আমরা বলতে পারিনে......" স্থকার আবার কি বলতে যায়, এমন সময় লিউবিস্কিন দরজার দিকে এগিয়ে তার ভেড়ার-লোমের কোটের এক পাশ ধরে তাকে গেটের দিকে এমনভাবে ঠেলে দেয় যে সে আর কিছুই বলতে পারে না।

"তাহলে ষাঁড়গুলো কোথায়?" নাগুলনোভ প্রশ্ন করেন।

"টিটক তাদের নিয়ে কোথাও যেয়ে থাকবে।"

"কোথায় যেতে পারে?"

"এই তো বললাম, জানিনে।"

ডেভিডোভকে ইসারা করে নাগুলনোভ বার হয়ে যান। স্থকারের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাকে শাসিয়ে যান, "তোমাকে কিছু বলতে না-বলা পর্যন্ত মুখ বন্ধ রাখবে। ডেভিডোভের দিকে ফিরে তিনি বলেন, "খারাপ দেখায় কাজটা; তবুও কোথায় ষাঁড়গুলো নিয়ে গেছে বার করতে হয়! মনে হয় হাত-ছাড়া করার ফিকিরে আছে।"

"তাহলে ষাঁড়গুলোর আশা ছাড়তে হয়।"

নাগুলনোভ আতঙ্কে চেচিয়ে উঠেন।

"কি বলছেন! এ তল্লাটে এগুলোর জোড়া নেই। এগুলো এত

বড় যে হাত বাড়িয়ে শিঙ্গুলোর আগা নাগাল পাওয়া যায় না। এ ছাড়া যায় না। টিটক ও তার ষাঁড়গুলোর খোঁজ করতেই হবে।"

নাগুলনোভ ও লিউবিস্কিন উভয়ে চুপি চুপি কি পরামর্শ আঁটে! তারপর তারা গো-মহিষাদির খোঁয়াড়ে দিকে যায়, চালাঘরের মধ্য দিয়ে তারা মড়াইয়ে প্রবেশ করে। মিনিট পাঁচেক পর লিউবিস্কিন একটি কাঠের খুঁটি দিয়ে কুকুরটাকে তাড়া দেয়, কুকুরটা গোলাঘরের নীচে আশ্রয় নেয়! নাগুলনোভ আস্তাবলে প্রবেশ করেন। বড় একটা ঘোড়া বার ক'রে তিনি লাগাম লাগিয়ে লাফ দিয়ে উঠে বসেন।

বাড়ির গিন্নী গেটের কাছে এগিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, "ও কি হচ্ছে মাকার, বিনা জুগ-জিগ্যাসায় অন্যের সম্পত্তি ব্যবহার করছ যে? স্বামী ফিরে এলে তাকে বলব। তিনি এর একটা কিনারা করবেনই।"

"গলা করো না! তিনি থাকলে তার সাথেই একটা ফয়সালা করতাম। কমরেড ডেভিডোভ, একবার এদিকে আসবেন কি?"

নাগুলনোভের কাণ্ডকারখানায় ডেভিডোভ হতভম্ব হয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যান।

নাগুলনোভ অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন, "ঐ দেখুন, মড়াইয়ের মেঝ থেকে রাস্তার দিকে গরুর পায়ের স্পষ্ট দাগ দেখা যাচ্ছে। কোন মতে খবর পেয়ে সে ছুটেছে গরুগুলো হাত-ছাড়া করতে। ঐ দেখুন সবগুলো স্লেজগাড়িই ঘরে আছে। স্ত্রীলোকটি মিথ্যাকথা বলেছেন। টিউবিয়ানাস্কো যাচ্ছি আমি। সেখানে ছাড়া আর কোথাও যায়নি সে। একটা খুটি দিন তো আমার হাতে, চাবকাতে হবে।"

তারপর সেই পদচিহ্নের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি ঘোড়া চালিয়ে দেন। টিউবিয়ানস্কোর দিকে মাইল খানেক পথ যাবার পর পদচিহ্ন আর চোখে পড়ে না। ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে যে-পথটা ভয়স্কোভয়

গেছে সে পথ ধরেন তিনি। সে পথের বাঁকেই আবার পদচিহ্ন দেখা যায়। নাগুলনোভ ভাবেন, মনে হয় কোন বন্ধুর বাড়ি গেছে। এক এক জায়গায় টাটকা গোবরও দেখেন, তখনো ধোঁয়া উঠছে। তিনি চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিক পদচিহ্নের সন্ধান করেন। আরো আধ মাইলটাক এগোবার পর তাঁর চোখে পড়ে অদূরে একজন ঘোড়ায় চড়ে একজোড়া গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দেখেই বুঝেন এ টিটক ছাড়া আর কেউ না। মুখে তার সিগারেটের ধোঁয়া। কোমরে হাত দিয়ে একবার তিনি পরীক্ষা করে নেন যথাস্থানে পিস্তলটা আছে কিনা।

"ফিরে আস" অনুসরণকারী চেচিয়ে উঠেন।

টিটক তার ঘোড়াটাকে থামিয়ে চারদিকে তাকায়, হাতের সিগারেটটা ফেলে দেয়। ধীরে ধীরে ষাঁড়গুলোর সুমুখে গিয়ে শান্তভাবে জবাব দেয়ঃ "কি হল?······এই, থাম্।"

নাগুলনোভ অগ্রসর হয়, টিটক তাঁর দিকে সুদীর্ঘ ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁকে সম্ভাষণ করেন।

"কোথায় যাচ্ছ?" মাকার প্রশ্ন করেন।

"ষাঁড়-জোড়া বেচে দিতে যাচ্ছিলাম, মাকার! তোমার কাছে লুকোবনা কিছুই।"

দু'জনে ঘোড়ার ওপর থেকেই মুখোমুখী হয়। ঘোড়া দু'টো পরস্পরের দেহ শুঁখাশুঁখি করতে থাকে। নাগুলনোভের বাতাহত মুখে ক্রোধের চিহ্ন সুস্পষ্ট, আর টিটকের মুখে শান্তভাব, অন্তত বাহ্যত।

'ষাঁড়-জোড়া ফিরিয়ে নিয়ে ঘরকে চল," পাশাপাশি ঘোড়া চালিয়ে মাকার আদেশ দেন।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে টিটক। একবার বলগায় অঙ্গুলি সঞ্চালন করে, মাথা যেন তার তন্দ্রাতুর হয়ে ঢুলুঢুলু করে, চোখ দুটো আধ-বোজা। ধূসর রঙের হাতে-কাটা সুতোর তৈরি কোটে তার সর্বাঙ্গ

ঢাকা—জীর্ণ হুডটা পর্যন্ত তা টানা। ঝিমানিগ্রস্ত চিলের মত দেখায় তাকে।

"মূল্যবান কোন জিনিস জামার নীচে লুকিয়ে এনে থাকলে কোন শুভ মুহূর্তে নির্দিষ্ট কোন স্থানে সে তা ফেলে দিতে পারে," নাগুলনোভ ভাবেন। নিশ্চল টিটকের দিকে অপলকনেত্রে তিনি চেয়ে থাকেন। হঠাৎ জেগে ওঠার ভাণ করে' টিটক ষাঁড়গুলোর বলগা টেনে বাড়ির দিকে ফেরায়। তারা আবার যে-পথ ধরে এসেছে সে-পথ ধরে চলে।

"আপনারা কি আমার সর্বস্বই নিয়ে যাচ্ছেন! আমাকে কি ধনী চাষীর ন্যায় বিনষ্ট করবেন?" অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর টিটক নাগুলনোভকে জিগ্যেস করে। তার চোখের নীল তারকা চকচক করে ওঠে।

"দিন তোমার ফুরিয়েছে! ধৃত সাপের মত তোমাকে ধরে নিয়ে চলেছি," নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে নাগুলনোভ চেচিয়ে ওঠেন।

ক্রোধে টিটকের সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে ওঠে। পাহাড়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সে নীরবই থাকে।

"আমাকে নিয়ে কি করবেন মনে করেছেন?"

"জেলা থেকে তোমাকে বার করে দোব। তোমার কোটের নীচে ওটা কি বাঁধা?"

"একটা বন্দুক।"

বক্রভাবে নাগুলনোভের দিকে চোখ রেখে টিটক জামাটা খুলে ফেলে।

"দাও ওটা," মাকার হাত বাড়িয়ে বলেন। টিটক শান্তভাবে তা সরিয়ে রাখে।

"এটাও বাদ দেবেন না?" তিনি মৃদু হাসেন, নেতিয়ে-পড়া

কাল গোঁফের নীচে তার তামাক-দুষ্ট দাঁতগুলো বার হয়ে পড়ে। নাগুলনোভের দিকে গন্ধ-গোকুলাসুলভ তীক্ষ্ণ ( Ferrety) অথচ হাসি-হাসি চোখে তাকিয়ে বলে, "এইটেও বাদ দেবেন না ? আমার সর্বস্ব নিয়ে যাচ্ছেন, শেষ সম্বল এই রাইফেলটাও ! দৈনিকে লেখে, ধনী-চাষীদের একটা অন্তত রাইফেল থাকেই। প্রত্যেকেরই একটা-না-একটা আছেই। এও হতে পারে এরই সাহায্যে আমরা দৈনন্দিন খোরাক জোগাড় করে নিতে পারি। গ্রামের সংবাদদাতারা আমায় দেখে……

সে হাসে, মাথা নাড়ে, কিন্তু বন্দুকের হাতোল থেকে হাত সরায় না।

নাগুলনোভও সেটা ফিরিয়ে দেবার জন্য জেদ করেন না। মনে মনে তিনি ভাবেন, "গ্রামে যেয়ে তোমায় পোষ মানাবো।"

"মনে মনে হয়ত ভাবছেন, সঙ্গে করে এই বন্দুকটা আবার নিয়েছে কেন ? জাহান্নমে যাক্। বোধ হয় আপনার মনে আছে, ইউক্রেনিয়ান বিদ্রোহ থেকে আনা অবধি বড় কাছ-ছাড়া করিনি এইটাকে। পড়েই ছিল মরচে ধরে, দুষ্ট পশু বা মানুষের বিরুদ্ধে কাজে লাগতে পারে ভেবে সেদিন এইটাকে পরিষ্কার করে নিয়েছি। পরশুদিন শুনলাম আপনারা ধনী চাষীদের ছেঁটে ফেলতে সচেষ্ট। তবে আজকেই যে কাজ আরম্ভ করবেন এইটে শুনিনি। শুনলে কালকে রাত্রেই বেরিয়ে পড়তাম ষাঁড়-জোড়া নিয়ে।"

"কার কাছে এ খবর পেলেন ?"

"এখন এ প্রশ্ন করছেন ? পৃথিবী ভরে গেছে নানা জনরবে। হাঁ আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শে করে ঠিক করলাম, ষাঁড়-জোড়া নির্বিঘ্নে রাখতেই হবে। বন্দুকটাও সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। ইচ্ছা ছিল তৃণাঞ্চলের কোন এক স্থানে পুঁতে রাখব এখন—বাড়ি থেকে বেহাত

হবারই সম্ভাবনা—বড় দুঃখের ব্যাপার হবে সেটা। সেই তোমরাই এসে পড়লে! আঙুলগুলো কেমন নিস্‌পিস্‌ করছে আমার,” নাগুলনোভের ঘোড়ার গায়ে তার ঘোড়া প্রায় ঠেকিয়ে যেতে যেতে বেশ একটু উত্তেজনার মুখেই সে বলতে থাকে, চোখে যেন তার কৌতুক উপচে পড়ছে।

“পরিহাস করার যথেষ্ট সময় পাবে পরে, এখন বরং চুপই থাক।”

“বাঃ, এখনইতো আমার পরিহাস করার সময়! আরামের জীবনের আবহাওয়া গড়ে তুলে ছিলাম আমি, যে ন্যায়সঙ্গত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করেছিলাম, এখন সে-ই আমার টুটি টিপে ধরছে,” টিটকের গলা হঠাৎ বসে যায়। সে-মুহূর্ত থেকে সে আর কথা বলে না। বিচক্ষণ ভাবে রাশ চেপে ধরে, ইচ্ছা মাকারের ঘোড়াটা অন্তত কিছুটা এগিয়ে যায়। মাকারও ভয়ে এগোয় না। ষাঁড়গুলো তাদের ছেড়ে অনেকদূর এগিয়ে পড়ে।

“চালাও, চালাও।” টিটকের দিকে তিনি কড়া নজর রাখেন, পকেটে দৃঢ়মুষ্টিতে রিভলবারটিও ধরে থাকেন। টিটককে ভাল ভাবেই জানেন তিনি। তাঁর চাইতে বেশি তাকে কেউ চেনেন না।

“পিছিয়ো না বলছি, আর গুলি করবে ভেবে থাকলে মনে রেখো তার সুযোগ দিচ্ছিনে।”

“আপনি ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে,” টিটক মৃদু মৃদু হাসেন, ঘোড়াটাকে চাবুক কষে ষাঁড়-জোড়াকে টেনে নিয়ে এগিয়ে চলেন তিনি।

---

## [ সাত ]

এণ্ড্রি রাজমিওটনোভ ও তাঁর দল যখন ফ্রলের বাড়ি পৌঁছায় তখন তারা টেবিলে খাওয়া-দাওয়া শুরু করেছে। টেবিলে ছিল কদাকার বুড়ো ফ্রল, বিশালকায়া জাঁকজমকপূর্ণ তাঁর স্ত্রী, বছর বাইশেক বয়সের তাঁর ছেলে টিমোফি, বিয়ের উপযুক্ত এক মেয়ে।

মাতার মত সুশ্রী টিমোফি বেশ ভদ্রভাবেই তাদের আহ্বান করে, "ভেতরে আসুন, বসুন মহাশয়রা।"

কাগজের বাক্স থেকে একখানা কাগজ বার করতে করতে এণ্ড্রি বলেন, "বসার আমাদের সময় নেই। গরীব চাষীরা সভা করে স্থির করেছে তোমাদের বাড়ি থেকে তোমাদের উৎখাত করতে, ফ্রল ডামাস্কোভ। তোমাদের যাবতীয় সম্পত্তি ও জীব-জন্তু বাজেয়াপ্ত করা হবে, খানাপিনা সেরে সত্বর বাড়িটা ছেড়ে দাও, এক্ষুণি জিনিসপত্রের একটা তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।"

"এসব কেন ?" হাতের কাটা চামচ ফেলে দিয়ে ফ্রল উঠে দাঁড়ায়।

"ধনী চাষীর বনিয়াদ আমরা নির্মূল করতে চাই" ডিয়েম্‌কা উষাকোভ তাকে জানায়।

তার পায়ের মজবুত ফেল্টের বুট জোড়া মচ্‌মচ্ শব্দ করে ওঠে, ফ্রল বৈঠকখানা থেকে একখানা দলিল নিয়ে আসে।

"এতো আপনারই বিবৃতি—আপনারই সই-করা, রাজমিওট-নোভ।"

"কিসের বিবৃতি ?"

"শস্যের ট্যাক্স সম্পর্কে।"

"এর সঙ্গে শস্যের ট্যাক্সের কোন সম্পর্ক নেই।"

"তাহলে কিসের জন্য আমরা আমাদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হচ্ছি, আমাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তই বা হবে কেন ?"

"বলেছিই তো যে গরীব চাষীরা এই স্থির করেছেন।"

"এমন কোন আইনই নেই!" কঠোরভাবে চেচিয়ে ওঠে টিমোফি। "আপনারা একত্র হয়ে লুঠতরাজ চালিয়েছেন। বাবা, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি জেলা কার্যকরী সমিতিতে। জীনটা কোথায় ?"

"কমিটিতে যেতে হলে পায়ে হেটে যেতে হবে ; কারণ, ঘোড়া দেওয়া হবে না।" এণ্ড্রি টেবিলের একপাশে বসেন, একখানা পেন্সিল ও এক-টুক্‌রা কাগজ তিনি বার করে নেন। ফ্রলের বিমথিত নাসা উত্তেজনায় কালো হয়ে ওঠে, মাথা তার দুলতে থাকে। দাঁড়ানো স্থানে হঠাৎ তিনি নেতিয়ে পড়েন, আর বিড় বিড় করে কি বলেন, ফুলা জিহ্বায় তা জড়িয়ে আসে : "কুত্তার বাছারা, লুট কর্, কেটে ফেল্ আমাদের!"

মেয়েটি তাঁকে তাঁর দুই বগলে হাত দিয়ে ওঠাতে চেষ্টা ক'রে বলে, "দোহাই খ্রীস্টের, ওঠ বাবা!" চোখে তাঁর অশ্রুর স্রোত নেমে আসে।

ফ্রলের চেতনা ফিরে আসে, তিনি উঠে বেঞ্চিতে শুয়ে পড়েন। উষাকভ আর মিখাইল ইগ্নাটিওনোভ রাজমিওটনোভকে ডেকে ডেকে যা বলে নির্বিকারভাবে তিনি তা শোনেন।

"একটা বলওয়ালা লোহার খাট, একটা পালকের বিছানা, তিনটা বালিস, দুটো কাঠের খাট····· "

"মৃণ্ময়পাত্র-ভরা একটা কাপবোর্ড—সবগুলি পাত্ররেই কি আলাদা নাম করতে হবে ? চুলোয় যাক সব!"

"বারোটা চেয়ার, একটা ঠেসানওয়ালা লম্বা আরামকেদারা, একটা three-tiered accordeon."

ডিয়েম্‌কার হাত থেকে হেঁচকা-টানে এইটে ছিনিয়ে-নিয়ে টিমোফি বলে, "আমার একরডিয়ানটিকে নিয়ে নিতে দিচ্ছিনে তোমাদের, হাত ছাড়, ঘুসি মেরে নাক ফাসিয়ে দেবো।"

ডিয়েমকাও তাকে কাটা জবাব দেয়, "এমনভাবে গুড়িয়ে দোব যে তোমার মা আর ধুয়ে মুছে কুল পাবেন না। এই বুড়ি, সিন্দুকের চাবি কোথায়?"

"না মা, দিয়োনা চাবি। অধিকার থাকে, ভেঙে খুলুক ওটা।"

"এগুলো ভেঙে খোলার অধিকার আমাদের আছে তো?" ডিমিড-দি-সায়লেণ্ট নিজেকে সচকিত করে তোলে। সবাই জানে, অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে সে বড় একটা কথা বলে না। সব সময় নীরবে কাজ করে যায়, নিঃশব্দে ধূমপান করে, সভায় চুপ করে বসে থাকে, খুব কমই কোন কথার জবাব দেয়—মুখে তার অপরাধী ও বিষাদের হাসি। ডিমিডের মতে সমগ্র জগতটা বাজে গোলমালে ভরা, জীবনটা ওতপ্রোতভাবে সেসবে আচ্ছন্ন করে আছে, রাত্রেও তারা মরে না, নীরবতাকে শোনার কাজেও তারা বাধা দেয়। শরৎকালে তৃণাঞ্চল বনভূমিতে যে প্রগাঢ় নীরবতা বিরাজ করে তাকেও তারা বিক্ষুব্ধ করে তোলে। মানবতার কোলাহল পছন্দ হয় না ডিমিডের। গ্রামের এক কোণে সে পড়ে থাকে, কঠোর পরিশ্রম করে, সমগ্র জেলায় এমন শক্তিশালী লোক আর চোখে পড়ে না। ভাগ্যদেবী যে-কোন কারণেই তার ওপর প্রসন্ন নন, সৎছেলের মত তাকে দেখেন। পাঁচ বছর সে কাটায় ফ্রল ডামাস্কোভের সঙ্গে, তারপর বিয়ে করে সংসারে মন দেয়। খেত-খামার, বাড়ি-ঘর তুলতে-না-তুলতে আগুন লেগে সব পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। বছর খানেকের মধ্যে দ্বিতীয় বার আগুন লাগে—আধপোড়া একখানা লাঙল মাত্র এবার অবশিষ্ট থাকে। তারই অব্যবহিত পরে তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে যাওয়ার সময় বলে যায়, "বছর

দুই ঘর করলাম তোমার সঙ্গে, দুটি কথাও শোনিনি তোমার মুখে। ভবিষ্যতে একাই থেকো! বনে নেকড়ের সঙ্গে থাকাও বরঞ্চ ভাল। তোমার সঙ্গে থাকলে মেয়েরা পাগল হয়ে যাবে। এর মধ্যেই আমি আপন মনে বিড় বিড় করতে শুরু করেছি……"

তা সত্বেও মহিলাটি ডিমিডকে নিয়ে চলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রথম প্রথম কয়েক মাস সে কেঁদে কেঁদে বলে, "ডিমিড, প্রিয়তম আমার কথা বল, অন্তত একটি কথা বল।" ডিমিড কেবল শান্ত. শিশুসুলভ সরল হাসি হাসে আর বুকের চুলগুলোকে আঁচড়াতে থাকে। যখন সে আর তার স্ত্রীর নাকিকান্না সহ্য করতে পারেনা, তখন বলে, "তুমি একটি বক্‌বক্‌কারী পায়রা বিশেষ" এবং বলেই স্থানত্যাগ করে। যে-কোন কারণে প্রচার হয় ডিমিড একজন গর্বিত, চতুর, "নিজস্ব চিন্তাধারা সমন্বিত" বিশিষ্ট লোক। এও হতে পারে, জগতের কোলাহল এড়িয়ে চলার জন্য তার সম্বন্ধে এ জনরব রটে।

ডিমিডের গলার আওয়াজে এণ্ড্রি মাথা তোলেন, বলেন, "অধিকার আছে কিনা?" যেন এই নতুন তাকে দেখেছে এইরূপ ভঙ্গি করে বলেন, "নিশ্চয়ই অধিকার আছে আমাদের।"

ডিমিডের ভেজা, অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ বুটের দাপটে মেঝেয় কেঁপে ওঠে। সেরা ঘরখানার প্রবেশ করার পথ থেকে টিমোফিকে ধাক্কা দিয়ে সে সরিয়ে দেয়, যেন একটা লতাকে ছুঁড়ে ফেলা হয়। কাপ-বোর্ডের পাশ দিয়ে যাবার সময় কাপবোর্ডটি কেঁপে ওঠে। সিন্দুকের সুমুখে গুঁটিসুটি মেরে সে তালাটাকে হাতের মধ্যে নিয়ে মোচড় দেয়। মড়মড় করে তালাটা ভেঙে যায়, তালাটাকে সিন্দুকের ওপর নানাদ্রব্যের সাথে রেখে দেওয়া হয়। আরকাক্ষা তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে বলে, "তোমার সঙ্গে আমার শক্তি বদল করা গেলে বেশ হতো।"

এণ্ড্রি সব জিনিস-পত্রের জায় শেষ করে উঠ্‌তে পারেন না। সেরা ঘরখানার হল থেকে উষাকভ, আরকাক্ষা, ভ্যাসিলিসা (এই দলের একমাত্র মহিলা) নানা জিনিসপত্র এনে জড় করতে থাকে।

"মেয়েদের একটি লোমের কোট।"

"একটা ভেড়ার চামড়ার জামা।"

"তিন জোড়া নতুন বুট, জুতোর আবরণ।

"চার টুকরো কাপড়।"

"এণ্ড্রি, একটা শ্লেজ গাড়িতে সমস্ত জিনিস নেওয়া যাবেনা। এ ছাড়া ক্যালিকো, কাল সার্টিন এবং আরো নানা জাতীয় কাপড় রয়েছে……"

সেরা ঘরটির দিকে যাবার সময় একটি বালিকার আর্তনাদ, গিন্নির স্বর, দরজার দিক থেকে ইগ্নাটিওর নানা ভাবে বুঝিয়ে বলায় সুর এণ্ড্রির কানে আসে, বলেন ঃ

"কি হচ্ছে এখানে?" তিনি ধমক দিয়ে ওঠেন।

নাকখাঁদা মেয়েটির চোখ মুখ কেঁদে কেঁদে ফুলে উঠেছে, মেয়েটি সামনের দরজাটি ঠেসান দিয়ে বাছুরের মত চেঁচাচ্ছে। তার মা তার চারদিক ছুটাছুটি করছে আর বক্ বক্ করচে, আর ইগ্নাটিয়োনোভের মুখ লাল হয়ে ওঠেছে; অপ্রতিভের হাসি তার মুখে, মেয়েটির স্কার্ট ধরে টানাটানি করছে।

"গোল্লায় যা শয়তান!" ব্যাপার বুঝতে না পেরে ক্রোধান্ধ হয়ে এণ্ড্রি তাকে এমন প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারেন যে চিৎ হয়ে সে পড়ে যায়। "চমৎকার রাজনীতি!" গর্জন করে ওঠেন। "আমরা শত্রু নিধন করছি, আর তুমি ঘরের কোণে মেয়ে শিকার করছ? কিন্তু তোমাকে কোর্টে এরজন্য জবাবদিহি হতে হবে………"

"থামুন, শুনুন!" ইগ্নাতি মেঝ থেকে ওঠে, ভয়ে ভয়ে বলে, "এ মেয়ে

যেন আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে! একে আবার শিকার করা! চেয়ে দেখুন তার দিকে; এই নিয়ে নবম ওড়নাটি সে তার গায়ে জড়াচ্ছে! থামাতে চেষ্টা কচ্ছি, আর আপনি তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠছেন, না-দেখেই।"

এণ্ড্রি চেয়ে দেখলেন কোন এক ফাঁকে সেরা ঘরখানা থেকে এক বাণ্ডিল ভাল জামাকাপড় এনে তার সবগুলোই গায়ে জড়িয়ে ফেলবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে মেয়েটি। গরম পোশাকাদিও বাদ পড়েনি। একটা কাপড়ের বস্তার মতই তাকে দেখাচ্ছে। এণ্ড্রির কেমন দয়া হল; তাঁর চোখে জল এল। দরজা ভেজে দিয়ে তিনি ইগ্নাতিকে বললেন, "তুমি তার গা থেকে কাপড় খসিয়ে নিতে পারনা। তবে বাণ্ডিলটা নিয়ে যাও।"

তালিকা নেওয়া অবশেষে শেষ হয়।

"গোলাঘরের চাবি বার করে দাও," এণ্ড্রি বলেন।

পোড়া কয়লার মত কাল হয়ে ফ্রল মাথা নেড়ে বলেন, "আমাদের কাছে চাবি নেই।"

"যাও, দরজা ভেঙ্গে ফেল," এণ্ড্রি ডিমিডকে আদেশ দেন। যাবার সময় সে গরুর গাড়ি থেকে একটা বণ্ট্ বার করে নিয়ে যায়। পাঁচ পাউণ্ড তালাটা ভাঙতে কুড়োলের সাহায্য নিতে হয়।

"দরজার থামটা ভেঙ্গে ফেলোনা যেন। এইটে এখন আমাদেরই তো গোলাঘর, কাজেই সযত্নে দেখাশোনা করে চলো। ধীরে, ধীরে!" ডিয়েমকা ঘর্মাক্ত ডিমিডকে উপদেশ দেয়।

শস্য মাপজোক করতে তারা লেগে যায়। "চালুনি দিয়ে এক্ষুণি চেলে নিলে ভাল হয়। ঐতো একটা চালুনীও পড়ে আছে।" আনন্দে বিভোর হয়ে ইগ্নাতি প্রস্তাব করে। অন্যেরা তাকে

ঠাট্টা করে এবং ঠাট্টা চলতে থাকে, ততক্ষণ ভারী গমগুলো পাল্লায় ওজনের জন্য তুলে দেওয়াও হয়।

"শস্যভাণ্ডারে এ থেকেও দু'শো পুড গম দেওয়া যেতে পারে।"

কোদালির সাহায্যে একটা ঠোঙা ভর্তে ভর্তে হাত দিয়ে শস্যগুলো নেড়েচেড়ে উষাকভ বলে, "পাল্লায় এ খুব ভারী ঠেকবে।"

"এ খাটি সোনার দানা, তবে কিছু কিছু ভ্যাপ্সে গেছে পড়ে থেকে থেকে। ঐ দেখ।"

আরকাক্ষা আর একটি যুবক উঠানে খুব মোড়লি করছিল। লালচে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে আরকাক্ষা বলে, "ঐ দেখ, ষাঁড়ের গোবরে হজম-না-হওয়া 'মিলেটের' দানাগুলো দেখা যাচ্ছে।"

"এগুলোতে কাজ ভাল করবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে!" সে মন্তব্য করে।

খাঁটি দানা এগুলো খায়, আর আমাদের সমিতিতে গরুগুলো খড়ও যে পায় তাও সামান্য পরিমাণে।"

গোলাঘরের দিক থেকে উত্তেজিত স্বর, হাস্যধ্বনি, শস্যের গুড়ায় দুর্গন্ধ ভেসে আসে। এণ্ড্রি ফ্রলের বাসস্থানের দিকে ফিরে যান। গিন্নি আর তার মেয়ে থালাবাসনগুলি একটা থলেতে বাধতে থাকে। শুধু মোজা পরেই ফ্রল বেঞ্চির ওপর শুয়ে থাকেন, বুকের ওপর তাঁর আঙ্গুলগুলো ক্রশ হয়ে আছে—যেন এ তার মৃতদেহ। টিমোফিকে পূর্বাপেক্ষা শান্ত দেখায়। তাঁর দিকে একবার ঘৃণাপূর্ণ চাহনি হেনে বাইরের দিকে সে চেয়ে থাকে।

সেরা ঘরখানায় এণ্ড্রি ডিমিডকে দেখতে পায়। তার পায়ে ফ্রলের নূতন, চামড়ার-সোল-দেওয়া ফেল্ট বুটজোড়া। এণ্ড্রি

তার অলক্ষিতে প্রবেশ করায় দেখতে পান, ডিমিড লোহার হাড়ি থেকে একহাতা মধু মুখে পুরে দিয়ে আনন্দে অধীর হয়ে চোখ বুজে ফেলেছে। সে ঠোট চুষছে, আর আঠালো রস তার দাড়ি বেয়ে টস্ টস্ করে মাটিতে পড়ছে।

---

## [ আট ]

নাগুলনোভ ও টিটক গ্রামে যখন ফিরে আসে তখন বেলা দুপুর। তাদের অনুপস্থিতিতে ডেভিডোভ দুটো কুলক ফার্মের বিষয়-সম্পত্তির ফর্দ করা শেষ করেন, এবং তাদের তাড়িয়ে দেন। তারপর তিনি আসেন টিটকের উঠানে। লিউবিস্কিনের সাহায্যে জ্বালানি কাঠের চালাঘরে শস্যের মাপজোক সারা করেন। স্থকার অবশিষ্ট শস্য ভেড়ার গামলায় ঢেলে দেয়। টিটককে ফিরে আসতে দেখেই ভেড়ার ঘর থেকে সে চটপট ছুটে আসে।

খোলা জামাটা কাঁধে ফেলে বরোডিন টিটক উঠানের মধ্য দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায়। সে মড়াইয়ের মেঝের দিকে যাচ্ছিল ; নাগুলনোভ তাকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠে' বলেন, "চটপট ফিরে আস, নইলে গোলাঘরেই আটক করে রাখব।"

মাকার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন ও উত্তেজনায় অস্বাভাবিক ভাবে তাঁর গাল কাঁপতে থাকে। কিভাবে, কোথায় তাঁর অলক্ষিতে টিটক তার বন্দুকটিকে লুকিয়ে ফেলেছে! বাড়ির কাছে এসে তিনি তাকে তলব করেন, "বন্দুকটি দিবে কি? যে-ভাবেই হোক সেটা আমরা আদায় করবই।"

"রাখুন আপনার কৌতুক !" টিটক হাসে, "নিশ্চয়ই বন্দুকের স্বপ্ন দেখেছেন !"

তার কোটের নীচে নাগুলনোভ কোন অস্ত্রই দেখতে পাননা। তালাস করতে যাওয়া বৃথা! কারণ গভীর তুষার ও গুল্মাদির ভিতর কিছুতেই একে বার করা যাবেনা। আপনা-আপনি উত্তরোত্তর রেগে উঠে' তিনি ডেভিডোভের কাছে ঘটনাটির রিপোর্ট দেন। টিটকের আসার পর থেকেই ডেভিডোভ তার দিকে অনুসন্ধিৎসুভাবে চেয়ে ছিলেন।

ডেভিডোভ তৎক্ষণাৎ তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলেন, "তোমার বন্দুকটি দিয়ে দাও। এ ছাড়াই তুমি বেশ শান্তিতে কাটাতে পারবে।"

"কোনদিনই আমার বন্দুক ছিলনা। ঈর্ষাদুষ্টভাবে মাকার এ গল্প ফেঁদেছেন।" টিটক মৃদু মৃদু হাসে, চোখ বুজে মিট মিট করে।

"বেশ, তোকে গ্রেপ্তার করে জেলায় পাঠাতে হবে।"

"গ্রেপ্তার করবেন, আমাকে?"

"হাঁ, তোমাকে। তোমাকে কি করা উচিত বলে তোমার মনে হয়? বিগত জীবনের কথা স্মরণ করো—শস্য লুকানো, তুমি আয়োজন করেছিলে...... ।"

"আমি?" ফোঁস ফোঁস করে সে বলে, যেন তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য গুড়িসুড়ি মারছে।

সে মুহূর্তে তার ধার-করা প্রফুল্লতা, তার ধীরচেতা, সংযত ভাব তাকে ছেড়ে যায়। যে পাশবিক ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে এবং এতক্ষণ কোনমতে সংযত রাখা হয় ডোভিডোভের কথায় তার বাঁধ ভেঙে যায়। সে উদ্দাম হয়ে ওঠে। টিটক ডেভিডোভের দিকে

এগিয়ে যায়, তিনি হটে যান। এগিয়ে যাবার সময় টিটকের পা উঠানের একখানা জোয়ালে ঠেকে সে উপুড় হয়ে পড়ে যায় কিন্তু ওঠার সময় জোয়ালের লোহার ডাণ্ডাটা সে টেনে নেয়। নাগুলনোভ ও লিউবিস্কিন ডেভিডোভের দিকে ছুটে যায়, আর স্থকার ভয়ে উঠোন থেকে পালিয়ে যেতে থাকে। ঈর্ষা বশেই যেন বুড়োর ভেড়ার চামড়ার কোণটা তার পায়ে জড়িয়ে পড়ে। তিনি চেঁচিয়ে উঠেন ঃ

"বাঁচাও, বাঁচাও, বন্ধুগণ। হত্যা, হত্যা।"

ডেভিডোভ টিটকের বাম হাতের মুঠি ধরে ফেলেন, কিন্তু ডান হাত দিয়ে সে তাঁর মাথায় একঘুসি মারতে সমর্থ হয়। ডেভিডোভের মাথা ঘুরে ওঠে কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে সমর্থ হন। ক্ষত থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত চোখেমুখে পড়তে থাকে। টিটকের হাত ছেড়ে তিনি দু'হাত দিয়ে চোখ ধরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন। টিটকের দ্বিতীয় আঘাতে তিনি সটান হয়ে বরফের ওপর শুয়ে পড়েন। ঠিক সেই মুহূর্তে লিউবিস্কিন টিটকের কোমর জড়িয়ে ধরে। তার হাত ছাড়িয়ে টিটক মড়াইর দিকে ছুটে যায়। গেটে নাগুলনোভ তাকে ধরে ফেলেন, রিভলবারের বাট দিয়ে তার মাথায় এক ঘা বসিয়ে দেন।

টিটকের স্ত্রীও এসে এই গোলমালে যোগ দেন। লিউবিস্কিন ও নাগুলনোভকে তার স্বামীর দিকে ছুটে যেতে দেখে তিনি গোলাঘর থেকে কুকরটিকে ছেড়ে দেন। লেদার কলারটি বাজাতে বাজাতে উঠোনের চারদিকে সেটা ছুটতে থাকে এবং স্থকারের ভয়-সূচক চীৎকারে এবং তাঁর বরফের ওপর বিছানো ভেড়ার চামড়াটা দেখে সেটা সেদিকে ছুটে যায়। স্থকার কোন মতে কুকুরটার কলারে ধরে ফেলে খুব কষে ক'টা ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দেয়। একটা

বরফের টুকরো সে হাতে তুলে নেয়, কুকুরটাও পালিয়ে যায়। যাবার সময় চামড়ার কোটটা দু'টুকরা করে ফেলে।

বৃদ্ধ স্থকারের চোখ-জোড়া যেন মাথা থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার সাহস ফিরে আসে, জড়িত স্বরে সে গর্জন করে ওঠে ঃ "একটা রিভলভার দাও মাকার, রক্ত যতক্ষণ গরম আছে একটা দাও। তাকে এবং তার মাগীকে আমি হত্যা করব।"

ইতিমধ্যে ডেভিডোভকে ধরাধরি করে রান্নাঘরে নেওয়া হয়, ক্ষতের চার দিকের চুলগুলি ছেঁটে দেওয়া হয়। তখনো ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বার হয়। উঠানে লিউবিস্কিন টিটকের ঘোড়াগুলি দু'ঘোড়ার শ্লেজে জুতে নেয়। নাগুলনোভ টেবিলে বসে তাড়াতাড়ি করে লেখেন ঃ

"স্টেট পলিটিকাল পুলিশের জেলা-অফিসার সমীপেষু,—

আমি টিটক কনষ্টান্টিনোভিচ বরোডিনকে বিপ্লব-বিরোধী ও বিপজ্জনক লোক হিসাবে আপনাদের হেফাজতে পাঠাচ্ছি। আমরা যখন এই 'কুলকের' ধনসম্পত্তির ফর্দ করি তখন সে গ্রামাঞ্চলে প্রেরিত ২৫ হাজার কর্মীর অন্যতম কমরেড ডেভিডোভকে আক্রমণ করে। একটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে দু'বার তাঁর মাথায় সে আঘাত করে।

"তাছাড়া, আমি তার আয়ত্বাধীনে রাশিয়ান নমুনার একখানা বন্দুক দেখেছি। তৃণাঞ্চলে বিশেষ অবস্থাধীনে থাকায় এবং রক্তপাতের আশঙ্কায় তার কাছ থেকে সেখানা উদ্ধার করতে পারিনি। আমার অলক্ষিতে সে বরফের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলতে সমর্থ হয়। উহা পেলে বাস্তব সাক্ষ্য হিসাবে পাঠাব।

"নিখিল-ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির গ্রেমিয়াসি চক্রের সেক্রেটারী ও অর্ডার-অব-দি-রেড্ বেনারের সভ্য,

এম, নাগুলনোভ।"

তারা টিটককে স্লেজগাড়িতে উঠিয়ে দেয়। সে জল পান করতে চায় এবং নাগুলনোভকে একবার কাছে যেতে আহ্বান করে। খিড়কির দরজার কাছ থেকে মাকার চেচিয়ে বলেন, "কি চাও তুমি ?"

"মাকার, স্মরণ রেখো!" টিটক মাতালের মত বদ্ধ হাত দু'খানা নেড়ে নেড়ে বলে, "মনে রেখো, আমাদের পরস্পরের পথ ক্রশ করবেই! তুমি আমাকে মাড়িয়ে গেছ, তখন আমিও মাড়াব। যাই ঘটুকনা কেন, আমি তোমাকে হত্যা করবই করব। আমাদের বন্ধুত্বের সমাধি হল।"

"দূর হ ? বিপ্লব-বিরোধী!" নাগুলনোভ হাত নেড়ে উত্তর দেন। ঘোড়াগুলি উদ্দামভাবে উঠানে পার হয়ে যায়।

---

## [ নয় ]

বিকালের দিকে রাজমিওটনোভ গায়েভের বাজেয়াপ্ত জিনিসপত্র বোঝাই-করা শেষ গাড়িখানা টিটকের কুটিরের দিকে রওয়ানা করে দেন। যে-সব গরীব চাষী তাঁর সঙ্গে আসে তাদেরও একে একে বিদায় করে দেন। টিটকের কুটিরেই ধনী চাষীদের যাবতীয় সম্পত্তি এনে জমা করা হয়। সকলকে বিদায় করে তিনিও গ্রাম্য-পঞ্চায়েত বাড়ির দিকে রওয়ানা হন।

রাত্রে সাধারণ-সভা। তার ঘণ্টাখানেক আগেই এখানে ডেভিডোভের সঙ্গে তাঁর দেখা করায় কথা। সকালেই তিনি সম্মত হয়ে আসেন।

ধাপ বেয়ে ওঠার সময়ই সোভিয়েট বাড়ির কোণের ঘরটায় একটা আলো তাঁর চোখে পড়ে। দরজাটা ধপাস করে খুলে তিনি ঘরে প্রবেশ করেন। সে শব্দে ডেভিডোভ নোট বুক থেকে তাঁর সাদা, বাণ্ডেজ-বাঁধা মাথাটি তুলেন, একটু মৃদু হেসে বলেন,—

"এই যে রাজমিওটনোভ, বসুন। ধনীচাষীদের কাছে আমরা কত শস্য পেয়েছি তারই হিসাব দেখছি। ভাল, আপনাদের খবর কি ?"

"বেশ ভালই। কিন্তু আপনার মাথায় পটি বাঁধা কেন ?"

নাগুলনোভ কাগজ দিয়ে একটা লেম্প-সেড তৈরি করছিলেন। অনিচ্ছাসত্বেও উত্তর দেন তিনি! "জোয়ালের বণ্টু দিয়ে টিটক এই আঘাত করে। আমি তাকে জেলার পলিটিক্যাল পুলিস আফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

ডেভিডোভ গণনা-যন্ত্রটা টেবিলের একপাশে সরিয়ে দিয়ে বলেন, "একটু অপেক্ষা করুন, বলছি সব......একশো পনেরো যোগ দিন। হল ? একশ আট......"

"ধীরে, ধীরে বলুন।" গণনা-যন্ত্রের উপর একটি অঙুলি চালিয়ে উতলাভাবে নাগুলনোভ বিড় বিড় করে বলেন।

এণ্ড্রির ঠোঁট কাঁপছিল। এণ্ড্রি তাঁদের লক্ষ্য ক'রে হেঁড়ে গলায় বলেন,—"আমি আর পাচ্ছিনে!"

"মানে ? 'পাচ্ছিনে' মানে," একপাশে গণনা-যন্ত্রটা ঠেলে দিয়ে নাগুলনোভ প্রশ্ন করেন।

"ধনী চাষীদের উচ্ছেদের কাজে আমি আর যাচ্ছিনে। এমন-ভাবে চেয়ে রয়েছেন কেন!"

এণ্ড্রির মুখের দিকে একাগ্রচিত্তে ও উদ্বিগ্নভরে দৃষ্টি রেখে ডেভিডোভ যা বলেন তাতে তাঁর ক্রোধেরভাব ফুটে ওঠে, "আপনি কি মদ খেয়েছেন ? কি হয়েছে আপনার ? 'আপনি পাচ্ছেন না' মানে কি ?"

তাঁর কণ্ঠধ্বনি এণ্ড্রিকে ক্ষিপ্ত করে তোলে, উত্তেজনা বশে তিনি তোত্‌লিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন।

"সে-শিক্ষা আমি পাইনি! ছেলেপিলেদের সাথেও লড়াই করার শিক্ষা আমার নেই। সীমান্তের কথা অবশ্য আলাদা। যার ওপর ইচ্ছে তরবারি চালিয়েছি, যা ইচ্ছে করেছি। আপনারা সবাই গোল্লায় যেতে পারেন, আমি পাচ্ছিনে।" ফিট্‌ফাট বেহালার সুরের মত তাঁর সুরের মাত্রা উত্তরোত্তর চড়ে যায়, মনে হয় এই বুঝি ঝংকার দিয়ে উঠে। কিন্তু না, তিনি একবার ভগ্নস্বরে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন এবং অপ্রত্যাশিতভাবে গলার স্বর তাঁর নেমে যায়। ফিস্‌ফিস্ করে বলেন:

"আপনি কি একে ন্যায়সঙ্গত বলেন? আমি কি জহ্লাদ? না, আমার হৃদয় পাথরে-গড়া? যুদ্ধে যথেষ্ট হয়েছে......"। আবার তাঁর স্বর চড়ে যায়। "গায়েভের এগারোটি সন্তান। আমরা সেখানে যেতেই তাদের কি কান্না! আপনারা হলে নিজের চুল উপড়ে ফেলতেন। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। রান্নাঘর থেকে তাদের তাড়িয়ে দিতে শুরু করি... ..চোখ বন্ধ করি, কাণ চেপে ধরি, পালিয়ে যাই উঠানে! মেয়েরাও ভয় পায়, বউটার মাথায় জল ঢালতে হয়!......শিশুরা, হা ভগবন ......।"

"কাঁদ, আসান পাবে!" নাগুলনোভ তাঁকে পরামর্শ দেন।

গণ্ডের স্পন্দিত পেশিগুলো তিনি চেপে ধরেন কিন্তু তা ফুলে ওঠে। ক্রোধোদ্দীপ্ত দৃষ্টি এণ্ড্রির ওপর নিবদ্ধ রেখে তিনি বলে ওঠেন:

"হাঁ, কাঁদব বৈকি! আমার নিজের ছোট ছেলেটি হয়ত......"

এণ্ড্রি ভেঙে পড়েন, দাঁতগুলি বার হয়ে পড়ে। হঠাৎ টেবিলের দিকে পেছন করে তিনি বসেন।

নীরবতা বিরাজ করে।

ডেভিডোভ ধীরে ধীরে টেবিল থেকে উঠে' আসেন। আরো ধীরে

তাঁর গণ্ডে মৃত্যুমলিন নীলাভ আচ্ছন্ন করে ফেলে, কানদুটো বিবর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি এণ্ড্রির কাছে এগিয়ে কাঁধের ওপর হাত রাখেন, শান্তভাবে তাঁকে ফিরিয়ে দেন। ঘন ঘন শ্বাস নিতে নিতে তিনি বলেন। এণ্ড্রির মুখের দিকে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন।

"আপনি তাদের জন্য দুঃখ করছেন······দয়া হচ্ছে তাদের জন্য? তারা কি কখনো দয়া দেখিয়েছে আমাদের? আমাদের ছেলেপেলেদের কান্নায় কি কখনো আমাদের শত্রুদের মন ভিজেছে? তারা যাদের যাদের হত্যা করে তাদের শিশুদের জন্য কেঁদেছে কখনো? বেশ, তবে শুনুন: ধর্মঘটের সময় আমার বাবার ঘর-দোর লুণ্ঠিত হয়, বাবাও নির্বাসিত হন সাইবেরিয়ায়। মা তাঁর চারটি সন্তান নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েন। আমি ছিলাম সবার বড়—ন'বছরের। খাবার ছিলনা ঘরে, কাজেই মা যান······কি দেখছেন!······পথে বার হন তিনি, ক্ষুধায় যাতে না মরি আমরা। নতুন নতুন অতিথি নিয়ে আসেন ছোট্ট ঘরখানায়—একটা 'সেলারে' তখন আমরা থাকি। একটিমাত্র বিছানা। মশারীর পেছনে মেঝেতে আমরা ঘুমাই......আমি ছিলাম ন'বছরের······মাতালরা আসতো তাঁর সাথে। বোনেদের কান্না থামাবার জন্য আমি তাদের মুখ চেপে ধরতাম······কে মুছাতে আসতো আমাদের চোখের জল? শুনছেন? সকালে এই ঘৃণ্য রুবল নিয়েই বার হতাম, খাবার আনতে হতো।······"

বৃশ্চিকদংশনে আহতের ন্যায় দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে, "······মায়ের অর্জিত রুবল, এই রুবল নিয়ে রুটি আনতে যেতাম।"

চকিতে তাঁর সীসার মত ফ্যাকাসে হাতের মুঠি চঞ্চল হয়ে ওঠে, সজোরে তিনি টেবিলের ওপর মুষ্ট্যাঘাত করে চেঁচিয়ে ওঠেন, "কি করে তাদের ওপর দয়া হয় তোমার?"

আবার নীরবতা!

নাগুলনোভ টেবিলটার উপর নখ দিয়ে খুটতে থাকেন। এণ্ড্রি নির্বাক থাকেন। দারুণভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে ডেভিডোভ ঘরময় পায়চারী করেন। একটু পরে এণ্ড্রির গলা জড়িয়ে ধরে তারই বেঞ্চের কোণে বসে পড়েন! তারপর ভগ্নস্বরে বলতে থাকেন, "আপনি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছেন, এসেই চেঁচাতে শুরু করেন, "কাজে যাচ্ছিনে……শিশুরা …… দয়া …… ভাল, এইমাত্র আপনি গ্লানিকর অভিযোগ এনেছেন। তা প্রত্যাহার করবেন কি? আচ্ছা আলোচনাই করা যাক বিষয়টা! কুলক পরিবার উচ্ছেদকে আপনি দুঃখের মনে করেন? ভেবে দেখুন আবার! তাদের বাদদিয়ে আমাদের জীবন-যাপন-প্রণালী সংগঠিত করা হচ্ছে। তারা যাতে বাধা না দিতে পারে সেজন্য তাদের উৎখাত করা হবে, যাতে ভবিষ্যতেও আর বাধা হতে না পারে। গ্রেমিয়াসির সোভিয়েট সরকার আপনাদের নিয়েই, আর আপনাকেই বুঝাতে হয়!"

তিনি টেনে টেনে হাসতে থাকেন, "ধনী চাষীদের আমরা জাহান্নমে পাঠাব। শ্বেত-সাগরের তীরে সোল্‌ভ্‌কিতে পাঠাব তাদের। মরবে না তারা, মরবে কি? কাজ করলে খেতে-পরতে পাবে। নতুন জীবন গড়া হলে, তাদের ছেলেপেলেরা, আর কুলক হতে পারবেনা। নতুন শ্রমিকশ্রেণী তাদের নতুনভাবে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবে।" পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বার করে নেন কিন্তু হাত কাঁপতে থাকায় একটিও মুখে তুলে ধরতে পারেন না।

ডেভিডোভের কথা বলার সময় নাগুলনোভের মুখ মৃতের মুখের ন্যায় পাংশু হয়ে ওঠে। এক মিনিটের জন্যও এণ্ড্রির চোখ তাঁর ওপর থেকে সরেনি। হঠাৎ তিনি উঠে' পড়েন, ডেভিডোভ অবাক হয়ে যান। নাগুলনোভও তৎক্ষণাৎ যেন স্প্রিং-বোর্ড থেকে ছিটকিয়ে উঠে' পড়েন।

"কালসাপ!" হাত মুঠি করে হৃদয়ভেদী ফিসফিস করে বলেন।

"আপনি কি করে বিপ্লবের সাধনা করেন? তাদের উপর দয়া? হাঁ, হাজারে হাজারে আবালবৃদ্ধবনিতাকে সার করে আমাকে বলুন, বিপ্লবের জন্য তাদের আমি ধূলিসাৎ করে ফেলব, মেশিনগান ছুঁড়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলব তাদের।"

হঠাৎ পৈশাচিকভাবে চেঁচিয়ে ওঠেন, তাঁর বড় বড় বিস্ফারিত চোখ চক্চকে হয়ে ওঠে, ঠোঁটের কোণে ফেন পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে।

"চেঁচাবেন না; বসুন" ডেভিডোভ ভয় পেয়ে যান।

চেয়ারটা ফেলে দিয়ে এণ্ড্রি মাকারকে ধরতে যান। আর মাকার চোখ ঘুরিয়ে হৃদয়বিদারকভাবে চেঁচিয়ে বলেন, "তোমাকে কেটে ফেলব।"

কিন্তু তিনি আপনা-আপনি সঙ্কুচিত হয়ে পড়তে থাকেন; তাঁর বাঁ হাত যেন শূন্যে তরবারির খাপ ধরতে চায়, বাম হাতটিও কিসের উদ্দেশে হাতড়ায়।

এণ্ড্রি তাকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরেন, মাকারের স্থূলদেহের সমস্ত পেশীর স্পন্দন তিনি অনুভব করেন। পা-দুটোও যেন লোহার মত অসাড় হয়ে ওঠে।

"ফিট হয়ে গেছেন! ধরুন তো পায়ের দিকটা!"

* * *

সন্ধ্যার সময় তিনজনে যখন স্কুলগৃহে উপস্থিত হন, ঘরে আর তিলমাত্রও জায়গা নেই। তাই অনেক স্ত্রী-পুরুষ মেয়েরা দরজায়, খিড়কির পথে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে। খোলা দরজা দিয়ে বাষ্প আর সিগারেটের ধূঁয়া কুণ্ডলী করে বার হচ্ছে।

বিবর্ণ নাগুলনোভ সবার আগে গৃহে প্রবেশ করে। সকলে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয়। তারপর ডেভিডোভকে প্রবেশ করতে দেখে তারা

নিজেরা বলাবলি করে, "ইনিই কি ডেভিডোভ?" রঙ-বেরঙের একটি শাল গায়ে মেয়েটা একখানা রুমাল উঁচিয়ে প্রশ্ন করে।

"হাঁ, ওভার-কোট-পরা লোকটি। ......দেখা যাবার মত উঁচু নন। ......"

"না, তবে সুপুরুষ বটে! দেখ, দেখ, প্রাইজ-বুলের মত ঘাড়টা ওঁর। প্রজননের জন্যই আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।" গোলগাল ধূসর বর্ণের চক্ষু তাঁর দিকে নিবদ্ধ রেখে মেয়েটি হেসে ওঠে।

"হাঁ, প্রাইজ-বুলের মতই ঘাড়টা চওড়া বটে! নয়! আমার মনে হয় তোমাদের মাজা চিপে ফেলতে পারবে।" ন্যাটালিয়া নামে একজন সদ্য-বিধবা নির্লজ্জভাবে বলে।"

বেয়াড়া একটা ছেলে হেসে তাকে লক্ষ্য করে বলে, "আমাদের ন্যাটালিয়ার হাতে কেউ নেই। যাকে-তাকে হলেই এখন তার কাজ চলে।"

"কেউ হয়ত ইতিমধ্যেই তার মাথা ঠোকরাতে আরম্ভ করেছে, আর তিনিও তাই মাথা বেঁধে রেখেছেন...... "

"সম্ভবত তাঁর দাঁতে বেদনা ধরেছে।"

"না, টিটক......"

"এই মেয়েরা, শোন! চোখ বার করে একটি বিদেশীর দিকে এমন ফ্যাল ফ্যাল করে কেন তাকিয়ে আছিস। কোনদিক দিয়ে আমি কি তার চাইতে খাট?" একজন বয়স্ক কসাক লম্বা দু'হাতে এক পাল মেয়েকে দেয়ালে ঠেসে ধরে হেসে ওঠে। সমস্বরে তারা চেঁচিয়ে উঠে, ঝাঁকে ঝাঁকে কিলঘুসি পড়তে থাকে তার পিঠে।

এমন সময় ঘর্মাক্তদেহে ডেভিডোভ পাঠ-গৃহের দ্বারে এসে উপস্থিত হন।

সান-ফ্লাওয়ার তেল, পেঁয়াজ, ঘরে-তৈরি তামাক আর ভোড্কার

গন্ধে ঘর ভরপুর। বালিকা আর তরুণীদের অনেকদিনের সঞ্চিত ধুতি ও পমেডের ভাপসা গন্ধ। বিচিত্র মক্ষিকার অপূর্বগুঞ্জনে, ঘরটা সজীব হয়ে ওঠে।

মঞ্চে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বিচলিতভাবে ডেভিডোভ বলে ওঠেন, "মেয়েরা বড্ড ঠেটা।" মঞ্চের ওপরে গোটা দুই স্কুল-ডেস্ক। ডেভিডোভ ও নাগুলনোভ আসন গ্রহণ করেন, রাজমিওটনোভ সভার কাজ শুরু করতে যেয়ে বলেন: "পার্টির জেলা কমিটির প্রতিনিধি ডেভিডোভ আপনাদের সর্বপ্রথম যৌথ কৃষিশালা সম্পর্কে কিছু বলবেন।"

তাঁর সুর মিলিয়ে যায়। ঘরের কথার ঢেউও স্তব্ধ হয়ে যায়। মাথার পটিটা ঠিকঠাক করে নিয়ে ডেভিডোভ উঠে দাঁড়ান। আধঘণ্টা খানেক বক্তৃতা দেবার পর তাঁর গলা বসে যায়। শান্তভাবে সবাই শোনছিল। ঘরে শ্বাসরোধকর অবস্থা ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুমুখের বেঞ্চিতে কয়েকজনের মুখে ঘাম দেখা দিয়েছে স্বপ্নালোকে ধরা পড়ে। পিছনের সারিতে কিছুই প্রায় চোখে পড়েনা।

বক্তৃতা শেষ করে তিনি হাত বাড়ান জলের গ্লাসটার দিকে। জলপান শেষ করতে না করতে জনতার অসংখ্য প্রশ্ন তাঁকে জর্জরিত করে তোলে।

"সব-কিছুই কি সমাজাধীন করা হবে?"

"ঘর-বাড়িগুলোর কি হবে?"

"যৌথ-কৃষিশালা কি সাময়িক না স্থায়ী?"

"যারা নিজেরা নিজেরা চাষাবাদ করে তাদের কি হবে? তাদের জমিও কি নিয়ে নেওয়া হবে?"

"সকলে কি একত্র খাব?"

ডেভিডোভ তাদের প্রত্যেক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেন। কৃষি-সমস্যা সংক্রান্ত জটিল প্রশ্নের সময় নাগুলনোভ ও এণ্ড্রি তাঁকে সাহায্য

করতে থাকেন। যৌথ-কৃষিশালার কাঠামোর খসড়া তাদের পড়ে শোনান হয়, কিন্তু প্রশ্নবাণ আর শেষ হয়না। পরিশেষে মাঝামাঝি সারির একজন কশাক একটা ত্রিকোণাকার শেয়ালের চামড়ার টুপি এবং একটা কাল ভেড়ার চামড়ার জামাটা খুলে করে উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবার অনুমতি চান।

"আমি একজন মাঝারি গোছের চাষী। আমার কথা হল, যৌথভাবে 'কৃষিকাজ' চালানো চমৎকার কথা। এর বিকল্প শব্দ আর নেই। কিন্তু আমাদেরও অনেক-কিছু ভাববার আছে। এর মধ্যে গেলাম আর হা করামাত্র মুখের মধ্যে সুফল পড়তে থাকবে—এরকম ধারণা নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। পার্টির কমরেড বলেন, আমাদের সকলকার শক্তি-সামর্থ্য একত্র করলেই আমরা সুফল পাব। তিনি বলেন, কমরেড লেনিনও নাকি তাই বলেন। কিন্তু কমরেড প্রতিনিধির বোধহয় কৃষিসম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞানও নেই, তাঁর সারা ফ্যাক্টরীজীবনে একবারটিও হালের পেছনে ঘুরার সুযোগ হয়নি, কোন্‌দিক থেকে বলদের কাছে যেতে হয় তাও বোধ হয় জানা নেই। ফলে, তাঁর ভুল হচ্ছে। আমার মতে এইভাবে কাজ চালাতে হবে: যারা কঠোর পরিশ্রমী আর যাদের গরু-বাছুর আছে তাদের নিয়ে একটা ফার্ম গঠন করা; আর গরীব চাষীদের নিয়ে অন্য একটি ফার্ম গঠন করা; যারা অবস্থাপন্ন তাদের নিয়ে আর একটা। আর যারা কুঁড়ে তাদের রাষ্ট্রীয় পুলিশের জিম্মায় রেখে কাজ শেখানো উচিত। সবাইকে একস্থানে জড় করলে সব মাটি হবে, কোন ফল নাই তাতে।"

জনতা তার কথায় সায় দেয়। পিছনের একটা মেয়ে হঠাৎ কর্কশ-স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে। তাকে লক্ষ্য করে' একটা ক্রুদ্ধস্বর গর্জন করে ওঠে: "চাপাচাপি যেয়ে কর উঠোনে—বেরিয়ে যাও এখান থেকে।"

শেয়াল-চামড়ার টুপির মালিক রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে

আবার শুরু করে: "মানুষ বাছাই করা চাই। সুদক্ষ চাষী যেমন তার ষাঁড়ের বেলায় করে থাকে। ভাল চাষী উচ্চতা ও সামর্থ্যে সমান ষাঁড় একত্র করে জোয়ালে যুতে। অসমান হু'টো একত্রে যুতলে তার ফল দাঁড়ায় কি? একটা অন্যটার গতি শ্লথ করে দেয়। কুলকদের বাদ দিয়ে সমস্ত গ্রামকে গ্রাম একটা যৌথ ফার্মের মধ্যে আনা হবে। ফল দাঁড়াবে কি? বলবান আর বলহীনদের একত্রে যুতা হবে।"

লিউবিস্কিন রাগে তার কাল গোঁফজোড়া চাড়া দিতে দিতে উঠে' বলে: এই কুজমা, কি সব ছাইমাথা বলছিস্।......মেয়েলোক হলে তোর গল্পই চিরকাল বসে বসে শোনতাম," হাসির ঝড় বয়ে যায়। "এইটা যেন সভা নয়, এইটে পেলেজিয়া কুজমিচোভা', হো হো করে সবাই হেসে ওঠে। সবাই এর অশ্লীল ইঙ্গিতটুকু বুঝে। নাগুলনোভ পর্যন্ত চোখ টিপে হাসেন। ডোভিডোভ হাসার কারণ জিগ্যেস করতে উদ্যত হন এমন সময় লিউবিস্কিনের গলা অপরকে ছাড়িয়ে ওঠে:

"সুর তোমার বটে, কিন্তু গান অন্যের। তোমার দিক থেকে এরূপে বাছাই-করা ঠিকই বটে। কি করে তা করতে হয় ক্রলের "যন্ত্র সজ্বে' তুমি তা ভাল করেই শিখে থাকবে। নয় কি? গত বছর তোমার মোটর গাড়িটি তারা নিয়ে যায়। এবার ক্রলের নাড়িভুঁড়ি সব বার করে নিয়েছি। তোমরাও একটা যৌথ ফার্ম পত্তন করেছিলে ক্রলের মোটরের আওতায়। তবে সেটা ছিল কুলকদের যৌথ ফার্ম। মড়াইর কাজে চাষীদের কিভাবে চামড়া খসিয়ে নিয়েছ, মনে হয়, এখনো তা ভোলনি? ...... হয়ত আবারো তাই করতে! ধনীদের ওপর হেলে পড়তে ......।"

ভয়ানক গোলযোগ দেখা দেয়। রাজমিওটনোভ অতি কষ্টে

সভাটাকে আয়ত্বে আনেন। বর্ষাকালের শিলাবর্ষণের মত উন্মত্ত চিৎকার চলে অনেকক্ষণ:

"তাদের সঙ্ঘ থেকে তারা ভাল কাজ করেছে।"

"ট্রাক্‌টার চালিয়ে উকুন মারা যায় না।"

"এ কুলকদের পক্ষের লোক।"

"পিটুনী চালাও।"

"ওর মাথা দিয়ে সূর্যমুখী ফুলের বীজের খোসা ছাড়ান যাবে।"

দরিদ্র-স্তরের একটু ওপরের নিকোলাই লুশনিয়া কিছু বলার জন্য অনুমতি চায়।

"কোন যুক্তি শুনতে চাইনে। বিষয় অতি সহজ," নাগুলনোভ তাকে সতর্ক করে দেন।

"তার মানে? হয়ত আমি আপত্তি করছিনে। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই মতের বিরুদ্ধে কিছুই বলা যাবেনা? আমার বক্তব্য: যৌথ কৃষিকর্ম স্বেচ্ছামূলক। ইচ্ছা হয় যোগদান কর, ইচ্ছা হয় বাইরে থেকে দেখ। আমরা বাইরে থেকে দেখতে চাই।"

"এই 'আমরাটা' কে কে?" ডোভিডোভ প্রশ্ন করেন।

"যারা শস্য ফলায় আমি তাদের কথা বলছি।"

"তুমি তোমার নিজের কথা বল, বাপু। যে-যার কথা বলতে পাবে।"

"আমিও নিজের কথা বলতে পারি। আমার কথাই বল্‌ছি। যৌথ জীবন কেমন হবে আমিও আগে জান্‌তে চাই। ভাল হয়, সই দোব; নইলে কেন যাব সই করতে? বোকা মাছই শুধু জালে ধরা দেয়।"

"সত্যকথা।"

"যোগদানের আগে আমরা অপেক্ষা করব।"

"অন্যেরা আগে নতুন জীবন চালু করুক।"

"এই কার্য সাধনের জন্যই তোমরা আস। চেষ্টা করা-করি কি আছে এতে? এ আর একটি মেয়ে নয়, তাই কি?"

"আখভাটকিন এর পর বলবে। এগিয়ে যাও, আখভাটকিন," রাজমিওটনোভ জানান।

"বন্ধুরা, আমি আমার কথাই বলছি। আমি ও আমার ভাই পাইওটোর একত্র বাস করতাম। বনিবনাও হতোনা দু'জনের। প্রথমে মেয়েরা ঝগড়া-ঝাটি বাধায়, চুলোচুলি করে, ছাড়ানো যেতনা। তারপর ঝগড়া দেখা দেয় আমাদের মধ্যে; একত্র আর পোষাল না। আর এঁরা কিনা চাইছেন গ্রামকে-গ্রাম নিয়ে একটা ঘর বাঁধতে। আমরা এমন একটা গোলক-ধাঁধায় পড়ে যাব যার থেকে রক্ষার আর উপায় থাকবেনা। স্টেপিজে (তৃণাঞ্চলে) চাষাবাদ করতে গেলেই আমাদের মধ্যে বাধবে লড়াই। 'আমি আইভানের ঘোড়াকে ভাল ভাবে দেখা-শোনা করিনি বলে সে আমার গরুকে ভয়ানক ভাবে খাটাবে।' এর জন্য চাই সৈন্য সর্বক্ষণের জন্য। কেউ বেশী কাজ করবে, কেউ করবে কম। আমাদের কাজ আর ফ্যাক্টরীতে বেঞ্চে বসে থাকার কাজের মত নয়। সেখানে আটঘণ্টা কাজ কর, তারপর তোমার ছুটি। পাইপ ধরিয়ে বার হয়ে পড়, কোন ল্যাঠা নেই।"

"কাজ করেছ কখনো ফ্যাক্টরীতে?"

"না, কমরেড ডেভিডোভ, কাজ করিনি বটে তবে জানি আমি।"

"জাননা কিছুই শ্রমিকদের সম্বন্ধে। কাজ কখনো করনি, কিংবা দেখনিও কাউকে কাজ করতে, অথচ যা-তা বলছ

কেন? শ্রমিকরা বসে বসে পাইপ টানে এ ধনীচাষীদের মুখের বুলি।"

"না-হয় ছেড়েই দিলাম পাইপের কথা। কাজ শেষ হলেই তার ছুটি। কিন্তু আমাদের বেলায় অন্ধকার থাকতেই উঠে' হাল নিয়ে বার হতে হয়। রাত্রি যখন নেমে আসে, ঝরবার মত ঘাম আর যখন থাকেনা দেহে, মুরগীর আণ্ডার মত এক-একটা ফোস্কা পড়ে দু'পায়ে, তখনও না—রাতেও নিস্তার নেই, গরুকে জাবনা দিতে হবে, ঘুমোবার ফুরসত কই? গরুর পেট না ভরলে পরের দিন লাঙল টানবেনা। যৌথ ফার্মে খাটতে হবে আমাদের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি। কেউ কেউ, ধরুননা, আমাদের কলিবা—হয়তো খাঁজের মধ্যে পড়েই সে ঘুমোবে। সোভিয়েট সরকার বলে, গরিবের মধ্যে কুড়ে নেই, ধনীচাষীদের রচিত এসব গল্প। এ সত্যি নয়। স্টোভের ওপর ঘুমিয়েই কলিবার দিন কাটে। গ্রামের সবাই জানে, একবার শীতকালে এই কলিবা দরজার দিকে পা ছড়িয়ে স্টোভের উপরে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে দেখা যায়, তার পা বরফে ঢাকা পড়েছে, শরীরের একটা পাশ পুড়ে ইটের মত লাল হয়ে ওঠেছে। এত কুড়ে মেরে গেছে যে একটু নড়েচড়ে সে নিজকে আরাম দেবে তারও জো নেই। তার মত কুঁড়েদের নিয়ে কি করে আমরা কাজ করব? যৌথ কৃষিক্ষেত্রে যোগদানের জন্য আমি সই দিচ্ছিনে।"

"কণ্ড্রাট মায়দানিকোভ এবার কিছু বলবে। দাও এটাকে তাড়িয়ে।"

মাঝারি জনৈক কশাক পেছনের সারি থেকে এগিয়ে আসে মঞ্চের দিকে। টেবিলটা পেছন করে সে দাঁড়ায়, তারপর পাজামার পকেটে কি হাতড়ায়।

"লিখিত বক্তৃতা পড়তে যাচ্ছ নাকি হে?" উষাকভ্ হাসিমুখে প্রশ্ন করে।

"হ্যাটটা নাবাও।"

"মনে মনে খুব বক্তৃতা চালাও।"

"সে তার নিজের জীবনী লিখে এনেছে।"

"হাঃ হাঃ, সে একজন বিদ্যা-দিগ্‌গজ!"

মায়দানিকোভ তার ময়লা নোটবুকটা পাওয়ামাত্র তার পাতা উল্টাতে থাকে।

"হাসি থামান আপনারা। হয়ত কাঁদতেও হতে পারে কারো কারো," ক্রুদ্ধভাবে সে বলে যায়। "হাঁ, আমার যা খুশি তাই লিখে এনেছি। এক মুহূর্তে আমি তা পড়ে ফেলব আপনাদের সুমুখে। কয়েকটি বক্তৃতাই শোনা গেল, কিন্তু সব ক'টাই আলোচ্য বিষয় ডিঙিয়ে গেছে। তোমাদের নিজের জীবন সম্বন্ধে তোমরা কমই ভাব।......"

ডেভিডোভ তার কানে কানে কি বলেন। সুমুখের সারির লোকের মুখে হাসিরেখা ফুটে ওঠে। স্কুলঘরময় চাপা-কথার ঢেউ খেলে যায়।

মায়দানিকোভ আবার আরম্ভ করে বেশ দৃপ্তভাবে, নিঃশঙ্কচিত্তে। "আমার ফার্মটি মাঝারি গোছের। গেল বছর পাঁচ হেক্টর জমি আমি চাষ করি। আপনারা জানেন, আমার এক হাল ষাঁড়, একটা ঘোড়া, একটা গরু আর স্ত্রী ও তিনটি ছেলেপিলে। সবাই আমরা খেটে খাই, সবাই। পাঁচ হেক্টর থেকে আমি পাই ৯০ পুড গম, ১৮ পুড বার্লি এবং ২৩ পুড জই (Oats)। পরিবারের জন্য দরকার ৬০ পুড, ১০ পুড লাগে মুরগীর জন্য। জইগুলি যায় ঘোড়ার জন্যই। রাষ্ট্রের কাছে কতটুকু বেচতে পারি? ৩৮ পুড। গড়পড়তা প্রতি পুডে এক রুবল দশ কোপেক

হিসাবে ৪১ রুবল লাভ দাঁড়ায়। হাঁস, মুরগী বেচে না-হয় ১৫ রুবল পাওয়া গেল।" করুণ দৃষ্টি তার চোখে ফুটে ওঠে, তার সুর জ্বলে উঠে, "এতে বুট, কাপড়-জামা, প্যারাফিন, দেশলাই, সাবান কেনা চলে কি? ঘোড়ার পায়ে নাল লাগানো চলে এতে? চুপ করে আছেন কেন, উত্তর দিন। এই ভাবেই কি জীবন চালাতে হবে? শস্য ভাল হোক, মন্দ হোক—গত্যন্তর নাই। ধরুন, ফসল মারাই গেল একবার? তখন উপায়? ভাবুন, একজন বুড়ো আমি! কি অধিকার আছে তোমাদের, গোল্লায় যাও তোমরা, আমাকে তর্কে ভুলিয়ে যৌথফার্ম থেকে সরিয়ে নেবার? এখনকার জীবনের চাইতেও কি তখন খারাপ হবে? মিথ্যা বলছ! সমস্ত মাঝারি চাষীদেরও এই একই কথা! একটু অপেক্ষা করুন, আমি ভেঙে বলছি, কেন আপনারা এর বিপক্ষে, আর কেনই বা আপনারা অন্যের মাথাও ঘুলিয়ে দেন।"

"দাও শুনিয়ে কুকুরের বাচ্ছাদের" লিউবিস্কিন আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে।

"বলছি তাদের কথা। শুনুক তারা। তোমরা যৌথ কৃষিক্ষেত্রের বিপক্ষে যাও এই বলে যে তোমরা নিজেদের গরু, কুটিরের মুরগীর খাঁচা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারো না। হোক তা ছাতা-পড়া, তাহলেও তো 'আমার'? সাম্যবাদী পার্টি তোমাদের নতুন জীবনের সন্ধান দিচ্ছে, তোমরা অন্ধ বাছুরের মত: গরুর বাঁটের দিকে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেটা লাথি মারে, মাথা নাড়ে। বাছুর যদি দুধ খেতে না চায়, তাকে আর বেশি দিন দিনের আলো দেখতে হয় না। এই আমার বক্তব্য। আজই আমি যৌথ কৃষিফার্মে যোগদানের আবেদন পাঠাব। অন্যদেরও তাই করতে বলি। যোগদান যারা করতে চায় না, তারা যেন অন্তত অন্যকে বাধা দিতেও না আসে।"

রাজমিওটনোভ উঠে দাঁড়ান।

"ব্যাপার অতি সহজই, নাগরিকগণ, রাত হয়েছে, আলোও নিভে যাচ্ছে। যারা যৌথ ফার্মের পক্ষে তারা হাত তুলুন। বাড়ির কর্তাই মাত্র ভোটের অধিকারী জানবেন।"

দু'শ সতের জন কর্তার মধ্যে হাত তোলে মাত্র ৬৭ জন।

"বিপক্ষে কারা?" কেউ হাত তোলে না।

"তাহলে আপনারা যৌথফার্মের ভুক্ত হতে চান না? কাজেই মায়দানিকোভ যা বলেছেন তা তবে সত্যিই?" ডেভিডোভ প্রশ্ন করেন।

"আমরা চাইনে তা," একজন মহিলা বলেন।

"মায়দানিকোভের কথা আনবেন না।"

"আমাদের পিতা-পিতামহরাও বেঁচেছিলেন......"

"আমাদের জোর করে এর অন্তর্ভুক্ত না করলেই ভাল হয়।"

হৈ চৈ থেমে যাবার পর পেছনের অন্ধকারাচ্ছন্ন সারি থেকে, একজনের হিংস্র স্বর শোনা যায়ঃ "ভেড়ার মত আমাদের চালাতে পার বটে। টিটক একবার তোমার রক্তপাত করেছে, আবারও তা হতে পারে ......"

চাবুকের আঘাতে যেমন চমকে ওঠে ডেভিডোভও তেমনিভাবে চমকে ওঠেন। ভয়ানক নিস্তব্ধতার মধ্যে তিনি মুহূর্তকাল নির্বাক হয়ে পড়েন, খুঁটির মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকেন, তারপর রূঢ়ভাবে বলেন,

"তোমরা! যারা এ বলে তারা শত্রু বৈ কি! টিটক আমার খুব বেশী রক্তপাত করতে পারেনি। তোমাদের মত যারা আছে তাদের সমাধি দেখার জন্য আমি বেঁচে থাকব। পার্টির প্রয়োজন বলে, আমার পার্টির আর সব মজুরদের জন্য আমি আমার প্রত্যেক রক্তবিন্দু দান

করতে প্রস্তুত। শোন, এই কুলক কালসাপের দল, শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত।”

“কে তা বল্‌লে?” নাগুলনোভ সোজা হয়ে বসেন। রাজমিও-টনোভ মঞ্চ থেকে লাফিয়ে পড়েন। শেষের সারিটায় একটা বেঞ্চি মচ্‌মচ্‌ করে ওঠে। গোটা বিশেক লোক হল্লা করে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। গ্লাস ভাঙ্গার শব্দ আসে। কে একজন জানালার কাচ ভেঙ্গে ফেলে। টাটকা বাতাস ঘরে ঢোকে, সাদা বাষ্প ঘুর্ণীবায়ুর মত বার হয়ে যায়।

“ফ্রলের ছেলে টিমোফি বলে নাই ত? তাই কি?”

“গ্রাম থেকে তাদের তাড়িয়ে দাও।”

“না, আকিম্‌কা এ বলেছে। তুবিয়ান্‌স্কো থেকে বহু কশাক এসেছে।”

“ঝগড়াটে যত সব! রক্তপাত কর তাদের! বার করে দাও তাদের!”

দুপুর রাতেরও অনেক পরে সভা ভাঙে। পক্ষে বিপক্ষে অনেক বক্তৃতাই হয়—শেষ পর্যন্ত গলা বসে যায়, চোখের দৃষ্টি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। যেখানে সেখানে, এমন কি মঞ্চের ওপরে বিপক্ষের দল এসে বুকের জামা ধরে' টানাটনি করে তর্ক চালায়। মায়দানিকোভের এক প্রতিবেশী আত্মীয় তার পরণের জামাটা নাভি পর্যন্ত টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে। ব্যাপারটা হাতাহাতিতে গড়ায়। ডিয়েমকা উষাকভ মায়দানিকোভের সাহায্যে এগিয়ে আসে, বেঞ্চিতে যারা বসে ছিল তাদের মাথার ওপর দিয়ে লাফিয়ে। ডেভিডোভ যুদ্ধার্থীদের ছাড়িয়ে দেন। ডিয়েমকা নিজেই তৎক্ষণাৎ মায়দানিকোভকে লক্ষ্য করে তীব্রভাবে মন্তব্য করে:

"বেশ মায়দানিকোভ, মাথা খাটিয়ে হিসাব করে দেখ, ক'ঘণ্টা চাষ করলে একটা জামার দাম উঠবে।"

"তুমি হিসাব করো তোমার স্ত্রী কতজন ......"

"রাখ, রাখ। এধরণের ঠাট্টা চালালে তাড়িয়ে দোব সভা থেকে।"

ডিমিড-দি-সায়েলেণ্ট পিছনকার সারির এক বেঞ্চের নীচে জানোয়ারের মত শুয়ে ছিল। মাথাটা সে কোটে জড়িয়ে রাখে যাতে গোলমাল যাতে কানে না আসে। বয়স্ক যে সব মেয়েরা মোজা বুনন শেষ করে উঠতে পারেনি তারাও খাঁচার মুরগীর মত ঢুলতে থাকে, আর উলের সুতো আর সুই মেঝেয় গড়াগড়ি দেয়। অনেকে আবার অনেক আগেই সরে পড়েছে। একবারের বেশি বক্তৃতা দেওয়ার পরও আকার্ডি যখন আরেকবার যৌথ ফার্মের সমর্থনে বক্তৃতা দেবার উদ্যোগ করছিল তখন তার গলা থেকে হাঁসের গলার আওয়াজের মত একপ্রকার ফোঁস ফোঁস আওয়াজ বার হয়। সে তার কণ্ঠমণিতে হাত দিয়ে তীব্রভাবে নাড়তে থাকে। কিন্তু সে তার উত্তেজনা সংযত রাখতে পারেনা, যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই সে বসে পড়ে। বসে বসেই নির্বাকভাবে সে হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয় যৌথ ফার্মের ভাবী প্রবল শত্রু—নিকোলাই আখভাটকিনকে। পুরাপুরি যৌথকরণের কাজ সম্পন্ন হলে তার দশা কি হবে! সে তার তামাকের ধুয়ামলিন বৃদ্ধাঙ্গুলগুলি একটার ওপর আর একটা রেখে মটকায়। নিকোলাই শুধু থুথু ফেলে, এবং মনে মনে শপথ করে।

---

## [ দশ ]

মায়দানিকোভ যখন সভাগৃহ থেকে বার হয় তখন তাঁর মাথার ওপর সপ্তর্ষিমণ্ডলের উজ্জ্বল আলোও নিষ্প্রভ হয়ে আসে। রাতটা ছিল এরূপ নিঝুম যে তুষার থেকে মাটির বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফট্‌ফট্ শব্দ, লতাপাতার শনশনানি বহু দূর থেকেও সুস্পষ্টভাবে কানে আসে। কুটিরে পৌঁছে উঠান পার হয়ে সে তার ষাঁড়গুলোর কাছে যায়, সামান্য মুঠ খানেক বিচালি তুলে তাদের গামলায় ধরে দেয়। পরক্ষণেই তার মনে পড়ে পরের দিন তাদের সমবায়ে নিয়ে যেতে হবে, তখন সে অনেকগুলি বিচালি হাতে উঠিয়ে নেয় আর গরুকে লক্ষ্য করে বলে :

"এবার আমাদের বিদায়ের পালা এসেছে ......... ওগো টেকোমাথা, চার বছর একত্রে আমরা কাজ করি—ষাঁড়ের জন্য কশাক, কশাকের জন্য ষাঁড় প্রাণপাত করি। আধ পেট খেয়ে কেটেছে তোমার, আমারও তার চাইতে ভাল কাটেনি। এই কারণেই সমবেত জীবনযাপনে তোমাদের নিয়ে যেতে চাই। হাই তুলছিস কেন? বুঝতে পারছিস নাকি আমার কথা!" চিত্র-বিচিত্রের ষাঁড়টাকে পা দিয়ে ঠেলা দেয়, হাত দিয়ে চর্বণরত চোয়ালটা তার নেড়ে দেয়। তারপর যখন তার চোখ ষাঁড়ের আনীল-লোহিত চোখের দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হয় তার হঠাৎ মনে পড়ে, পাঁচ বছর আগে তার আগমন প্রতীক্ষার কথা। বুড়ি গাইটা কখন চুপিচুপি ষাঁড়ের সহিত মিলিত হয় তা কনড্রাটের চোখে

পড়েনা—গরুর পাল যারা চরায় তাদেরওনা। তার এই গোপন চালাকির কিছুই ধরা পড়েনা, শরৎকালের এই সুদীর্ঘ সময়েও কিছুই বোঝা যায় না। "দুধ ছাড়ান দিয়েছে, গোল্লায় যা।" কনড্রাট ভাবে, তার আর তেমন তত্ব-তালাসী করে না। কিন্তু নভেম্বরের শেষে, প্রসবের মাসখানেক আগে বুড়ো গাভীর মত তার সকল লক্ষণ ফুটে ওঠে। দারুণ শীতের রাতে যেন কেউ তাকে সুড়সুড়ি দিয়ে তুলে দেয়, জুতায় তার পা ঢুকিয়ে দেওয়ায়, শুধু আণ্ডার-ওয়ার পরেই ছুটে গোশালায়, বাচ্ছা হয়েছে কিনা দেখতে। সে বছর তুষারের প্রকোপ খুব বেশী, মায়ের চাটা-চাটির আগেই হয়ত গো-বৎস তুষারে জমাট বেধে যাবে তার এই ভয় হয়। শেষ দিকে কনড্রাটের চোখে ঘুম ছিলনা। এক প্রাতে স্ত্রী আনা এসে হাসিমুখে, বিজয়দৃপ্তকণ্ঠে খবর দেয়ঃ

"বুড়ি পেট খালি করবে। আজ রাত্রেই প্রসব হবে।"

সে দিন রাত্রে কনড্রাট শুতে যায় জামাকাপড় না ছেড়েই, লণ্ঠনের আলোও জ্বালাই রাখে। সাতবার সে গাভীটার কাছে ছুটে যায়। আটবারের সময়, ভোরের কিছু আগে, গোয়াল ঘরের ছোট দরজাটা খোলার সময় একটা গভীর ও শোকার্ত গোঙানির শব্দ তার কানে যায়। সে ছুটে যায় ভিতরে, দেখে জলটা বার হচ্ছে আর কচি, লোমশ, সাদা নাকওয়ালা বাছুরটা এর মধ্যেই পরিস্কার-করা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দারুণ ভাবে শীতে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে আর আটাল মুখদিয়ে তার মায়ের বাঁট খুঁজছে। গাইটা যাতে জলটা না খেয়ে ফেলে এজন্য ঘরে ঢুকেই সে তা ছোঁ মেরে সরিয়ে ফেলে; কারণ তারও সাধারণ বিশ্বাস এ জলটা খেয়ে ফেললে ১২ দিনের মধ্যে আর দুধ খাওয়া যাবেনা। তারপর বাছুরটাকে সে হাত দিয়ে উঁচিয়ে ধরে, তার নিশ্বাসে তাকে

গরম করে তুলতে চায়, জামাটা দিয়ে জড়িয়ে ধরে, তাকে নিয়ে কুটিরের দিকে ছুটে যায়।

"ষাঁড় হয়েছে," আনন্দের সঙ্গে সে চেঁচিয়ে ওঠে। আনা ক্রশ করে, "ভগবানের ইচ্ছা; ভগবান আমাদের অভাব বুঝেছেন,।"এবং সত্যই এই সামান্য জিনিসটিকে আশ্রয় করেই সে তার কাজেকর্মে তৎপর হয়ে ওঠে। ষাঁড়টা ক্রমে বড় হয়, কনড্রাটের জন্য বেশ কাজ করে, গ্রীষ্মে ও শীতকালের ঠাণ্ডায় তার গাড়ি টেনে নিয়ে যায়, খেতে হাল টানে।

বলদটার দিকে তাকায় আর তার গলা আটকে আসে, চোখের জল তার বাধ মানেনা, চোখ ছাপিয়ে ওঠে। অজস্র ধারে অশ্রুজল গড়াতে থাকে। সে উঠান ছেড়ে আসে, শোক খানিকটা লাঘব হয়। সারারাত চোখে ঘুম নাই, ধূমপান করেই কাটায়।

"যৌথ ফার্মে কি ভাবে যেন কাজ চলে! আমার ন্যায় সবাই কি অনুভব করবে, বুঝবে যে এই একমাত্র পথ, ফেরার আর পথ নেই। যে জীবগুলো পরিবারের সকলের সঙ্গে একই মাটির মেঝেতে কাটিয়েছে তাদের অন্যের হাতে তুলে দেওয়া যে কত দুঃখের তা জানার পরেও আর কোন পথ নেই। নিজের জিনিসের প্রতি এই যে লজ্জাকর দুঃখ তা নির্মূল করতেই হবে, আমার মনের মধ্যে যেন এ জুড়ে বসতে না পারে!" স্ত্রীর নাসিকা গর্জনের পাশে সে শুয়ে পড়ে, রাতের অসীম তমসার মধ্যে তার দৃষ্টিশক্তিহীন চক্ষু মেলে ধরে আর ভাবে; "কোথায় আমরা ভেড়া আর ছাগলগুলো রাখবো? তাদের দরকার একখানা গরম কুটির, তাদের দরকার ভাল তত্বতালাসীর। প্রত্যেক গুলিই দেখতে প্রায় একরূপ—কার কোন্‌টা কি ক'রে চেনা যাবে? এদের

মায়েরা সব মিশিয়ে ফেলবে, লোকেরাও তাই করবে। আর গরুগুলি! তাদের জাবনা কি করে আনা হবে? কতগুলি আমরা হারাব? ধর, সপ্তাহখানেক পর সবাই ভয়ে পালিয়ে যেতে চায়? তাহলেই গেছি আর কি, গ্রেমিয়াসি থেকে চিরবিদায় নিতে হবে। বাঁচবার আর সম্বল রইলনা কিছুই!"

ভোরের একটু আগে সে ঝিমাতে থাকে। স্বপ্নেও তার মনে হয় কাজটা খুব সহজ নয়। কনড্রাটের কাছে যৌথ ফার্মের নীতি অতি সহজে পৌঁছায়নি। সম্পত্তির মালিকানা, ষাড় জোড়া, তার ভূমিখণ্ডের প্রতি যে নাড়ির টান, অশ্রু আর রক্তের বন্ধন, তা ছিন্ন করতে হয়ঃ

পরের দিন প্রাতরাশ গ্রহণ করার পর সে অনেকক্ষণ রোদে-পোড়া ভ্রূ ঘামিয়ে দরখাস্ত লেখার কাজ সমাধা করেঃ

কমরেড মাকার নাগুলনোভ

গ্রেমিয়াসি কম্যুনিষ্ট পার্টিচক্র

সমীপেষু,

"দরখাস্ত'

"আমি, কনড্রাট খৃস্টোফোরোভ মায়দানিকেভ, একজন মাঝারি শ্রেণীর কশাক প্রার্থনা জানাইতেছি যে আমার স্ত্রী ও ছেলেপিলে, আমার সয়-সম্পত্তি, মায় জীবজন্তু সহ, আমাকে যৌথ ফার্মে গ্রহণ করা হোক। নব-জীবনে প্রবেশ লাভ করতে আমাকে অনুমতি দেওয়া হোক। এর সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মতের মিল আছে।

"কে, মায়দানিকোভ"

"তুমিও কি যোগদান করছ?" স্ত্রী তাকে জিগ্যেস করে।

"হাঁ।"

"গরু-বাছুরও নিয়ে যাচ্ছ?"

"ওগুলোকে এক্ষুণি নিয়ে যাচ্ছি। এমন করে সুর চড়াচ্ছ কেন? তোমার সঙ্গে অনেক বৃথা আলোচনায় কাটিয়েছি, তুমি পুরনো জীবনই আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাও। না? তুমি নিজেও তাতেই সন্তুষ্ট।"

"গরুগুলার ব্যাপারেই শুধু আমি দুঃখিত কনড্রাট, আমি সম্মতই। শুধু একটা হৃদয়-যন্ত্রণা দেখা দেয়," তার স্ত্রী আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে' মৃদু হেসে উত্তর দেয়। চারবছরের মেয়ে খৃস্টিস্কাও মার দেখাদেখি কাঁদতে থাকে।

কনড্রাট ঘোড়াটাকে লাগাম দেয়, গরু ও বলদগুলোকে উঠোনের বাইরে নিয়ে যায়, নদীতে জল খাইয়ে আনে। বলদগুলো বাড়ি ফিরে যেতে চায়। ক্রোধে তার অন্তর টগবগ করে ফুটছিল। ঘোড়ায় চড়ে কনড্রাট তাদের পথ রোধ করে, গ্রাম্য-সোভিয়েটের পথে তাদের চালনা করে।

মেয়েরা জানালা দিয়ে একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে, কশাকরা বেড়ার ফাঁক দিয়ে তার দিকে তাকায়, রাস্তায় তারা নামেনা। কনড্রাট নিজেকে নিয়েই উত্তরোত্তর মত্ত হয়। কোণটা পার হতেই সে দেখে সোভিয়েটের বাইরে একরাশ ঘোড়া, গরু, ভেড়া জড় করা হয়েছে। যেন একটা বাজার বসেছে। লিউবিস্কিনও একদিক থেকে একটা গাভীর শিঙে দড়ি লাগিয়ে টেনে নিয়ে আস্‌ছে। আর তার পেছনে পেছনে ছুটছে একটা বাছুর, গলার দড়িটা তার গড়াচ্ছে পথের ধূলোয়।

"চল, সবগুলোর লেজ বেধে পাশাপাশি নিয়ে যাই", লিউবিস্কিন পরিহাস করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাকেও একটু একটু রুক্ষ ও উদাসীন মনে হয়। গাইটা নিয়ে আসা যে সহজে হয়ে ওঠেনি তার সাক্ষ্য দেয় তার গালের টাট্‌কা আঁচড়গুলো।

"আরে, কে তোমায় আঁচড়ে দিলে?" কনড্রাট প্রশ্ন করে।

"আমার অপরাধ লুকোবো না! আমার স্ত্রী স্বয়ং, শয়তানী স্ত্রীটা গরুর পেছনে আমাকে তেড়ে আসে," গোঁফের আগাটা মুখের মধ্যে ঠাস্‌তে ঠাস্‌তে চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দেয়, "ট্যাঙ্কের মত সে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ চালায়। উঠোনময় রক্তে রক্তময় হয়ে উঠেছে, প্রতিবেশীরা সবাই জেনে যাবে। তুমি হয়ত বিশ্বাসই করবেনা, আগুনের মত তপ্ত কড়াই নিয়ে সে আমাকে তেড়ে আসে। আমি বলি, 'ওগো, তুমি একজন রেড পার্টিজান্‌কে আঘাত করতে যাচ্ছো, তাই না? ......' দিলাম এক ঘা বসিয়ে তার কপালে। বাইরে দাঁড়িয়ে কেউ বোধ হয় আমাদের এ দৃশ্যটি দেখছিল, উপভোগ করছিল বেশ, মনে হয় ......"

গ্রাম্য পঞ্চায়েত থেকে বার হয়ে তারা টিটকের বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়। সারারাত চিন্তা করে সকালের দিকে বারজন মাঝারি কৃষক সদস্য হবার আবেদন নিয়ে আসে, সঙ্গে তাদের গরু-বাছুর।

দু'জন কাঠের মিস্ত্রীর সাহায্যে নাগুলনোভ গাছ কেটে গামলা বানাতে দেয়—গ্রেমিয়াসি লগের এই প্রথম সমবায়ী গামলা।

## [ এগারো ]

গামলার জন্য জমাট-বাঁধা মাটি খুঁড়ে ঠিকঠাক করতে অনেক সময় লেগে যায়। লিউবিস্কিন তারই পাশে কাজ করে। তার মুখমণ্ডল রাঙা হয়ে ওঠে, মেঘের ন্যায় কাল কপালের ওপর ঝুলায়মান লোমের টুপিটার ভেতর থেকে ফোটা ফোটা ঘাম ঝরতে থাকে। মুখব্যাদন করে সে প্রচণ্ডভাবে গাঁতি চালায়, জমাট-বাঁধা মাটির চাকা ও টুকরোগুলি ছিট্‌কে এধার-ওধার পড়ে, ঠিক যেন দেয়াল থেকে ছট্‌কে-আসা গুলি-গোলা। গর্তগুলো কাটা হলে গামলাগুলো খাটিয়ে দেয়া হয় তাতে। আটাশ জোড়া ষাঁড় চালাঘরে নিয়ে আসা হয়। তাদের পিছনে পিছনে নাগুলনোভ এসে ঢোকেন, ঘর্মাক্ত কাঁধে তাঁর খাকী সার্টটা ঝোলে।

"গাঁতিটা একটু নেড়েছেন কি ঘামে আপনাদের জামা ভিজে ওঠে, ইচ্ছে করলে নিঙড়াতে পারেন। এমনি নগণ্য কাজের লোক আপনারা, মাকার। দেখুন আমাকে, কেমন করে কাজ করি আমি! ভাঙ, গুঁড়া কর! কি চমৎকার টিটকের গাঁতিখানা! শীগগীর লোমের কোটটা পরে নিন, নইলে সর্দি হবে, আর তারপরই শয্যাগ্রহণ।"

মস্তক কণ্ডুয়ন ক'রে লিউবিস্কিন মন্তব্য করে।

নাগুলনোভ কোটটা গায়ে দেন। গণ্ডের রক্তিমাভা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

"সেই বিষাক্ত গ্যাসটার জন্য। যেই কিছুটা কাজ করি বা পাহাড়ে উঠতে যাই অমনি হাঁপানি দেখা দেয়! বুকটা ধড়ফড়াতে থাকে।

এইটাই কি শেষ খুঁটি? চমৎকার! দেখ, দেখ, আমাদের কতগুলো গরু-বাছুর, হয়েছে," নতুন টাট্‌কা-গন্ধযুক্ত গামলাগুলোর সুমুখে বাঁধা গরুগুলির সুদীর্ঘ সারির ওপর উজ্জল ও চক্‌চকে চোখ বুলিয়ে তিনি উত্তর দেন।

খোলা খোঁয়াড়টায় যখন গরুগুলা বাঁধা হয় রাজমিওটনোভ ও ডিয়েমকা এসে পড়েন। এণ্ডি নাগুলনোভকে একান্তে ডেকে তাঁর হাত ধরে বলেন,—

"মাকার, পুরনো বন্ধু! কাল যা ঘটেছে তা' নিয়ে রাগ করোনা। ছেলেপেলেদের কান্না আমার ছোট ছেলের কথা মনে করিয়ে দেয়, বেশ একটু দুঃখ হয়।"

"হতভাগা! তোমার দুঃখ পাওয়াই উচিত, মহাপুরুষ আর কি!"

"যাক্, সবতো মিটেই গেছে। তোমার চোখ দেখে মনে হয় তুমি আগের মত আমায় দেখছ না।"

"ওহে, রাখ তোমার বকুনি! যাচ্ছ কোথায়? কিছু বিচালি চাই যে! ডেভিডোভ কোথায়?"

"আরকাঙ্কার সাথে সোভিয়েটে তিনি দরখাস্তগুলি দেখাশোনা করছেন। আর আমিও যাচ্ছি……এখনো একটি কুলক ফার্ম আছে যে-টায় ছোওয়া লাগেনি। সিমিওন লেপশিনোভের…… ।"

"ফিরে এসেই তো আবার কালকের মতো করতে থাকবে?" নাগুলনোভ মৃদুমৃদু হাসেন।

"রাখ ওকথা! কাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই! এত কাজ পড়েছে যে সবাই কোন-না-কোনটা নিয়ে ব্যস্ত, যেন একটা লড়াই শুরু হয়েছে। গরু নাড়াচাড়া কররে, বিচালি আনরে। কেউ কেউ আবার বীজ-শস্যও নিয়ে এসেছে। আমি তাদের ফিরিয়ে দিয়েছি! বীজ-শস্য নিয়ে পরে দেখা যাবে। কাকে নিয়ে যাই বলতো?"

"ঐ তো কণ্ড্রাট! কণ্ড্রাট্, এদিকে আস তো! চেয়ারম্যানের সঙ্গে লেপশিনোভের ফার্মে যাও। তুমি নিশ্চয়ই ভয় পাওনি, পেয়েছ কি? এমন-সব লোক আছে যারা চায়না যেতে, তখন তাদের বিবেক মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, যেমন টিমোফি বোর্শেভ! হামাগুড়ি দিয়ে ধনীচাষীর কাছে যেতে তার আটকায় না, আর তারা যা চুরি করে নিয়েছে তা ফিরিয়ে আনার কথা বললেই তারা বিবেকের অজুহাত দেখায়।"

"না, না, যাবনা কেন? স্বেচ্ছাতেই যাচ্ছি," কণ্ড্রাট উত্তর দেয়।

উষাকভও কণ্ড্রাট আর এণ্ড্রির সঙ্গে যায়। তিন জনে পথে নামেন। কণ্ড্রাটের দিকে তাকিয়ে রাজমিওটনোভ প্রশ্ন করেন:

"মুখভার করে আছ কেন? তোমাদের খুশি হওয়া উচিত। দেখ, গ্রামটা কেমন সজীব হয়ে উঠেছে, যেন কেউ একটা উইয়ের ডিবি উল্টে দিয়েছে।"

"এখনো খুশি হবার মত কিছু হয়নি। ক্রমেই ব্যাপার জটিল হয়ে দেখা দিচ্ছে," কণ্ড্রাট শুষ্কভাবে উত্তর দেয়!

"কেমন?"

"যেমন, বীজ বুনা, গরু-বাছুর দেখাশোনা নিয়ে। এই তো দেখলাম, তিনজন কাজ করছে, আর ডজন খানেক লোক চালার নীচে গোড়ালির ওপর ভর করে বসে আপন মনে ধূমপান্ করছে······।"

"সবাই কাজ করবে বৈকি! এই তো মাত্র শুরু! খাবার যখন আর থাকবে না তখন ধূমপানও কমে আসবে।"

তাঁরা রাস্তার এক বাঁকে একটা শ্লেজগাড়ি উল্‌টে পড়ে আছে দেখতে পান। তার আশে পাশে গাদা-গাদা বিচালির স্তূপ। শ্লেজের যেখানটায় খড় গাদা করে রাখা হয় সেটা ভেঙে গেছে। ষাঁড়-জোড়াকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, বরফের নীচ থেকে উঁকি-দেওয়া কচি ঘাসগুলো তারা মনের সুখে চিবোচ্ছে। সিমিওন ক্রুঝেনকোভের যে ছেলে যৌথ

ফার্মে যোগদান করেছে সে অবসন্নভাবে একটা তেকাটা দিয়ে খড়গুলো একত্র করছে।

"হু, মরার মত কি করছিস ? তোমার বয়সে কাজ করার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে থাকতাম! এই ভাবে কাজ করে? দাও আমার হাতে তেকাটাটা!" ডিয়েমকা উষাকভ মৃদুহাস্যযুক্ত যুবকের হাত থেকে তেকাটাটা টেনে নিয়ে একশ্বাসে গাদাকে গাদা খড় ঠিকঠাক করে দেয়।

"কি করে উলটালে গাড়িটা ?" কণ্ড্রাট প্রশ্ন করে।

"পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া কোন-কিছুর ওপর ঠেকে গাড়ি উল্টে যায়। দেখছনা, কি করে উল্টে গেল ?"

"দৌড়ে যাও, একখানা কোদাল নিয়ে আস। চেয়ে নিয়ো ডোনিয়েটস্কোভের কাছে।"

তিনজনে ধরে গাড়িটাকে তার চাকার ওপর বসায়। গাড়িটা ঠিকঠাক করে খড়গুলো তুলে দেয়।

"ধিক ক্রুঝেনকোভ্, ধিক তোমাকে," ডিয়েমকা ছেলেটিকে তিরস্কার করে বলে, "তোমার গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া দরকার, কাঁদার সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া উচিত নয়। দেখ্‌তো, কতগুলো খড় গরুগুলো মাড়িয়ে নষ্ট করেছে! মুঠখানেক খড় দিয়ে বেড়ার সঙ্গে ওদের বেধে রাখলেই চলতো, এতগুলো খড় নষ্ট হতো না। কেউ এ ভাবে গরু ছাড়ে ?"

যুবকটি গরুগুলি হাঁকাতে হাঁকাতে হেসে উত্তর দেয়, "খড়গুলো তো আর আমাদের নয়, এতো যৌথ প্রতিষ্ঠানের।"

"এমন শূয়রের বাচ্ছা দেখেছ কোনদিন ?" কণ্ড্রাটের দিকে টেড়াভাবে ডিয়েমকা তাকায়, মনে হয় দু'দিকেই চেয়ে আছে।

তারা যখন লেপশিনোভের জিনিসপত্রের তালিকা করে তখন তার

উঠানে প্রায় জন ত্রিশেক লোক এসে জড় হয়। তার মধ্যে আদ্দেকের বেশী পাড়ার মেয়েছেলে, দু'চারজন মাত্র কশাক। পলিতকেশ লেপশিনোভ দেখতে বেশ লম্বা-চওড়া, চাপদাড়ি চোকা করে কাটা। তাকে কুটির ছেড়ে যেতে বলায় কুটিরে জড় জনতার মধ্যে গুঞ্জন শোনা যায়। কে একজন বলে ওঠে,

"কিন্তু কেন তিনি যাবেন? তিনি কেবল সঞ্চয় আর সঞ্চয়ই করেছেন আর এখন তাঁর ব্যবস্থা হল কিনা তৃণাঞ্চল ভূমিতে।"



"বড্ড দুঃখের ব্যাপার......"

"তার জন্য তোমাদের দুঃখ হচ্ছে?"

"দুঃখ দুঃখই, যেই অনুভব করুক।"

"মনে হয় না, সেও তা ভাবে। পুরনো আমলে ধার শোধের নামে ট্রিকোনোভের সর্বস্ব যখন কেড়ে নেয় তখন তো সে ভাবেনি ট্রিকোনোভ তা পছন্দ করে কিনা।"

"কেমন চেচাচ্ছে।"

"দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ছাগলের সমুচিত সাজাই হয়েছে। তার লেজে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

"অন্যের ভাগ্য-বিপর্যয়ে বিদ্রূপ করা পাপ। তোমাদেরও, এদিন আসতে পারে।"

"হারাবার আমাদের কি-ই বা আছে? কতকগুলো পাথর—তা নিয়ে কেউ ধনী হতে পারেনা।"

"গেল বছর তার শস্য-কাটার-যন্ত্রটা দুদিন ব্যবহার করার জন্য দশ রুবল সে আদায় করে ছাড়ে। তখন তার বিবেক ছিল কোথায়?"

লেপশিনোভ গ্রামের মধ্যে ধনী বলে পরিচিত। বেশী সুদে টাকা খাটিয়ে, চোরাই ঘোড়া জারিট্সিন, টাগান্‌রোগ, ইউরিওপিনস্ক্ চালান দিয়ে যথেষ্ট রোজগার করে সে। কাগজের নোট বদ্‌লে

সোনা আনার জন্য শহরে বার কয় সে যাতায়াত করে বছরে। ডাকাতরাও কোনদিন তার কাছে সুবিধা করতে পারেনি। একবার অন্যের বামাল সুদ্ধ সে ধরা পড়ে বটে, তবে তা হয় তার তরুণ বয়সে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যের বিষয়-সম্পত্তির প্রতি তার নির্জলা লোভ বেড়ে যায়, হাতের কাছে পেলেই হল একবার! ধর্মের নামে খরচ করাও বাহুল্য মনে করে সে। কেউ ঠাট্টা করলে সে বলে, তোমাদের চাইতে প্রভু বেশী বুদ্ধিমান, মুর্খের দল! মোমবাতির জন্য পয়সা খরচ করানের চাইতে তিনি ভক্তি পছন্দ করেন বেশী। আমার খরচ করিয়ে তাঁর কোন লাভ নেই। তাঁকে নিয়ে যে ব্যবসা করে তার কপালে তিনি আঘাত করেন।"

লেপশিনোভ বেশ শান্তভাবেই তার সম্পত্তি হরণের খবর গ্রহণ করে। ভয় করার তার কোন কারণ ছিলনা। সব মূল্যবান মাল এর মধ্যেই হয় লুকিয়ে ফেলা হয় অথবা বিশ্বস্ত কারো কাছে গচ্ছিত করা হয়। মালপত্র তলিকাভুক্ত করতে সে সাহায্য করে, তার বৃদ্ধা স্ত্রীকে দুঃখ করতে দেখে প্রথমে পা ঠুকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে, পরে সান্ত্বনার সুরে বলে: "ছিঃ, কেঁদোনা, প্রভু আমাদের দুঃখ দেখবেন। দয়ার-সাগর সবই দেখেন।"...

"তোমার নতুন ভেড়ার-চামড়ার কোটটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ তা প্রভু দেখতে পাচ্ছেন না, পাচ্ছেন কি?" লেপশিনোভের সুরের অনুকরণে ডিয়েমকা গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে।

"ভেড়ার-চামড়ার কোটের কথা কি বলছ?"

"গত রবিবার যেটা পরে তুমি গির্জায় গিয়েছিলে।"

"কই না তো, নতুন ভেড়ার-চামড়ার কোট গায়ে দিয়ে যাইনিতো?"

"গিয়েছিলে বই কি! কিন্তু এখন তা কোথায় সরিয়ে রেখেছ?"

"না ভাই. ডিমেন্টি, ভগবানের নামে শপথ করে বল্‌ছি, নতুন কোন জামা আমার ছিলই না।"

"ভগবান তোমায় সাজা দেবেন, বুড়ো কোথাকার! তিনি তোমাকে সমুচিত শাস্তি দেবেন।"

ক্রুশাকারে হাত রেখে সে বলে, "খৃস্টের নামে শপথ করে বল্‌ছি, তোমার ভুল হয়েছে।"

"পাপ বাড়িয়ে তুলছ, বুড়ো," ডিয়েমকার টেড়া চাহনি দেখে জনতার স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ঠোঁটে জোর করে হাসি ফুটিয়ে তোলে।

"হলপ করে বল্‌ছি ভাই, ভগবানের দৃষ্টিতে আমি দোষী নই।"

"কোট তুমি নিশ্চয়ই লুকিয়েছ; বিচারের দিন এর জবাব দেবে বইকি!"

"কী, আমারই নিজের ভেড়ার-চামড়ার কোটের জন্য?" লেপশিনোভ জ্বলে ওঠে।

"লুকানোর জন্য জবাব দিতে হবে বৈকি?"

"এই বাচাল, তুই বুঝি মনে করিস ভগবানের মন তোর মতই হেয়? এসব ব্যাপারে তিনি মোটেও তাকান না। ভেড়ার-চামড়ার কোট আমার নেইই। বুড়োর সাথে ঠাট্টা করার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত তোমার, লজ্জিত হওয়া উচিত ভগবানের কাছে এবং লোকজনের কাছে।"

"ক্ষেতে বুননের জন্য তোমার কাছে যে দুই ধামা বাজরা ধার নিই; তার শোধে তিন ধামা বাজরা নেবার জন্য কিন্তু তুমি লজ্জিত হওনি, হয়েছিলে কি?" কনড্রাট প্রশ্ন করে। স্বর শান্ত. কিছুটা রূঢ়। গোলমালে কারো কানেই যায় না, কিন্তু বৃদ্ধ যৌবন-সুলভ উৎসাহে তার উত্তর দেয়ঃ

"কনড্রাট, তোমার পিতা ছিলেন একজন মানুষের মত মানুষ, আর তুমি ...... তাঁর স্মৃতির স্মরণার্থেও তোমার পাপ করা উচিত নয়। ধর্মগ্রন্থে লেখা আছেঃ "দুঃস্থকে আঘাত করবেনা, কিন্তু তোমার আচরণ কিরূপ! তোমার কাছ থেকে কথন্ আমি দু'ধামার বদলে তিনধামা নিই? ভগবান? ভগবান সব দেখেন বইকি!"

"কিছু না নিয়েই তাকে আমরা বীজশস্য ধার দোব, বাঁদর কোথাকার!" লেপশিনোভের স্ত্রী হৃদয়-বিদারী সুরে চেচিয়ে ওঠেন।

"কেঁদোনা তুমি, প্রভু নিজেও যন্ত্রণা ভোগ করেন, আমাদেরও ভোগ করতে বলেন। তিনি কাটার মালা গলায় ধারণ করেন, কি শোণিতোপম অশ্রুই না ঝরে!" জামার হাতায় তার চেখের জল মুছে ফেলে। মেয়েরা তাদের কোলাহল থামায়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে। রাজমিওটনোভের লেখা শেষ হয়, কঠোরভাবে তিনি বলেনঃ

"ওহে বাপু লেপশিনোভ, এবার এখান থেকে বার হয়ে যাও। তোমাদের চোখের জল সে সবগুলোর মত করুণ নয়। তোমার সুসময়ে অনেকের প্রতিই তুমি অবিচার করেছ। ভগবানের বিনা সাহায্যে এবার তার একটা সুরাহা করতে যাচ্ছি আমরা, বার হয়ে যাও তুমি!"

লেপশিনোভ তার ত্রিকোণ টুপিটা পরে তোৎলা, নির্বোধ ছেলেটার হাত ধরে কুটির ত্যাগ করে যায়। জনতা পিছু নেয় উঠানে বরফের ওপর তার লোমের কোটের একটা কোণ বিছিয়ে হাঁটু গেড়ে সে বসে, তারপর একবার কুঞ্চিত কপালে ক্রশ-রেখা টানে, চারদিক ফিরে নমস্কার করে।

"উঠে পড়, উঠে পড়!" রাজমিওটনোভ আদেশ দেন, জনতা শান্তভাবে টিটকারী দেয়, কলরব কানে আসে:

"যাই হোক, বাড়িঘর থেকে বিদায় নেবার অন্তত সময় দেওয়া উচিত।"

"মুর্খের মত কাজ করবেন না, এণ্ড্রি, বেচারির শিয়রে শমন, আর আপনি……।

"যে জীবন সে যাপন করেছে তাতে তার উচিত হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়া," কনড্রাট চেচিয়ে ওঠে। গ্লাডিলেন নামক একজন গির্জা-রক্ষক তার উত্তরে বলেন, "সরকারের অনুগ্রহভাজন হবার চেষ্টা কেবল! তোমাদের মত লোককে চাব্‌কে ঠাণ্ডা রাখতে হয়।"

"এই ধূর্ত শেয়াল, এমন এক ঘুষি লাগাব যে বাপের নাম ভুলিয়ে দোব," কনড্রাট উত্তর দেয়।

লেপশিনোভ নমস্কার করে, ক্রশ করে, মেয়েদের সহজে-গলে-যাওয়া হৃদয়ের কাছে এমন উচ্চকণ্ঠে বিদায়-সূচক কথা বলে, যাতে সবাই শুনতে পায়।

"বিদায়, সত্য-বিশ্বাসী ভক্তগণ, বিদায় আত্মীয়-স্বজন, ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন……যাতে আমার সয়-সম্পত্তি ভোগ করতে পারেন। যতদিন ছিলাম, সততার সঙ্গে কাজ করি, আমি……"

ঘাটার কাছ থেকে ডিয়েমকা তার কথা পূরণ করে, "……চোরাই মাল কিনেছি……"

"মাথার ঘাম পায় ফেলে নিজের রুটির ব্যবস্থা করি……"

"…লোকের সর্বস্বান্ত করি, সুদ খাই, এমন-কি চুরি পর্যন্ত আটকায় না! চালাও, কবুল করে যাও সব……ওহে লোচ্চা, গলায় ধরে তোমার মাথা মাটিতে ঠুকে দেয়া উচিত।"

"আমার দৈনন্দিন রুটির কথা বলছি, আর আমার এই বৃদ্ধ বয়সে……"

মেয়েরা ফোঁপায়, রুমাল দিয়ে চোখ মুছে। রাজমিওটনোভ তাকে প্রায় ঠেলেই বার করে দেন। এখানে "একটা গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করোনা বলছি। তুমি……" শেষ করতে পারেন না, ঘাটার কাছে গোলযোগ দেখা দেয়। সেখানে সিঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে ছিল ডিয়েমকা; লেপশিনোভের স্ত্রী রান্নাঘর থেকে ছুটে বার হয়ে যাচ্ছিলেন—একহাতে এক ঝুড়ি রাজহাঁসের ডিম, আর হাতে বরফ আর রোদ্দুরে-কানা একটা রাজহাঁস—চুপ করে আছে। ডিয়েমকার-চোখে পড়ে যায়, সে সহজেই ঝুড়িটা কেড়ে নেয় কিন্তু বুড়ি রাজহাঁসটি দু'হাতে ধরে রাখেন।

"ছেড়ে দে হতভাগা, ছেড়ে দে," বুড়ি বলেন।

"ছাড়ব কি! এ আমাদের যৌথ ফার্মের জিনিস।" জীবটার প্রসারিত গলা ধরে ডিয়েমকা গর্জন করে ওঠে। বুড়ি সেটার পা চেপে ধরে থাকে। বুড়ি টানে পা ধরে, আর ডিয়েমকা টানে গলা ধরে। জীবটার প্রাণান্ত আর-কি!

"ছেড়ে দে হতভাগা," বুড়ি চেচায়।

"কখ্খনো না।"

"বলছি, ছেড়ে দে।"

হাঁপাতে হাঁপাতে ডিয়েমকা উত্তর দেয়, "এ আমাদের যৌথ ফার্মের। বসন্তকালে এর ছানা হবে। পালা বুড়ি, নইলে মারব এক লাথি পাঁজরে। কম খেয়েছিস হাঁস?"……

ফোঁটা ফোঁটা করে বুড়ির মুখদিয়ে লালা ঝরে। সিঁড়িতে পা দৃঢ়ভাবে ঠেকিয়ে আলুলায়িতকেশী বুড়ি নিজের কোলের দিকে হাঁসটাকে টানেন। উভয়ের টানাটানিতে গোড়ার দিকে হাঁসটা

বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে ওঠে, পরে আর চেচায় না, স্পষ্টই মনে হয় ডিয়েমকা তার গলা চেপে ধরেছে। সেটা পাখা ঝাপটায় উন্মত্তের মত, আর বরফ-কণার ঘুর্ণীবায়ুর মত তার পালক উড়ে যায় ঘাটার দিকে। একবার মনে হয় এই বুঝি ডিয়েমকা জয়ী হয়, ছিনিয়ে নেয় হাঁসটা তার বজ্র-আঁটুনি হাত থেকে। কিন্তু পরক্ষণেই সেটার ঘাড়ের কাছে একটা মট্ করে আওয়াজ হয়, গলাটা আলগা হয়ে তায় হাতে আসে। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে বুড়ির বস্ত্রাঞ্চল মাথার ওপর ওঠে যায়, হুমড়ি খেয়ে তিনি মাটিতে পড়ে যান। হাতে হাঁসটার মাথা ধরেই বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে ডিয়েমকা পেছনকার ডিমের খাঁচাটার ওপর ধপ্ করে পড়ে যায়, আদ্দেক তা-দেওয়া ডিমগুলোর বেশীর ভাগই যায় ভেঙে। হাসির রোল ওঠে। লেপশিনোভ ওঠে' টুপিটা পরে নেয়, হাত ধরে লালাযুক্ত হাবা ছেলেটাকে টেনে প্রায় জোর কদমেই উঠান পার হয়ে যায়। রাগে ও দুঃখে তাঁর স্ত্রী কাল হয়ে ওঠেন। স্কার্টের ধুলো ঝেড়ে ছিন্নমস্তিষ্ক হাঁসটাকে তুলে নেবার জন্য হাত বাড়ান। তখনও হাঁসের ধড়টা সিঁড়ির ধারে ছটফট করছিল। একটা বোরজাই হাউণ্ড ঘাটার ধারে বাঁধা ছিল। হাঁসটা থেকে ফিন্কি দিয়ে রক্ত বার হচ্ছে দেখে তার গায়ের লোমগুলি খাড়া হয়ে ওঠে। লাফদিয়ে বুড়ির নাকের কাছ থেকে কুকুরটা হাঁসটাকে টেনে নিয়ে নেয়, উঠানময় দৌড়াদৌড়ি করে, ছেলেরা হাততালি দেয়।

ডিয়েমকা বুড়ির দিকে হাঁসটার ছিন্ন মাথাটা ছুড়ে ফেলে দেয়—হাঁসের চিরবিস্মিত কমলা-রঙের চোখগুলো পৃথিবীর দিকে তখনো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তারপর ডিয়েমকা তার কুটিরে চলে যায়। বহুক্ষণ কথার, হাসির উন্মাদনার ঝংকারে উঠান, রাস্তার কোণ থম্থমে হয়ে থাকে, চড়ুইগুলোর ত্রাস সঞ্চার করে।

———

## [ বারো ]

গ্রেমিয়াসি লগের লোকের জীবন-ধারা ওলট-পালট হয়ে যায় ; কোন বাধার সামনে মগরা ঘোড়া যেমন পেছনের পায়ের উপর খাঁড়া হয়ে উঠে তেমনি তা থম্‌কে দাঁড়ায়। দিনের বেলায় অলি-গলি বা কুটিরে চলে তুমুল তর্ক-বিতর্ক, সবাই মতামত আলোচনা করে যৌথ কৃষিফার্ম সম্পর্কে। চারদিন সমানে চলে সভা-সমিতি, রাত ভোর হয়ে আসে, তবুও তার মীমাংসা হয় না।

এ ক'দিনে নাগুলনোভ শীর্ণ হয়ে ওঠেন, মস্ত একটা অসুখ-বিসুখ থেকে যেন উঠেন। কিন্তু ডেভিডোভের চিরশান্ত-ভাব অটুটই থাকে, গণ্ডের ওপরকার বেয়াড়া ভাজগুলো আরো কঠিন হয়ে ওঠে। রাজমিওটনোভের স্বভাব, তিনি যেমন হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে ওঠেন তেমনি অহেতুক ভয়েও হঠাৎ দমে যান। অতিকষ্টে তাঁরও মনে ডেভিডোভ বিশ্বাস সঞ্চারিত করে তোলেন। এণ্ড্রি গ্রামের সাধারণ বাথানগুলো দেখে বেড়ান, একটা স্থির-বিশ্বাসের মৃদুহাসি তাঁর দুষ্ট চোখে খেলে বেড়ায়। পরিচালক-কমিটির নির্বাচন না-হওয়া তক যৌথ ফার্মের ভার থাকে আকার্ডির ওপর। তাঁর কাছে এণ্ড্রি প্রায়ই মন্তব্য করেন, দেখাব তাদের! তাদের সকলকেই ফার্মে আসতে হবে।"

জেলা-কমিটিতে একজন ঘোড়-সওয়ার পাঠিয়ে ডেভিডোভ খবর দেন, শতকরা ৩২ জন যোগ্য লোক যৌথ-কৃষিক্ষেত্রে যোগদান করেছে, অন্যান্যদেরও এর মধ্যে আনার জন্য জোর প্রচার-কাজ চালানো হচ্ছে।

বিতাড়িত ধনীচাষীরা আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয় নিতে থাকে। টিমোফিকে রেজিয়ানেল পাবলিক প্রসিকিউটরের বাড়ি পাঠিয়ে ফ্রল তাঁর বন্ধু বোর্শেভের আশ্রয় নেন। নিস্ব কশাকদের সভায় একদিন এই বোর্শেভই ভোট দিতে নারাজ হয়। বোর্শেভের ছোট, দুই-কামরাওয়ালা বাড়িতেই চতুর ধনীচাষীরা দিনে একে-দু'য়ে একে-দু'য়ে এসে ঢোকে. আর পরামর্শ করে, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য পিছনের দরজা দিয়ে একে-একে বার হয়ে যায়। ডেভিড গায়েবও সেখানে যাওয়া-আসা করে, 'খৃস্টের নামে ভিখিরি' ধূর্ত লেপশিনোভও বাদ পড়ে না। ইয়াকভ লুকিচও প্রায়ই সেখানে যায় লোকজনের হাবভাব বুঝতে। নিকোলাই লুশনিয়ারের মত যে-সব মাঝারি শ্রেণীর চাষী যৌথ কৃষি-পদ্ধতির দৃঢ়ভাবে বিরুদ্ধাচরণ করে তাদেরও কেউ কেউ এই 'প্রধান আড্ডায়' প্রায়ই এসে ঢু মারে। বের্শেভ ছাড়া আরো গোটা দুই গরিব চাষী আছে, যেমন, ঢেঙ্গা, ভ্রূহীন ভ্যাসিলি আতাম্যানচুকোভ—ডিমের মত তার অনাবৃত মস্তক, দাড়ি-গোঁফ কামানো। আর নিকিতা খোপ্রভ প্রাক্তন গার্ড'স্ বেটাররি গোলন্দাজ সৈনিক; পোডটিয়েলকোভের সাথে সেনাবাহিনীতে ছিল, অন্তর্যুদ্ধের যুগে সর্বদা সামরিক বাহিনীতে যোগদান পরিহার করেছে সে। কিন্তু ১৯১৯ সালে সে কাল্‌মিক্ হোয়াইট কর্ণেল আস্তি-মোভের পিটুনী-বাহিনীতে ঢুকে যায়। এর পর থেকেই সোভিয়েট শাসনে খোপ্রভের ভাবী-জীবনের মোড় ঘুরে যায়। গ্রেমিয়াসির তিনজন লোক, ইয়াকভ্ লুকিচ ও তাঁর পুত্র এবং বৃদ্ধ লেপশি-নোভ ১৯২০ সালের পশ্চাৎ-অপসারণের সময় আস্তিমোভ-বাহিনীতে তাকে দেখে ফেলে। তার কাঁধের বন্ধনীর ওপর সাদা ব্যাণ্ড ছিল। তারা দেখেছে, তিনজন কশাক নিয়ে সে কুশেভ্কা রেলওয়ে ডিপোতে ধৃত

শ্রমিকদের বিচারের জন্য আস্তিমোভের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। তারা দেখেছে……নভোরোসিস্ক থেকে গ্রেমিয়াসি ফিরে যখন সে জানতে পায় লুকিচ ও লেপ্‌শিনোভ তাকে দেখেছে তখন কি দামই না তার দিতে হয়! প্রগতি-বিরোধীদের সঙ্গে যখন নির্মম বুঝা-পড়া চলে তখন কি ভয়ে ভয়েই না এই প্রশস্ত-বুকওয়ালা লোকটির দিন কাটাতে হয়ঃ ঘোড়ার পায়ে নাল লাগানের সময় যে এখনো পিছনের পা অনায়াসেই চেপে ধরে সে এখন লেপ্‌শিনোভের দুষ্ট হাসির সম্মুখীন হলেই তুষারদষ্ট দেবদারুর পাতার মত কাপ্‌তে থাকে। তার মত আর কাউকে সে এত ভয় করে না। যখনই তাঁর সাথে দেখা হয়, তখনই সে আড়ষ্ট ঠোটের ফাঁকে ভগ্নস্বরে বলে, "বাবা, কশাকের প্রাণটা বিনাশ করোনা, আর এ ধরণের ঠাট্টা করো না।"

কৃত্রিম বিরক্তিভাব দেখিয়ে লেপশিনোভ তাকে আশ্বাস দেয়ঃ "কেন, নিকিতা! ভগবান তোমার সহায় হোন! কেন, আমি কি বুকে ক্রুশ ধারণ করিনে? প্রভু আমাদের কি শিখিয়েছেন? নিজের মত প্রতিবেশীর প্রতিও সমবেদনা প্রকাশ করবে। আমি বলে দোব একথা তুমি স্বপ্নেও ভেবোনা! মিছে কথা বললে ছুরী বসিয়ে দিয়ো আমার গলায়। আমি তেমন লোক নয়; দরকার হলে শুধু আমাকে সমর্থন করো।……সভা-সমিতিতে কেউ আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, সরকারও আমকে আক্রমণ করতে পারে ……প্রয়োজন হলে তুমি আমাকে সমর্থন করো। তুমি জান 'একটি উপকার,………। তরবারির আঘাত করলে তরবারির আঘাতেই মরতেও হয়। তাই নয় কি? আরেকটা কথা! কৃষিকাজে আমাকে একটু সাহায্য করো। ভগবান একটি ছেলে দিয়েছেন বটে, তবে সেটা হাবা, কোন কাজের নয়। লোক খাটানো—সেও ব্যয়সাপেক্ষ।"

বছরের পর বছর নিকিতা তাকে 'সাহায্য' করে যায়। চাষ-করে দেওয়া, শস্য আনা-নেওয়া, মায় গোলাজাত করা পর্যন্ত যাবতীয় কাজ সে করে। দিনান্তে ঘরে টেবিলে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবে, "কত, কতকাল আর এভাবে চলবে? একে খুনই করব।"

দাবির ওপর দাবি চাপিয়ে বা ভয় দেখিয়ে লুকিচ তাকে পীড়ন করেনি, তবে তিনি জানতেন এক আধ বোতল ভোদ্‌কাতো দূরের কথা, বড় রকমের কিছু দাবি করলেও খোপ্রভ তা পালন না করতে সাহস পাবেনা। মধ্যে মধ্যে তিনি তার ওপর দিয়ে দু'য়েক বোতল মদ চালিয়েছেন এবং প্রতিবারেই প্রীতিভোজনের পর "ধন্যবাদ" জানাতে ভুল করেননি।

"দম্ বন্ধ হয়ে যায় না কেন তোমার!" ঘৃণায় টেবিলের নীচে খোপ্রভের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে।

পলোভ্‌ট্‌সিয়েভ তখনো ইয়াকভ্ লুকিচের ছোট ঘরখানায় থাকেন। এই ঘরখানায় তাঁর মা ঘুমোতেন। কোঠাখানা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে মা রান্না ঘরের স্টোভের ওপরে একখানা চিলা-কোঠায় আশ্রয় নেন। আর সেখানে ছোট্ট একখানা কোচে গা ঢেলে তিনি স্টোভের পেছন দিকটায় খালি পা ঠেকিয়ে অবিশ্রামভাবে তামাকু টান্‌তে থাকেন। রাত্রিতে কখনো সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ান, দরজার শব্দ হয় না—খিলগুলোতে হাঁসের চর্বি দেওয়া হয়। কখনো-বা লোমের কোটটা কাঁধে ফেলে মুখের সিগারেট নিবিয়ে খোসার ঘরে লুকানো ঘোড়াটা দেখতে যান। ঘোড়াটাও যেন তাঁর অবস্থা বুঝে। তাই সেটা আস্তে আস্তে 'ঘড় ঘড়' করেই ক্ষ্যান্ত থাকে। তিনি সেটার সমস্ত গায়ে, জোড়ায় জোড়ায় লোহার মত কঠিন আঙুল বুলিয়ে যান। একবার ঘন অন্ধকারময় রাতে কুড়েঘর থেকে ঘোড়াটা বার করে আনেন, তারপর তৃণভূমির দিকে সেটাকে

ছুটিয়ে নিয়ে যান। ফিরেন ভোরের একটু আগেই। ঘোড়াটাকে যেন নাওয়ানো হয়েছে এই ভাবে সেটা ঘাম্‌তে থাকে। বুকটা জোরে উঠা-নামা করতে থাকে, এক-একবার কেঁপে-কেঁপেও ওঠে। সকালে লুকিচ্‌কে তিনি বলেন: "নিজের শহরে গেছলাম! আমায় খোঁজা-খুঁজি করছে সেখানে। কশাকরা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত, শুধু অর্ডার চাই!"

তাঁরই প্ররোচনায় গ্রেমিয়াসির অধিবাসীদের দ্বিতীয় সাধারণ সভায় লুকিচ সকলকে যৌথ কৃষিক্ষেত্রে যোগদান করতে আবেদন করে। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও কার্যকরী-বক্তৃতায় ডেভিডোভ খুব আনন্দিত হন। আরো খুশি হন এই জন্য যে, গ্রামে তাঁর খুব প্রতিপত্তি। তিনি যৌথ কৃষিক্ষেত্রে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তৎক্ষণাৎ আরো ৩১ জনের দরখাস্ত পাওয়া যায়।

সভায় যৌথকৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধে চমৎকার বক্তৃতা দেন লুকিচ। কিন্তু পরের দিন গ্রামে বার হয়েই উল্টো গীত গাইতে থাকেন। যৌথকৃষিক্ষেত্রের বিরোধী মাঝারি চাষীদের মধ্যে পোলোভ্‌ট্‌-সিয়েভের-দেওয়া অর্থে মদ্য বিতরণ করেন আর বলে বেড়ান:

তোমরা বেকুব, দায়ে প'ড়ে আমি সভ্য হয়েছি, বিপক্ষে বলতে সাহস পাইনি। ভালই করেছি, নইলে ধনী চাষী বলে আমাকে উচ্ছেদ করা হতো। কিন্তু তোমরা সভ্য হতে গেলে কেন? যোয়াল দেখ্‌ছ না? যৌথ-ফার্মে এম্‌নি বাধনে বাঁধবে, সূর্যের আলোও চখে পড়বে না।"

শান্তভাবে তিনি শেখানো-বুলি আওড়ান: উত্থান আসন্নপ্রায়। যৌথ কৃষিক্ষেত্রে মেয়েদেরও এজমালী করা হবে।

শ্রোতারা প্রথম নরম থাকে, পরে হঠাৎ তেতে ওঠে, একটা-কিছু করতে

রাজীও হয়। এমন শ্রোতা পাওয়া গেলে প্রথমে তাকে তিনি ফুশলান, কাকুতি-মিনতি করে বুঝান, "আমাদের লোক" বিদেশ থেকে না আসা পর্যন্ত প্রতিশোধ-স্পৃহা দমনের ভয় দেখান, শেষপর্যন্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ বলে মনে করেন ঃ আর একটি 'মিত্র' লাভে নিশ্চিন্ত হন।

কাজ-কর্ম বেশ ভালভাবেই চলে। ইয়াকভ্ জন ত্রিশেক কশাক রিক্রুট করেন, কারো কাছে "মৈত্রী সঙ্ঘের" সভ্যপদ লাভ বা তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার আভাষ প্রকাশ করতে কড়াকড়িভাবে নিষেধ করে দেন। কিন্তু একদিন বিকালে তিনি ধনী চাষীদের নাম তালিকাভুক্ত করানর কাজ শেষ করার জন্য বার হন। বিতাড়িত ধনী চাষী এবং তাদের সঙ্গোপাঙ্গদের ওপর তাঁর আর পলোভট্সিয়েভের অটল বিশ্বাস। তাদের সবার সমর্থন যে লাভ করবেন এ বিষয়ে শেষপর্যন্ত তাঁরা নিঃসন্দেহ ছিলেন। কিন্তু এখানেই ইয়াকভের পরাভবের সূচনা। গ্রেটকোটে আবৃত হয়ে বিকালে তিনি বোর্শেভের গৃহে যান। বোর্শেভ স্টোভ ধরায় অব্যবহৃত সেরা কামরাটায়। গাদা-করা কুমড়োর উপর বসে ছিল ফ্রল, ল্যাপশিনোভ, গায়েভ, নিকোলাই লুশনিয়া, ভ্যাসিলি, আটাম্যাঞ্চুকোভ আর গোলন্দাজ সৈনিক খোপ্রভ। জানালায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ফ্রলের পুত্র টিমোফি। সে আঞ্চলিক শহর থেকে হতাশভাবে ফিরে এসেছে, খুব উত্তেজিতভাবে তার বর্ণনা দিচ্ছিল। তার কোন কথাই সরকারী উকিল বিবেচনা করতে রাজী নয়, উল্টো তাকে গ্রেপ্তার করে জেলায় পাঠাতে চেয়েছিল। ইয়াকভ্ লুকিচ ঘরে ঢুকতে সে নীরব হয়ে যায়, কিন্তু তার পিতা তাকে উৎসাহিত করে তোলেন ঃ 'ভয় নেই টিমোফি, ইনি আমাদেরই লোক।'

টিমোফি এই বলে তার কথা শেষ করে, 'দিন-কাল এমনি দুঃসহ যে কোন একটা সংগঠন পেলেই হল। তাতে যোগ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ব আর কম্যুনিস্ট নিধন চালাব।'

'দুঃসহ, দুঃসহ বই কি,' ইয়াকভও সায় দেন, 'কিন্তু এই যদি সব হত, তাহলেও ভগবানকে ধন্যবাদ দিতাম !'…

"এর চাইতেও খারাপ কিছু আসছে নাকি ?" ফ্রল বিড়বিড় করে বলে, "তারা তোমার কেশও স্পর্শ করেনি, তুমিতো বেশ আরামেই আছ, কিন্তু ইতিমধ্যেই তারা আমায় সর্বস্বান্ত করেছে। জারের আমলে তোমার আমার অবস্থা তো প্রায় একই ছিল, কিন্তু এক্ষণে তুমি তো ফেঁপে উঠেছ আর আমি ! আমার শেষ বুট জোড়াও তারা কেড়ে নিয়েছে।"

আমি তা ভাবছিনে, ভাবছি অন্য-কিছু উৎপাতের কথা।

আর কি উৎপাত হতে পারে ?

যুদ্ধ, খুব সম্ভব।

ঈশ্বর তাই করুন। বরণ করে নাও তা, সেন্ট জর্জ যেন বিজয়ী হন ! এই মুহূর্তেই মন্দ কি ! মহাপুরুষদের পুঁথিতে আছে…।

১৯১৯ সালের ভায়োশেন্স্কাবাসীদের মত আমরা লাঠি-সোটা নিয়েই তাড়া করব।

তাদের জীবন্ত নাড়িভুঁড়ি বার করে দেব…।

অন্তর্যুদ্ধে আটাম্যাঞ্চুকোভের গলায় আঘাত লাগে। রাখালের বাঁশির ন্যায় চিচি শব্দের বেশি সে করতে পারে না। এই স্বরেই সে বলে, লোকজন ভারি শয়তান হয়ে উঠেছে, পারলে কামড়াতে আসে।

ইয়াকভ্ সতর্ক ইঙ্গিতে বলেন যে, আশেপাশের জেলাগুলোতে গোলযোগ বেধে উঠেছে মনে হয়, কোথাও কোথাও কশাকরা তাদের প্রচলিত ধরণে কমুনিস্টদের উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দিচ্ছে, থলেতে মাথা গলিয়ে জলে ডুবিয়ে মারছে। শান্ত, মাপ করা, ওজন করা তাঁর এক-একটা শব্দ। উত্তরে ককেশাস অঞ্চলে সর্বত্র গোলযোগ হচ্ছে, নিম্নতম ডন অঞ্চলে মেয়েদের সমাজাধীন করা হয়েছে, কম্যুনিস্টরা সর্বপ্রথম অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে প্রকাশ্যে সহবাস করেছে, বসন্তকালে আক্রমণ যে অপরিহার্য তাও তিনি বাদ দেন না।

কোন একজন চেনা অফিসার থেকে নাকি বিশ্বস্তসূত্রে তিনি তা জেনেছেন। গেল সপ্তাহে প্রেমিয়াসি হয়ে যাবার সময় এসব খবর তিনি দিয়ে গেছেন। কিন্তু এই অফিসারটি যে ইয়াকভের ঘরেই এখনো আত্মগোপন করে আছেন তা বেমালুম চাপা রাখেন।

নিকিতা খোপ্রভ এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন। তিনি তাঁকে জিগ্যেস করেন :

"ইয়াকভ লুকিচ, এর জবাব আমাদের দিন : ধরুন আমরা বিদ্রোহ করে কম্যুনিস্টদের কোতল করলাম, কিন্তু তারপর? না-হয় মিলিশিয়াকেও জব্দ করলাম কিন্তু রেলওয়ে থেকে যখন সৈন্যবাহিনী ঝুপঝাপ এসে পড়বে তখন? তখন কে আমাদের তাদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করবে? আমাদের কোন অফিসার নেই, আমরা অজ্ঞ গ্রামবাসী, নক্ষত্র দেখে আমরা পথ চলি। কিন্তু সৈন্যেরা যুদ্ধকালে যদৃচ্ছাক্রমে চলে না, তারা ম্যাপ দেখে পথ চলে। স্টাফ আক্রমণ-পদ্ধতি রচনা করে। আমরা যথেষ্ট লোক পাব কিন্তু নেতা পাব না।

"নেতাও পাব," ইয়াকভ তাঁকে অভয় দেন, "অফিসারও দেখা দেবে। তারা লাল-বাহিনীর সেনাপতিদের চাইতে সেরা। তারা পুরনো জাংকার-বাহিনী থেকে আসবে ; তাদের বিগ্যে ভালই জানে তারা। লাল ফৌজদের কমাণ্ডার—ধরুন, মাকার নাগুলনোভ। তিনি গলা কাটতে পারেন কিন্তু একটা রেজিমেণ্ট পরিচালনা করতে পারেন কি তিনি? ছাই পারেন! জানেন ম্যাপ দেখতে?"

কিন্তু অফিসাররা আসবে কোত্থেকে?

"মেয়েরা জন্ম দেবে!" ইয়াকভ বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দেন, "কেন, নিকিতা, তুমি ভেড়ার ডাঁসের মত আমায় এমনভাবে কামড়ে ধরছ, কেন? 'কোত্থেকে?' 'কোত্থেকে'? আমি কি জানি কোত্থেকে আসবে?"

"বিদেশ বিভুঁই থেকে তারা আসবে, নিশ্চয়ই আসবে তারা", ফ্রল

সাহস সঞ্চয় করে উত্তর দেয়। বিদ্রোহ করার ও প্রতিশোধ গ্রহণের আনন্দে তার নাক ফুলে ওঠে, ফুস্ ফুস্ করে ধূম্রাচ্ছন্ন বায়ুই একরাশ টেনে নেয়।

খোপ্রভ উঠে দাঁড়ান। লাথি মেরে একটা কুমড়া পথ থেকে সরিয়ে দেন, চট্‌কদার ইয়া গোঁফ চাড়া দিয়ে মর্মস্পর্শী ভাষায় বলেন :

"তা হতে পারে···কিন্তু কশাকরা এখন যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছে। গত উত্থানের সময় তাদের নির্মমভাবে শাস্তি দেওয়া হয়। তারা বিদ্রোহ করবেনা—কুবানরাও তা সমর্থন করবে না···।"

ধূসর গোঁফের ফাঁকে মৃদু হেসে ইয়াকভ বলেন, "তারা একজনের ন্যায় একীভূত হয়ে আক্রমণ চালাবে, সমগ্র কুবানজাতি জ্বলে উঠবে। চোখের পলকে শত্রুর উপর পড়ে তাদের নির্মূল করবে।'

"না, ভাই, যা ইচ্ছে বলে যাও, আমার তাতে সায় নেই। আমি নিজে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব না, অন্যকেও এইরূপ কোন পরামর্শ দিইনে। এইরূপ খেলায় কাউকে ঠেলে দিয়ে লাভ নেই, ইয়াকভ। যে-অফিসারটি গত রাত্রে তোমার বাড়িতে ছিলেন তাঁকে বিশ্বাস করা যায় না। তিনি জল ঘোলা করে সরে পড়বেন কিন্তু আমাদেরই তা পান করতে হবে। বিগত যুদ্ধে আমাদের সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে পাঠান হয়, তক্‌মা এঁটে রাতারাতি কশাকদের উন্নীত করে অফিসার করে তোলাও হয়। কর্তারা নিজেরা থাকেন পেছনে, কশাকের আড্ডায় তাঁরা সরু পা-ওয়ালা যুবতীদের নিয়ে ঢলাঢলি করেন। যখন সব মিটে গেল, জান, কে দিয়েছে তার দাম? নোভোরোসিস্কে লাল ফৌজ কালমিকদের মাথা কেটে কেটে ঘাটে ফেলে দিয়েছে, আর সম্ভ্রান্ত অফিসাররা কোন বিদেশী স্টিমার ধরে পাড়ি জমিয়েছেন বিদেশে। ভেড়ার পালের মত ডনবাহিনীকে নোভোরোসিস্কে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু সেনাপতিরা? হাঁ, একটা কথা জিগ্যেস করার আছে আমার তোমাকে। যে হুজুরটি ('Excellency') কাল তোমার বাড়িতে রাত কাটিয়েছেন তিনি কি এখনো তোমার বাড়িতেই

লুকিয়ে আছেন না? আমি নিজ চক্ষে সব দেখে এসেছি। ভূষির গোলাঘরের দিকে জল নিয়ে যেতে একাধিকবার তোমাকে দেখি। ভাবি, 'লুকিচ জল নিয়ে যায় কেন সেদিকে?' কান পেতে শুনি ঘোড়ার ঘর্ ঘর্ শব্দ।"……

ইয়াকভের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। ঘরময় যেন একটা বিপদের ছায়া মূর্তিমান হয়ে দেখা দেয়। খোপ্রভের বুকে ঠেলে ওঠে আনন্দের ঢেউ।

"কই না তো, আমার বাড়িতে তো কোন অফিসার নেই," বিহ্বলভাবে লুকিচ বলেন, "ঘর্ ঘর্ তো আমার ঘোড়াটা করে, ভূষির ঘরে আমি তো কোনদিন জল নিয়ে যাইনি? হাঁ, তবে ঘোলা জল নিয়ে-গেছি বটে! সেখানে আমাদের একটা শূকর থাকে।"

"তোমার ঘোড়াটার স্বর তো আমার চেনা, এ ভাবে ভোলাতে পারবে না। আমার তাতে কি আসে যায়? আমার কথা হল, আমি তোমাদের খেলায় যাচ্ছিনে।" খোপ্রভ উঠে লোমের টুপিটা মাথায় দেন, একবার চারদিক তাকান, তারপর দরজার দিকে এগিয়ে যান। ল্যাপশিনোভ তাঁর পথ আগ্‌লে দাঁড়ায়। ধূসর বর্ণের দাঁড়ি বুড়োর কাঁপে, দু'হাত প্রসার করে বলে;

"আমাদের সম্বন্ধে খবর দিতে যাচ্ছ, যুডাস? মাথা বেচেছ, না? কিন্তু মনে রেখো, কেউ যদি তাদের বলে দেয় যে তুমি কালামিকদের সাথে পিউনিটিভ পুলিশরূপে ছিলে……।

"গজর গজর করো না, বুড়ো!" ল্যাপশিনোভের দাঁড়ির কাছে হাত তুলে তিনি বলেন, "আমার নিজের বিপক্ষে আমি নিজেই প্রথম বলব। বলব, "আমি পিউনিটিভ দলে পতাকাবাহী ছিলাম, বিচার করুন।" চিবিয়ে চিবিয়ে সে বলে, "কিন্তু নিজের কথা ভাব তোমরা। আর তুমি, তুমি একটি বুড়ো হাউণ্ড! আর তুমি……"খোপ্রভ হাঁপায়, কামারের হাপর

থেকে যেন বাতাস বার হয়ে আসে, "তুমি আমার রক্ত শুষে নিয়েছ এতকাল, এবার চিরদিনের জন্য বিদায় নিচ্ছি!"

ল্যাপশিনোভের গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে ঘর ছেড়ে তিনি বার হয়ে পড়েন। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দেন, দরজার ধারে হুমড়ি-খেয়ে-পড়া বুড়োর দিকে একবারও ফিরে তাকান না। টিমোফি একটা খালি ঘটি নিয়ে আসে, ল্যাপশিনোভ সেটার ওপর ঝুঁকে পড়ে। ঘন রক্তস্রোত ফিন্‌কি দিয়ে বার হয়, বুড়োর ফোঁপানি আর রক্ত-ঝরার টপ্ টপ্ শব্দ শুধু কানে আসে।

"সর্বনাশ আমাদের! একটুও সন্দেহ নেই।" মস্ত এক কুলক-পরিবারের কর্তা গায়েভ বলে। নিকোলাই লুশ্‌নিয়া উর্ধ্বশ্বাসে পালায়, বিদায় নেবার সময় হয় না, আতাম্যাঞ্চুকোভও তার অনুসরণ করে, যেতে যেতে মিহি গলায় বলে:

সভা ভেঙে সরে পড়, নইলে এখানে সবাই ধরা পড়বে।

ইয়াকভ মিনিট-কয়েক নির্বাক হয়ে বসে থাকেন, ভাবেন, হৃৎপিণ্ডটা যেন ফুলে গেছে, গলার দিকে ঠেলে আসছে, দমবন্ধ হবার তাঁর উপক্রম হয়। মাথায় যেন রক্ত টগ্ বগ্ করে নাচে, ভ্রূতে ঠাণ্ডা ঘাম ঘনিয়ে ওঠে। অধিকাংশ লোক চলে যাবার পর তিনি উঠে পড়েন। যাবার সময় একবার ল্যাপশিনোভের সুমুখের ভাড়টার দিকে ঝুঁকে পড়েন, শান্তভাবে টিমোফিকে বলেন, আমার সঙ্গে আয়।

টিমোফি নিঃশব্দে জ্যাকেট ও টুপি পড়ে নেয়। তারা পথে বার হয়ে পড়ে। গ্রামে শেষ আলোটাও নিভে যায়।

"যাচ্ছি কোথায়?" টিমোফি প্রশ্ন করে।

আমার কুটিরে।

কেন?

দেখবে, চল এখন।

ইয়াকভ ইচ্ছা করেই গ্রাম্য-পঞ্চায়েত অফিসের পথ ধরে চলেন। সব অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাঁরা ইয়াকভের উঠানে পৌছান। খিড়কির দরজার কাছে ইয়াকভ একবার থামেন, টিমোফির জ্যাকেটের হাতায় স্পর্শ করে তিনি বলেন ঃ

এখানে একটু অপেক্ষা কর, পরে তোমাকে ডাক্‌ব।

বেশ !

ইয়াকভ্‌ দরজায় ঘা দেন, পুত্রবধূ হুড়কাটা খুলে দেয়।

"বাবা নাকি !" সে বলে।

"হ্যাঁ।" ইয়াকভ্‌ ভাল করে দরজাটা বন্ধ করে দেন, রান্নাঘরের দিকে না যেয়ে পলোভট্‌সিয়েভের দরজায় তিনি ঠেলা দেন। একটি চাপা রুক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন হয় ঃ

কে ?

আমি, আলেকজান্দার এ্যানিসিমোভিচ্‌। ভিতরে আসতে পারি কি ?

হ্যাঁ, এস।

জানালার অপর দিকে টেবিলে বসে তিনি লিখছিলেন। কলোশাল দিয়ে জানালাটা ঢাকা। মস্ত, শিরা-বহুল হাতে লেখাটা আড়াল করে তিনি ঘাড় ফিরান।

ভাল, ব্যাপার কি ? কাজ চল্‌ছে কেমন ?

বড্ড খারাপ ! একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে·········

কি ? চট্‌ করে বলে ফেল।

পলোভ্‌টসিয়েভ্‌ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ান। লেখা কাগজটা পকেটে পুরে গলার টিউনিকের কলারটায় তাড়াতাড়ি বোতাম লাগান। মুখচোখ লাল হয়ে উঠে, লাফিয়ে পড়ার আগে হিংস্র পশু যেমন করে তেমনিভাবে তিনি ঝুঁকে পড়েন।

বোর্শেভের বাড়ির ঘটনা ইয়াকভ্‌ হতবুদ্ধির মত বিবৃত করেন। পলো-

ভট্‌সিয়েভ্‌ নির্বাক হয়ে শোনেন। গভীর কোটর থেকে নীলাভ চোখে তিনি লুকিচের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। একবার মুষ্টি বদ্ধ করেন আবার খোলেন, ধীরে ধীরে সোজা হয়ে উঠেন, পরিশেষে, কামানো ঠোঁট ভয়ানকভাবে কুঞ্চিত করে তিনি লুকিচের দিকে এগিয়ে যান।

"বদমাস, বুড়ো দৈত্য, আমার সর্বনাশ করতে চাও? চুলোয় যাও। আমাদের উদ্দেশ্য তুমি পণ্ড করতে চাও? এর মধ্যেই তোমার হঠকারিতায় আদ্দেক নষ্ট হয়েছে। তোমার প্রতি কি আমার আদেশ ছিল? কি আদেশ আমি দিই?" প্রত্যেকটি কথার উপর জোর দিয়ে তিনি পুনরাবৃত্তি করেন, "আগে তাদের এক এক করে ভাল ভাবে পরীক্ষা করে সকলের মনোভাব বুঝে নেয়া উচিত ছিল। যাঁড় পাড় বেয়ে যেমন দ্রুত নামে, তোমারও গতি তেমনি।" তাঁর রুদ্ধ গভীর কণ্ঠের চাপা ফিসফিসানিতে লুকিচ বিবর্ণ হয়ে উঠেন, ভয় আর বিহ্বলতা তাঁর বেড়ে যায়। "এখন কি করা দরকার? এর মধ্যেইকি সে খবর দিয়েছে—এই খোপ্রভ? হ্যাঁ অথবা না? বলে ফেল, গ্রেমিয়াসির নির্বোধ! খবর দেয়নি? কোথায় কোথায় সে গিয়েছিল? তাকে অনুসরণ করেছিলে তো?"

"না·····অলেকজান্দার এ্যানিসিমোভিচ, হুজুর, এবার আমাদের সর্বনাশ?" ইয়াকভ্‌ মাথা চেপে ধরেন, বাদামি রঙের গাল বেয়ে কিছু অশ্রুও ঝরে পড়ে, পাকা গোঁফ ভিজে উঠে। পোলোভটসিয়েভ কেবল দাঁত কিড়মিড় করেন:

এই মাগী! কিছু করতেই হবে বৈকি! করতেই হবে, চুপ করে বসে থাকলে চলবে না······তোমার ছেলে বাড়ি আছে?

জানি-ন······একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

কাকে?

ক্রলের ছেলেকে।

অঃ! তাকে এনেছ কেন?

তাঁদের চোখাচোখি হয়, কথা ছাড়াও তাঁরা পরস্পরকে বোঝেন।

ইয়াকভ্‌ই প্রথম চোখ ফিরিয়ে নেন। "ছেলেটা কি বিশ্বাসী?" পলোভট্‌সিয়েভের এই প্রশ্নের উত্তরে নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সায় দেন। পলোভট্‌সিয়েভ উন্মাদের মত পেরেক থেকে জামাটা টেনে নেন, বালিসের তলা থেকে সদ্য পরিষ্কার-করা পিস্তলটাও সঙ্গে নেন, নলের ফাঁকে বুলেটের মাথার নিকেল চক্‌ চক্‌ করে উঠে।

জ্যাকেটের বোতাম দিতে দিতে তিনি আদেশ দেন, যেন সমরক্ষেত্রে আছেন তাঁরা।

কুঠারখানা নাও, নাতিদীর্ঘ পথে নিয়ে চল। ক'মিনিট লাগতে পারে?

দূরে নয় মোটেই, হুজুর, ৭।৮ খানা ঘর পার হয়েই।

তার পরিবারে কে আছে?

শুধু স্ত্রী।

প্রতিবেশীর ঘর কি পার্শ্বেই?

একদিকে মড়াইর উঠান, অন্য দিকে বাগান।

আর গ্রাম্য-পঞ্চায়েত?

অনেক দূরে।

চল!

ইয়াকভ যখন কাঠের-ঘরে কুঠার আনতে যান পলোভট্‌সিয়েভ্‌ বাম হাতে টিমোফির কনুইয়ে চাপ দিয়ে বলেন:

বিনাবাক্যব্যয়ে আদেশ পালন করবে! সেখানে যেয়ে গলার স্বর বদলে ফেলবে, বলবে, তুমি গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের চৌকিদার, তার নামে কাগজপত্র নিয়ে এসেছ। স্বয়ং তাকে দিয়ে দরজা খোলাতে হবে।

"সতর্ক থাকবেন, কমরেড......কি বলে আপনাকে সম্বোধন করব জানিনে......এই খোপ্রভ ষাঁড়ের মত জোয়ান, সতর্ক না থাকলে মুষ্টিযোগেই রক্তনদী বইয়ে দিতে পারে।"

'থাম্!' বলে তাকে বাধা দিয়ে ইয়াকভের দিকে তিনি হাত বাড়ান, 'এটা আমার হাতে দাও, পথ দেখিয়ে চল।'

ইয়াকভের হাতের চাপে ভিজা ও গরম কুঠারের বাটটা ভেড়ার লোমের পাজামার বেল্টের নীচে ঢুকিয়ে রেখে কলারটা তিনি উল্টে দেন।

নিঃশব্দে উপ-গলি বেয়ে তাঁরা চলেন। পলোভটসিয়েভের মস্ত সু-গঠিত চেহারার তুলনায় টিমোফিকে নেহাৎ ছোকরা বলেই মনে হয়। অজ্ঞাত, দীর্ঘপদবিক্ষেপকারী অফিসারের পাশে চল্‌তে চল্‌তে সে তাঁর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকায়। অন্ধকার ও উল্টানো কলারের জন্য তাঁর চোখমুখ ভাল করে সে দেখে না।

কঞ্চির বেড়ার মধ্য দিয়ে মড়াইর উঠানে তাঁরা ঢুকে পড়েন।

"পরস্পরের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলবে, যেন একজনের পদচিহ্ন বলে মনে হয়," পলোভটসিয়েভ ফিস্ ফিস্ করে আদেশ দেন।

নেকড়ে বাঘের দলের মত এক এক পা করে তাঁরা টাটকা বরফ মাড়িয়ে চলেন। যে খিড়কি দ্বার দিয়ে উঠানে যাওয়া যায় তা বাম হাতে চাপ দিয়ে ইয়াকভ্ অসহায়ভাবে অনুচ্চস্বরে বলেন, হায় ভগবান!

পলোভটসিয়েভ দরজা দেখিয়ে বলেন, "ঘা দাও!" পলোভটসিয়েভের আদেশ স্পষ্ট না শুনেও, শুধু ঠোটের নড়াচড়ার ভঙ্গি দেখেই টিমোফি তা বুঝে নেয়। হুড়কাটা ধরে নাড়া দিতে না দিতেই সাদা-লোমের-টুপি-পরা ভিন্‌দেশীর পাগলের মত ভেড়ার লোমের জামাটার বাঁধনগুলি অন্ধকারে হাতড়ান ও ছেঁড়ার শব্দ সে শোনে। টিমোফি আবার ঘা দেয়। খোলা উঠানের একটা খাঁড়া করা লাঙ্গলের নীচ থেকে গুড়ি মেরে বার হওয়া একটা ছোট কুকুর দেখে শঙ্কিতভাবে ইয়াকভ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকেন। ঠাণ্ডায় জমে উঠায় কুকুরটা আস্তে আস্তে ঘেউ ঘেউ করে, ঘ্যান্-ঘেনানি তার থামে না, তারপর কঞ্চির বেড়া-য়ালা কক্ষের দিকে সেটা চলে যায়।

সন্দেহ-দোলায় ছুলতে ছুল্‌তে খোপ্রভ বাড়ি রওয়ানা হন কিন্তু পথ-চলার ফলে অনেকটা শান্ত হন। তাঁর স্ত্রী নৈশ ভোজন তৈরী করে রাখে। ক্ষিধা না থাকলেও তিনি আহার করেন, দুঃখের সঙ্গে বলেন :

"একটা লবণাক্ত তরমুজ এখনো খাওয়া যেতো, ম্যারিয়া।"

"মদ খাওয়ায় মাথা ধরেছে ?" স্ত্রী তাঁর হাসে।

না, সারাদিনের মধ্যেও পেটে এক ফোটা মদ পড়ে নি। পিটুনি-পুলিশবাহিনীতে যে ছিলাম সরকারকে কাল তা বলতে যাচ্ছি। এ আর বরদাস্ত করতে পারিনে।

চমৎকার কথা ! এসব স্বপ্নে আজ বিভোর হবার কারণ কি ? বুঝতে পাচ্ছি নাতো !

নিকিতা হাসেন আর মোটা গোঁফে তা দেন। ঘুমোতে ঘুমোতে গম্ভীর ভাবে তিনি বলেন : তুমি বরং কিছু শুকনো টোস্ট কিংবা টাট্‌কা তরকারী প্রস্তুত রেখো। আমি আমার কর্তব্য করতে যাচ্ছি।

স্ত্রীর নানা অনুযোগ উপেক্ষা করে তিনি শুয়ে শুয়ে চোখ মেলে ভাবেন : ওস্ট্রোনোভ আর আমার কথা সবই বলব। শয়তান কোথাকার ! তাদেরও জেলে থাকাই ভাল। আমার কী শাস্তি হতে পারে ? গুলি করবে বলে মনে হয় না। জোর, বছর তিনেক জেল, ইউরালে গাছ কাটতে হবে। ফিরে যখন আসব, তখন আমি নির্দোষ। তখন বিগত দিনের কথা নিয়ে কেউ আমাকে খোঁটা দিতে পারবে না, বিগত অপরাধের জন্য আর অন্যের গোলামি করতে হবে না। আস্টমোভের দলে কিভাবে যাই সোজা বলব। তাঁদের বলব, : "ফ্রন্টে নিজের জান বাঁচাবার জন্যই তাদের আশ্রয় নিই। মাথা বাঁচাবার জন্য কে তা না করে ?" তারাই বিচার করুন, এ কতদিনের কথা, সামান্য শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেয়াই উচিত। খোলাখুলি সব বলে যাব : "নিজে কাউকেই গুলি করিনি, তবে বেত্রাঘাত......হ্যাঁ, কশাক পলায়ন-কারীদের উপর বেত চালিয়েছি বটে, বলশেভিক হবার জন্যেও জন কতককে

বেতিয়েছি বটে। সেকালে রাত্রির চাইতেও অন্ধকারে ছিলাম, তখন যে জানতুম না কোন্‌টা কি, কোন পথেই বা চলতে হবে।"

ঝিমানি আসে। ঝিমোতে ঝিমোতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের প্রথম ঘোরে দরজায় করাঘাতের শব্দে জেগে উঠেন। শুয়ে শুয়ে তিনি শোনেন আর ভাবেন···এমন কে আছে যে, তাকে এত রাত্তিরে ডাকতে আসে। বারবার করাঘাত হয়। বিরক্তিতে তিনি বিড় বিড় করেন, উঠে তিনি আলো জ্বালাতে যান, কিন্তু তাতে তাঁর স্ত্রীর ঘুম ভেঙে যায়। স্ত্রী ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলে, "অ'র একটা সভার জন্য যাচ্ছ বোধ হয়? আলো জ্বালিয়ো না। না আছে দিনে শান্তি, না আছে রাত্রে···পাগল হয়ে উঠেছে ওরা, চুলোয় যাক ওরা!" খালি পায়েই নিকিতা দেউড়ির কাছে এগিয়ে যান।

"কে ডাকে?" তিনি জিগ্যেস করেন।

সোভিয়েট থেকে এসেছি, বাবা নিকিতা।

আশঙ্কায় ও আতঙ্কে দুলে তিনি প্রশ্ন করেন, ঃ বটে, কে তোমরা, কি চাও?

আমি, নিকোলাই কুঝেনকোভ। চেয়ারম্যানের চিঠি আছে তোমার নামে, সোভিয়েটে এক্ষুনি যেতে বলেছে।

দরজার ফাঁক দিয়ে ফেলে দাও চিঠি।

দরজার বাইরে মুহূর্তের জন্য নীরবতা দেখা দেয়। ভেড়ার লোমের সাদা টুপির নীচেকার চোখের ভয়সূচক ও উৎসাহ-ভরা দৃষ্টিতে টিমোফি প্রথমে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়, তারপরই আবার পথ পেয়ে বলে উঠে, 'কিন্তু তোমার একটা সই চাই। দোর খোল।'

খোপ্রভের বিরক্তি-ভরা পায়ের শব্দ তার কানে যায়। তারপরই দরজার খিল খোলার শব্দ হয়, খোপ্রভ বেরিয়ে আসেন। বার হতে-না-হতে পলোভট্‌সিয়েভ দরজায় পা রেখে কুঠারের ভোতা দিকটা ঘুরিয়ে

খোপ্রভের নাকের ডগায় প্রচণ্ড একটি আঘাত করেন। কশাইখানায় টাঙ্গীর আঘাতে বলদ যেমনভাবে হুমড়ে পড়ে যায়, নিকিতাও তেমনি ভাবে ধরাশায়ী হন।

'ভেতরে এসে হুড়কাটা ভেজে দাও', পলোভট্‌সিয়েভ অস্ফুট স্বরে আদেশ দেন। হাতড়ে হাতড়ে কুঠারের হাতোলটা দিয়ে দেউড়ির দরজা খুলে ফেলেন। বিছানার কোনে কোর্তার খস্‌ খস্‌ শব্দ শোনা যায়। নারীকণ্ঠের উৎকণ্ঠিত স্বর ফুটে ওঠে :

হোঁচট খেলে নাকি? কে, নিকিতা?

পলোভটসিয়েভ কুঠার ফেলে বিছানার দিকে ছুটে যান।

"কে আছ গো!……কে? বাঁচাও, বাঁচাও।"

দরজার উপর হোঁচট খেয়েও টিমোফি ঘরের ভিতর ছুটে যায়, গৃহকোনে শ্বাসরোধ ও হুড়াহুড়ির শব্দ শোনে। পলোভট্‌সিয়েভ মহিলাটির উপর পড়ে বালিশ দিয়ে মুখ চেপে ধরেছেন, তোয়ালে দিয়ে তার বাহুযুগল বাঁধার উদ্যোগ করছেন। পলোভটের কনুই অসম্বৃত কোমল শিথিল স্তনযুগলের উপর চেপে আছে, তাঁর বুকের নীচে একখানা কোমল বক্ষ স্প্রিংএর মত উঠানামা করছে। নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টার সময় স্ত্রীলোকটির সবল বুকের উষ্ণতা পলোভট্‌সিয়েভ অনুভব করেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ পাখীর ন্যায় তার বুকে দ্রুতবেগে রক্তের চলাচল আরম্ভ হয়। মুহূর্তের জন্য তাঁর বুকে কামনার আগুন দপ্‌ করে জলে উঠে—সে শুধু এক মুহূর্তের জন্যই, পর মুহূর্তেই তিনি তা ঝেড়ে ফেলেন। উন্মত্তের মত বালিশের তলার দিকে তিনি হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ঘোড়ার মুখ যেভাবে খোলা হয় সেইভাবে স্ত্রীলোটির মুখ খোলেন।

তাঁর বক্র আঙুলের নীচে ছিন্নভিন্ন ঠোঁট রবারের মত প্রসারিত হয়, তারপর ধীরে ধীরে মিলে যায়। পলোভট্রের আঙুলে গরম রক্তের ছোপ লাগে। স্ত্রীলোকটির আর অনেকক্ষণ রুদ্ধস্বরে গোঁ গোঁ করতে হয়

না ; কারণ পরণের উড়ানিটাকে বলের মত পাকিয়ে তার গলার ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

টিমোফিকে বৃদ্ধ স্ত্রীলোকটির কাছে রেখে পলোভট্ দেউড়ির কাছে যান, গ্ল্যাণ্ডার-রোগাক্রান্ত ঘোড়ার মত তিনি শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলতে থাকেন।

"একটা দেশলাই", তিনি হুকুম দেন।

ইয়াকভ দেশলাই ধরান। ক্ষীণালোকে পলোভট খোপ্রভের উপর ঝুঁকে পড়েন। তাঁর দেহ চিৎ হয়ে পড়ে আছে, পা বেমানানভাবে গুটান, তাঁর গাল মাটির মেঝেয় চেপে আছে। শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের সময় তাঁর চওড়া বুক অস্বাভাবিকভাবে উঠানামা করতে থাকে, প্রতি-বারে শ্বাস গ্রহণের সময় তাঁর গোফ রক্ত-স্রোতে ভাসে। আলো নিভে যায়। পলোভটসিয়েভ খোপ্রভের দেহের যে স্থানে কুড়ালের আঘাত করেন সে স্থানটা হাতড়ে দেখেন। তাঁর হাতের চাপে জঙ্ঘার অস্থি মড় মড় করে ভেঙে পড়ে। বাম চোখের পাতা ফুলে চোখ ঢেকে ফেলেছে।

ইয়াকভ চুপি চুপি বলেন, আমি যাই, রক্তপাতের দৃশ্য আর সহ্য করতে পাচ্ছিনে।

কম্পজ্বরাক্রান্তের ন্যায় তিনি কাঁপেন, তাঁর পা টলে। তাঁর অনুরোধ অগ্রাহ্য করে পলোভট্সিয়েভ আদেশ দেন, "কুড়ালটা নিয়ে এসো। বিছানার কাছে সেটা রয়েছে। জলও এনো।"

জল ছিটিয়ে দেওয়ায় খোপ্রভের চৈতন্যসঞ্চার হয়। কশাকের বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসে আস্তে আস্তে পলোভটসিয়েভ জিগ্যেস করেন, "ওহে বিশ্বাসঘাতক, বলেছিস্ কিছু, বল্ শীগগীর ?" তারপর তিনি ইয়াকভের দিকে ফিরে বলেন, "ওহে দেশলাইটা কোথায় ?"

দেশলাইয়ের কাঠি আবার জ্বলে ওঠে। তার আলোতে খোপ্রভের মুখ ও আধ-বোজা চোখ কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ভেসে উঠে। ইয়াকভের হাত কাঁপতে থাকে, তাই তাঁর হাতের ক্ষীণ আলোটাও কাঁপে, কাঠিটা

শেষপর্যন্ত পুড়ে ইয়াকভের নখে যেয়ে লাগে, কিন্তু তাঁর তখন বেদনা বোধ ছিল না। পলোভট্সিয়েভ তু-তুবার তাঁর প্রশ্নটার পুনরুক্তি করেন, তারপর খোপ্রভের আঙুল মট্কে দেন। বেদনায় অস্থির হয়ে খোপ্রভ কাতরে উঠেন এবং হঠাৎ উপুড় হয়ে পড়েন। তারপর ধীরে ধীরে হাত আর হাঁটুর বাঁধন মুক্ত করার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন। পলোভটসিয়েভ তাঁকে চিৎ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সক্ষম হন না, গোলন্দাজের বরাহ-সুলভ শক্তির কাছে তা হার মানে। তিনি উঠে পড়েন, বাম হাত দিয়ে লুকিচের বেল্ট এবং ডান হাতে পলোভটসিয়েভের গলা জড়িয়ে ধরেন। গলা বাঁচাবার জন্য পলোভট খোপ্রভের বুকে থুতি দিয়ে চাপ দেন আর চিৎকার করে উঠেন,

আলো! জাহান্নামে যা তোরা! বলছি, আলো দেখা।

অন্ধকারে হাতড়ে কুঠারখানা তিনি পান না।

রান্নাঘরের দরজায় মাথা গলিয়ে টিমোফি বলে, "হাঁ, পাঁজরের নীচে কুঠারের ধারালো দিকটা দিয়ে ঘা দিন, তাহলে বেটা সব বলবে।"

এই সময়ে তিনি কুঠারখানা হাতড়ে হাতড়ে পেয়ে যান। প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি খোপ্রভের হাত থেকে নিস্তার পান, কুঠারের ধারাল দিক দিয়ে আঘাত চালান: একবার, তু'বার। কশাক ভূপতিত হয়। পড়ার সময় তাঁর মাথাটা পড়ে দেউড়ির আসনটায়। আসন থেকে তুধের ভাড়টা ছিট্কে পড়ে, আর তার আওয়াজ হয় গুলি ছোঁড়ার মত। অন্ধকারে পা দিয়ে খোপ্রভের মাথাটা আন্দাজ করে তিনি কুঠারের এক প্রচণ্ড আঘাত বসান। মুক্তির আনন্দে উত্থিত রক্তের ঘড়্ ঘড়্ ও কল্ কল্ শব্দ তাঁর কানে যায়। তিনি তখন লুকিচকে কুটিরের ভিতর ঠেলে ঢুকিয়ে দেন, দরজাটা বন্ধ করে চুপি চুপি তিনি বলেন, "নেহাৎ ভীতু তুমি! স্ত্রীলোকটার মাথাটা ধর। দেখতে হবে, তার স্বামী খবর দেবার সময় পেয়েছে কিনা।"

হাত-পা-বাঁধা রমণীর বুকের উপর চেপে বসেন পলোভট্‌সিয়েভ। ঘামের বোট্‌কা গন্ধ তাঁর শরীর থেকে বার হতে থাকে। সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি শব্দ সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে তিনি প্রশ্ন করতে থাকেন ঃ

আজ বিকেলে ফিরে আসার পর তোমার স্বামী সোভিয়েট বা আর কোথাও গিয়েছিল কি ?

কুটিরের ঘনান্ধকারে দুটি ভয়-বিহ্বল চোখের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কাঁদতে না পারায় চোখ দুটি তার ফুলে উঠেছে। শ্বাস-রোধের ফলে মুখমণ্ডলে কালশীরা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মেয়েটি চীৎকার করে বলে উঠে ঃ বন্ধুগণ বন্ধুগণ, আমায় রক্ষা কর। বলছি সব…।

পলোভটসিয়েভ চওড়া হাতে তার মুখ চেপে ধরে। দয়া লাভের আশায় মেয়েটি তাঁর হাতের তালুতে রক্ত-ঝরা ঠোঁট দিয়ে হঠাৎ চুম্বন করে। বাঁচার কি আকাঙ্ক্ষা ! ভয়ানক ভয় পায় সে।

"তোমার স্বামী কোথাও গিয়েছিল কি ?" তিনি আবার প্রশ্ন করেন।

মাথা নেড়ে সে জানায়, স্বামী তার যায়নি কোথাও।

ইয়াকভ পলোভট্‌সিয়েভের হাত ধরে বলেন, "আপনি…আপনার …আনিসিমোভিচ্ !" দেহ তাঁর কেঁপে ওঠে। "আর ধরবেন না তাকে। ভয় দেখালেই সব বলতে পথ পাবে না ! না বলে থাকতে পারে ?"

পলোভট্‌সিয়েভ তাঁকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেন। এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম তিনি হাতের পশ্চাৎ দিক দিয়ে মুখটি মুছে নিতে নিতে ভাবেন, "বলবে কাল ! এ কশাকের স্ত্রী…আমার ন্যায় অফিসারের পক্ষে এ লজ্জার কথা। …গোল্লায় যাক সে…তার চোখ দুটো ঢেকে দাও, শেষ দৃশ্য যাতে তার চোখে না পড়ে।"……

গায়ের মোটা জামাটা দিয়ে তার চোখ বাধার সময় ছেলেপুলে হয়নি এমনি ত্রিশ বছরের এই স্ত্রীলোকটির সুগঠিত দেহের উপর তাঁর দৃষ্টি

পড়ে। শ্বেতবর্ণের বাণাহত পাখীর মত কাত হয়ে সে শুয়ে ছিল—একটি পা গুটানো। ক্ষীণ আলোতে পলোভটসিয়েভের চোখে পড়ে তার স্তনযুগলের মধ্যস্থান থেকে পেটের ওপর পর্যন্ত সাদাটে হয়ে উঠে, দেখতে দেখ্‌তে তা ঘামে ভরে যায়।

"মাথা ঢেকে দেওয়ায় সে একটা কিছু মনে করে নিয়েছে, চুলোয় যাক্‌।" তিনি ভাবেন।

একটা ঝাড়া দিয়ে উঠে তিনি কুঠারের ধারালো ফলাটা দিয়ে তার কপালের উপর আঘাত করেন।

ইয়াকভ হঠাৎ অনুভব করেন, একটা দীর্ঘ শিহরণের পর স্ত্রীদেহটি লম্ববান হয়ে পড়ে। টাট্‌কা রক্তের ন্যক্কারজনক গন্ধে তাঁর নাক ভরে যায়। স্টোভের উপর তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়েন, পেটের ভিতর যেন বমি ঠেলে উঠে।

মদ্যাসক্তের মত টলতে টলতে পলোভটসিয়েভ বার হয়ে পড়েন। উঠান থেকে পালকের মত ধব্‌ধবে টাট্‌কা বরফ তুলে ঠোঁটে ঘসতে থাকেন। তাঁরা সবাই খিড়কির দরজার কাছে উপস্থিত হন। টিমোফি একটু পেছনে পড়ে যায়। কুটিরের পাশ দিয়ে যাবার সময় স্কুলের দিক থেকে একর্ডিয়নের সুর তার কানে আসে। জনকয়েক বাসিন্দা মিলে স্কুলের পাশেই নাচগানের একটা মজলিস বসায়। মেয়েদের চিম্‌টি কেটে পথ করে চক্রের কাছে এগিয়ে যায় টিমোফি।

"আমাদের সঙ্গে জিপ্‌সি চেন-ডেন্সে নাবতে হবে তোমাকে, টিমোফি!" একটি মেয়ে অনুরোধ করে।

একর্ডিয়নের মালিকের হাত থেকে সেটা নেবার চেষ্টা করে টিমোফি, কিন্তু ফেলে দেয়। সে শান্তভাবে হাসে, আবার হাত বাড়ায় একর্ডিয়নের দড়ি ধরতে। কাঁধে চাপানোর আগেই তা ফের ফেলে দেয়, হাতের

আঙুল তার অবাধ্য হয়ে উঠে। সে চাবির ওপর আঙুল চালাতে চেষ্টা করে, হাসে এবং বাজনাটা ফিরিয়ে দেয়।

"কোথাও মদ খেয়ে এসেছে", আর একটি মেয়ে বলে।

দেখ, সে কিন্তু মাতাল হয়নি।

তার জামা জুড়েই তার চিহ্ন সুস্পষ্ট। চমৎকার দেখতে!

মেয়েরা তার কাছ থেকে সরে যায়। অসন্তুষ্টভাবে বাদক বেহালার উপরের ভাঁজ থেকে বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে অনিশ্চিতভাবে "জিপ্‌সি" রাগিনী বাজাতে থাকে। সব চাইতে দীর্ঘাঙ্গী একটি মেয়ে চক্রের মধ্যে ঢুকে নাচতে থাকে।

"সূর্যোদয় পর্যন্ত কোথাও কাটাতেই হবে। তাহলে কোন অনুসন্ধান হলেও আমাকে সন্দেহ করবে না কেউ।" টিমোফি ভাবে।

সে উঠে মাতালের ন্যায় টল্‌তে টলতে স্কুলের সোপানে বসা একটি মেয়ের কাছে যায়, তার উষ্ণ উরুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে, বলে:

প্রিয় মণি আমার, উকুন ক'টা বেছে দাও দিকিনি।

ইয়াকভ খুব একচোট বমি করে। বাড়ি ফিরেই ঝরা পাতার মত বিছানা নেন, বালিশ থেকে মাথা তোলেন না, বিছানে থেকেই তিনি টের পান, পলোভট্‌সিয়েভ পাত্রটায় হাতমুখ ধুয়ে, নাকটাকে ঝেড়ে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। মধ্যরাত্রে ক্যাপ্টেন বার হয়ে আসেন, গৃহিণীকে ডাকেন এবং প্রশ্ন করেন:

"কোন ফলের রস আছে কি? দিন্‌তো খানিকটা!"

তিনি তা পান করেন। বালিশে মাথা রেখেই এক চোখে ইয়া তা দেখেন। একটি সেদ্ধ ন্যাসপাতি উঠিয়ে তিনি চিবান এবং একটি সিগারেট ধরিয়ে মেয়েলি কোমল লোমশ বুকে হাত বুলোতে বুলোতে বার হয়ে যান। নিজের ঘরে যেয়ে তাঁর অনাবৃত পাগুলো সামান্য গরম

স্টোভের উপর রাখেন। বাতে বেদনাগ্রস্ত পা ছুটোকে রাতে একটু গরম লাগিয়ে আরাম পান। অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্রাটের পতাকা-তলে যুদ্ধ করার সময়, ১৯১৬ সালের শীতকালে, বুগ নদী পার হবার সময় তাঁর পাছুখানা জমাট বেধে যায়। সেথেকে কাপ্তেন পলোভট্‌সিয়েভের উত্তাপের উপর বড় অনুরাগ. ফেল্ট্‌-বুটের ন্যায় উত্তাপ……।

——:০*০:——

## [ তের ]

গ্রেমিয়াসিতে আসার পর দিন সাতেক ডেভিডোভের সামনে নানা সমস্যা ছুর্লজ্ঘ্য দেয়ালের মত দেখা দেয়। গ্রাম্য সোভিয়েট বা বা টিটকের বাড়িতে যৌথ কৃষিক্ষেত্রের যে-অফিস, সেখান থেকে রাত্রে ফিরে এসে সিগারেট ধরিয়ে নিজের ঘরে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়চারি করে বেড়ান, কখনো-বা 'প্রাভদা' বা 'মোলট' পড়েন, কখনও-বা গ্রেমিয়াসির লোকজনের কথা, যৌথ কৃষিক্ষেত্রের কথা অথবা বিগত দিনের ঘটনাদির কথা ভাবেন। এক-একবার পুটিলভ ওয়ার্ক্‌সের ত াঁর নিজের দোকান, তাঁ র বন্ধু-বান্ধব, নিজের কাজ-কর্মাদির কথা স্মরণ ক'রে শিকার-করা নেকড়ে বাঘের মত যৌথ-কৃষিক্ষেত্র সংক্রান্ত চিন্তাজাল থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় খোঁজেন। মনের কোনে একটু ছুঃখের ছায়া পড়ে এই ভেবে যে, তার অবর্তমানে হয়ত কত না পরিবর্তন সেখানে হয়েছে, কেটারপিলার ট্র্যাকটারের প্ল্যান, হাতিয়ারাদি সংস্কারের নানা উপায় ভেবে ভেবে কত রাত্র তিনি ভোর করে ফেলেন। …হয়ত সবাই তাঁকে ভুলে গেছে। পঁচিশ হাজার মজুর সংগ্রহের সময়ে তাঁর উদ্দেশ্যে যে-সব গরম গরম বক্তৃতা তারা দিয়েছে হয়ত এখন আর সে-সব কথা তাদের মনেই পড়ে না। গ্রেমিয়াসির কথা আবার মনে পড়ে যায়।

কেউ যেন সাহস করে মস্তিষ্কের চাবিকাঠি ঘুরিয়ে দিয়ে তাঁর চিন্তা-স্রোতের মোড় এদিকে বইয়ে দেয়। এই গ্রামে আসার আগে তিনি কোনদিনই শহরের চতুর শ্রেণীর লোক ছিলেন না। গ্রেমিয়াসিতে আসার আগে শ্রেণী-সংগ্রামের নানা জটিলতা, নানা খট্‌কা, এর প্রচ্ছন্ন গতিধারা সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল না। যৌথ কৃষিকার্যে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা সত্বেও মাঝারি কৃষকদের অনেকেই কেন যে তাতে যোগ দেয় না বরং প্রবল বাধাই দেয় তার কারণ তিনি প্রথমে বুঝতেই পারতেন না। লোকজন ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কাদি বুঝার চাবিকাঠি তিনি খুঁজে পেতেন না। টিটক আগেকার পার্টিভুক্ত লোক। বর্তমানে সে ধনী কৃষকশ্রেণীর অন্তর্গত, কাজেই শত্রুস্থানীয়। টিমোফি বোরশেভ দরিদ্রশ্রেণীর কৃষক অথচ প্রকাশ্যেই সে ধনী কৃষককে সমর্থন করে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান কৃষক ওস্ট্রভ্‌নভ নিজের ইচ্ছায় কৃষিক্ষেত্রে যোগদান করেন অথচ নাগুল্‌নোভ তাঁর প্রতি বিরোধী এক ধারণা পোষণ করেন। ডেভিডোভের মানস চোখের সামনে গ্রেমিয়াসির সকলের ছবি ভেসে উঠে। তাদের অনেক-কিছুই তাঁর কাছে অবোধ্য—সব যেন একখানা সূক্ষ্ম পরদার আড়ালে ঢাকা। গ্রামখানা যেন জটিলতাপূর্ণ একখানা নয়া মোটর বিশেষ। ডেভিডোভ গভীরভাবে ভাবেন আর বুঝতে চেষ্টা করেন এর জটিলতাপূর্ণ যন্ত্রকৌশল, এর প্রতিটি খুঁটিনাটি।

খোপ্রভ ও তাঁর স্ত্রীর রহস্যপূর্ণ মৃত্যু থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন, যে, এই যন্ত্রের পেছনে একটা গুপ্ত-চক্রান্ত আছে। খোপ্রভের মৃত্যুটা অবশ্য ঘটনা বিপাকেই যৌথ কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে একটু জড়িত। যেদিন প্রাতে তাঁদের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয় সেদিন সকালে রাজমিওটনোভ ও নাগুলনোভের সঙ্গে এই নিয়ে কথাবার্তা হয়। তাঁরাও তাঁরই মত ভুল ধারণার বশবর্তী। খোপ্রভ একজন দরিদ্র কৃষক, আগে শ্বেত ছিল (white), গ্রাম্য-সমাজের ক্রিয়াকলাপে তার বড় একটা যোগাযোগ ছিলনা, তবে অতি

অদ্ভুত রকম ধনী কৃষক লেপশিনোভের গলগ্রহ ছিলেন। ডাকাতির উদ্দেশ্যে এই হত্যা বলা পাগলামি, কারণ একটি জিনিসও তাদের খোয়া যায় নি—নেবার মত ছিলও না কিছু। রাজমিওটনোভ এই বলে সব মিটিয়ে দেন: "কারো স্ত্রীর সঙ্গে এর যোগাযোগ ছিল। কারো স্ত্রীকে সে অঙ্কলক্ষ্মী করেছে, তাই···।"

নাগুলনোভ নীরব থাকেন। মাথায় প্রথম যা আসে তা বলে ফেলার পক্ষপাতী তিনি কোনদিনই নন। কিন্তু ডেভিডোভ যখন আন্দাজ করেন, এ কাজ কোন না কোন কুলকের, অতএব তাদের গ্রাম থেকে যথাসত্বর তাড়ানো উচিত, তখন নাগুলনোভ দৃঢ়ভাবে তা সমর্থন করেন। "তাদেরই কোন সন্তান-সন্ততি যে খোপ্রভকে হত্যা করেছে তাতে সন্দেহ নেই, হিমমণ্ডলে এই কালসাপগুলোকে পাঠিয়ে দিন।"

রাজমিওটনোভ হাসেন, কাঁধটা একটু কুঞ্চিত করেন।

"নিশ্চয়ই, গ্রাম থেকে এদের তাড়াতেই হবে। যৌথক্ষেত্রে যোগদান করতে গ্রামবাসীদের এরা বাধা দেয়, কিন্তু খোপ্রভের মৃত্যুর কারণ তারা নয়, মেলামেশাও ছিল না কারো সঙ্গে। এ খুব সত্য যে, লেপশিনোভের গলগ্রহ ছিল সে, নিয়মিত-ভাবে তাদের কাজও করেছে, কিন্তু তাথেকে সে তার পেট ভরে খেতে পায়নি কি? প্রয়োজনের খাতিরে বাধ্য হয়েই লেপশিনোভের আশ্রয় প্রার্থী হয়। কুলকদের ঘাড়ে সব দোষই চাপাতে পারিনে; মৌলিক চিন্তাশীল হবার চেষ্টা কোরনা ভাই। যাই তোমরা বলনা কেন, কোন মেয়ে মানুষ নিশ্চয়ই এর সঙ্গে জড়িত আছে।"

এই সময়ে জেলা শহর থেকে অনুসন্ধানের জন্য একজন অফিসার ও একজন ডাক্তার এসে উপস্থিত হয়। শব দু'টির ময়না-তদন্তের পর খোপ্রভ ও লেপশিনোভের প্রতিবেশীদের নানাভাবে পরীক্ষা করা হয় কিন্তু কোন যোগসূত্রই পাওয়া যায় না। পরের দিন, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, যৌথ কৃষি-ক্ষেত্রের সকল সদস্যের এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ করা হয় যে,

উত্তর-ককেশাস থেকে সমস্ত কুলক পরিবারকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক। এই সভাতেই অস্থায়ী প্রতিনিধিদের নির্বাচিত কালেকটিভ ফার্ম মেনেজমেণ্ট কমিটিকেও অনুমোদন করা হয়।

নাগুলনোভের প্রবল বাধাদান সত্ত্বেও ডেভিডোভ ও রাজমিওট-নোভের জোর চেষ্টায় ইয়াকভ লুকিচ কমিটিতে নির্বাচিত হন। কমিটির অন্যান্য সদস্য হল, প্যাভেল লিউবিস্কিন, ডিয়েম্‌কা উশাকভ ও আর্কাডি। জেলা-কমিটির সুপারিশে ডেভিডোভ বিনা বাধায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

ফার্মের নাম কি করা যায়, এই নিয়ে খানিকক্ষণ আলোচনা চলে। রাজমিওটোনোভ সর্বশেষে বক্তৃতা দেন।

তিনি বলেন, 'রেড কশাক' নামকরণে আমি আপত্তি করছি। নামটি অপ্রচলিত ও কলুষিত হয়ে উঠেছে। পুরাকালে শ্রমিকরা তাদের ছেলেদের 'কশাক' বলে ভয় দেখাত। কমরেড এবং সহকর্মী কৃষক ভাইগণ, সমাজ-তন্ত্রবাদের পথ আমাদের এই যৌথ ফার্মের নাম কমরেড স্ট্যালিনের নামে নামকরণ করা হোক। আমরা সকলে তাঁকে ভালভাবেই জানি। গোড়া থেকেই তিনি সোজা পথ ধরেছেন—কোন দিকেই তিনি হেলেন নি—ডানেও না, বামেও না। যে সমাজতন্ত্রবাদের জন্য আমরা স্ত্রীপুত্র ছেড়ে, তরুণ জীবন বিপন্ন করে নিজেদের ও পরের রক্তপাত করেছি, বিশাল স্রোতের মত আমরা তাঁকে অনুসরণ করেই সেই প্রিয় সমাজতন্ত্রবাদের দিকে এগিয়ে যাবো।

এণ্ড্রি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেন, কপালের দাগটা তাঁর জল্ জল্ করে উঠে, ক্ষণকালের জন্য তাঁর বদমেজাজী চোখ দুটো জলে ভরে উঠে কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, "ভাইগণ, আমাদের চালিয়ে নেবার জন্য আমাদের কমরেড ইউসুফ ভিসারিওনোভিচ্ দীর্ঘজীবী হউন! আমি প্রস্তাব করি, আমরা সকলে দাঁড়িয়ে ও টুপি খুলে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি।"

সভার সকলে উঠে দাঁড়ায়। টাক মাথাগুলো চক্ চক্ করে উঠে, পাট-করা নানা রকমের রঙ-বেরঙের চুল প্রকাশ হয়ে পড়ে। রাজ মওট-নোভ বলতে থাকেন :

"তাঁর নামানুসারে আমাদের ফার্মের নামকরণে আসুন আমরা সকলে একমত হই। কমরেডগণ, তাঁর সম্পর্কে আরো কিছু সত্য ঘটনা শুনুন। জারিট্‌সিন রক্ষার সময় আমি নিজে দেখেছি, নিজের কানেও শুনেছি যে কমরেড স্টালিন ফ্রন্ট লাইনে রয়েছেন। সে সময়ে তিনি ভরোশিলভের সঙ্গে রিভলিউশনারী মিলিটারি কাউন্সিলরূপে এখানে আসেন। তিনি সিভিলিয়নের পোশাকে ছিলেন কিন্তু আমি নিশ্চয় করে বলছি, তিনি একজন সুদক্ষ লোক ছিলেন। পরিদর্শনের সময় এবং firing line-এ আমাদের খুব দৃঢ় থাকার পরামর্শ তিনি দেন।"

"পয়েণ্ট ছেড়ে যাচ্ছেন, রাজমিওটনোভ", ডেভিডোভ বাধা দেন।

"পয়েণ্ট ছেড়ে যাচ্ছি! তাহলে আমি দুঃখিত। তাঁর নামে নামকরণ করার আমি খুবই পক্ষপাতী।"

"আমরা তা জানি, আমিও কালেকটিভ ফার্মের স্টালিন নাম দেওয়ার পক্ষপাতী কিন্তু এ নাম নেওয়ায় দায়িত্ব আছে। পাছে লজ্জার কোন কারণ না ঘটে। এই নাম দেওয়া হলে এখানে জেলার অন্যান্য ফার্ম থেকে যাতে ভাল কাজ হয় তার প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে।"

"আমরা তাতে সম্পূর্ণ সম্মত আছি।" বুড়ো শুকুর বলে।

"বাস্তবিক", রাজমিওটনোভ হেসে বলতে থাকেন। "কমরেডগণ, সোভিয়েটের চেয়ারম্যান হিসাবে আমি বলছি, কমরেড স্টালিনের চাইতে ভাল নাম আর হয় না। সমস্ত যৌথ ফার্মের আমি এই নাম দিব। আমাদের পার্টি কমরেড স্টালিনকে কেন্দ্র করেই এমন নিবিড় ও সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা তার গর্বে গর্বিত। এর চাইতে ভাল নাম পাওয়া অসম্ভব। তার দৃষ্টান্ত, ১৯১৯ সালে আমি ঘটনা-

ক্রমে দেখি, আমাদের লাল অশ্বারোহী বাহিনী ওয়াটার-মিলের নিকটবর্তী তোপঙ্কা গ্রামের স্থলিন নদীর উপরকার সেতু অধিকার করে···।

"আবার স্মৃতি নিয়ে লাগলেন······" বিরক্তভাবে ডেভিডোভ বলেন।

"তার জন্য আমি দুঃখিত, নাগরিকগণ, ভোট নেওয়া হোক। কিন্তু মহাযুদ্ধের দিনগুলা যখন মনে পড়ে, মনটা তখন কেমন করে উঠে; সে-সব কথা বলার ইচ্ছা দমন করা যায় না।······

রাজমিওটনোভ অপরাধীর মত হেসে বসে পড়েন।

সভা সর্বসম্মতিক্রমে যৌথ ফার্মের 'স্টালিন' নাম অনুমোদন করে।

ডেভিড তখনো নাগুলনোভদের সংসারেই থাকেন। তিনি একটা সিন্ধুকের উপর ঘুমান। বিবাহিত দম্পতির বিছানা একখানা মশারি দিয়ে আড়াল-করা। স্থমুখের ঘরখানায় থাকেন বাড়ির মালিক—এক নিঃসন্তান বিধবা। মাকারের বিশেষ অসুবিধা সত্বেও গ্রেমিয়াসিতে আসার প্রথম ক'দিনের মধ্যে ডেভিডোভ আর একখানা ঘর খুঁজে নেবার সময় করে উঠতে পারেননি। নাগুলনোভের স্ত্রী লুকেরিয়ার সঙ্গে তাঁর বেশ সদ্ভাবই ছিল, কিন্তু যেদিন নাগুলনোভের কাছে শোনেন যে, তাঁর স্ত্রী টিমোফির সঙ্গে প্রণয়াবদ্ধ সেদিন থেকে তাঁর মধ্যে যে একটা বিরোধিতা দেখা দেয় তা তিনি কিছুতেই গোপন করতে পারেন না। এরপর এখানে থাকা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠে। লুকেরিয়ার সঙ্গে কোন কথাবার্তা না বললেও সকালে প্রায়ই তিনি তার দিকে আড়ভাবে চেয়ে থাকেন। বয়স তার পঁচিশ বছরের বেশি হবে না। তার সুদীর্ঘ চিবুকে অসংখ্য স্থন্দর তিল, দোয়েলের ডিমের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তা সত্বেও তার কাল কুচকুচে চোখে এবং ঢেঙ্গা হলেও স্থগঠিত দেহে একটা চিত্তগ্রাহী শয়তানী সৌন্দর্য আছে। সকল সময়ই সে কোন-না-কোন আনন্দদায়ক ঘটনার জন্য উন্মুখ, উজ্জ্বল ঠোঁটের

কোলে সুমধুর হাসি লেগেই আছে, দাঁতগুলোকে লুকিয়ে রাখায় কোন প্রয়াসই তাতে নেই। এমনি ঢঙে কাঁধ নাড়িয়ে তিনি হাঁটেন, যেন প্রতি মুহূর্তেই মনে করেন কেউ-না-কেউ পেছন থেকে চেপে ধরবে কিংবা তার বালিকা-সুলভ ছিপছিপে পিঠ জড়িয়ে ধরবে। অন্যান্য-সব কশাক রমণীর মতই তিনি পোশাকাদি পরেন বটে তবে তাদের অনেকের চাইতেই তা ধব্ধবে ও ফিটফাট।

একদিন সকাল বেলা মশারির পেছন থেকে মাকারের গলা ডেভিডোভ শুনতে পান। "আমার জ্যাকেটের পকেটে তোমার একটা জিনিস আছে। সিমিওনকে বোধ হয় এর জন্য অর্ডার দিয়েছিলে। গতকল্য শহর থেকে ফিরে এসে এটা তোমাকে দিতে বলেছে।"

"প্রিয় মাকার, সত্যি বলছ?" লুকেরিয়ার তন্দ্রালস সুর আনন্দে নেচে উঠে। শুধু কামিজটা পরেই বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে, পেরেকে-ঝুলানো মাকারের জামাটার দিকে এগিয়ে যায়। পা চেপে ধরে নমনীয় গার্টারের বদলে শহরে মেয়েরা যে রকমের ফিতা দেওয়া সাস্‌পেণ্ডার পরে সে-রকম জিনিষ বার হয়ে আসে। একখানা আয়নায় তার ছবি প্রতিফলিত হয়। ডেভিডোভের তা চোখে পড়ে। আয়নার সামনে বালকসুলভ ছিপ্‌ছিপে সরু ঘাড় নুইয়ে পায়ে সাস্‌পেণ্ডার মানিয়েছে কিনা তা পরীক্ষায় মত্ত হয়। আয়নায় ডেভিডোভ দেখেন, তার উজ্জল চোখের কোনে হাসির রেখা, তিল-ভরা গালে হাসি খেলে বেড়ায়। পায়ে বেশ করে আঁটা কালো মোজা জোড়ার প্রশংসা করতে করতে সে ডেভিডোভের দিকে ফিরে তাকায়, খোলা জামার ফাঁক দিয়ে তার স্তনযুগল বার হয়ে পড়ে। ঠিক সেই সময়ে পাতলা মশারির ফাঁক দিয়ে সে ডেভিডোভের দিকে তাকায়। জামার কলারটা বাম হাতে ধ'রে, না ফিরেই তাঁর উপর চক্ষু নিবদ্ধ রাখে। তার চোখের অবিচলিত হাসিতে "দেখ, কেমন সুন্দরী আমি" যেন লেখা।

লজ্জায় রাঙা হয়ে ডেভিডোভ মর্মর্-করে-উঠা সিন্ধুকটায় ফিরে ঘুমান। কপাল থেকে চক্চকে কাল চুলের গোছাটা পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে ডোভডোভ ভাবেন, "চুলোয় যাক্, মেয়েটা হয়ত ভাববে আমি চুরি করে তাকে দেখছিলাম। সে হয়ত ভাববে, তার প্রতি আমার আসক্তি আছে।"

"বিদেশীর স্বমুখে উলঙ্গ হয়ে ছুটাছুটি করবার দরকার কি?" ডেভিডোভের অস্বস্তিজনক কাসি শুনে অসন্তুষ্টভাবে মাকার বিড়বিড় করে বলতে থাকেন।

"তিনি দেখতে পাবেন না", লুকেরিয়া উত্তর দেয়।

"হাঁ, দেখতে পাই বই কি।" মশারির পেছন থেকে ডেভিডোভ আবার কাসেন।

"তাই যদি হয়, তাহলে দেখে তোমার নয়ন সার্থক কর।" আচলটা মাথায় তুলতে তুলতে অবিচলিত, নিলিপ্ত ভাবে লুকেরিয়া উত্তর দেয়।

"বিদেশী বলে এখন কেউ নেই, মাকার। আজ তিনি বিদেশী বটে, আমি যদি ইচ্ছা করি কাল তিনি আমারই হতে পারেন," সে হেসে উঠে এবং ছুটে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

"তুমি আমার শান্ত ছোট্টটি, মাকার! আমার ছোট্ট বাছুর, আমার প্রিয় মধুর ছোট্ট বাছুর!"

প্রাতঃরাশের পর দু'জনে উঠান পার হতে না হতে ডেভিডোভ বলে উঠেন, আপনার মেয়ে মানুষটি একেবারে যা-তা, মাকার।"

"তাতে আপনার কি?" ডেভিডোভের দিকে না তাকিয়ে শান্ত-ভাবে তিনি জবাব দেন।

"কিন্তু তাতে আপনার করার আছে! আজই আমার থাকার ব্যবস্থা অন্য জায়গায় করছি। এ দেখলে বড়ই অস্বস্তি লাগে। আপনার মত লোক

তার হাতের ক্রীড়নক হয়ে উঠেছেন! আপনি নিজেই বলেছেন টিমোফির সঙ্গে সে প্রণয়াবদ্ধ।"

"তাই বলে তাকে পেটাতে হবে নাকি?"

"না, কিন্তু আপনি নিজে তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। সোজা বলছি, জানি আমি একজন সাম্যবাদী, কিন্তু সহজেই আমি উত্তেজিত হয়ে পড়ি। আমি হলে মেরে ভূত তাড়িয়ে দিতাম! জনগণের কাছে সে আপনাকে হেয় করে তুলেছে, আর আপনি বলছেন, 'কিছুই-না।' সারারাত কোথায় সে কাটিয়েছে? সভা থেকে আমাদের ফিরে আসার পরও সে বাইরে ছিল। আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি হাত দিতে যাচ্ছিনে।..."

"আপনি কি বিবাহিত?"

"না, আপনার পারিবারিক জীবন দেখার পর মৃত্যুর আগে আর বিয়ে কচ্ছিনে।"

"মেয়েদের আপনি নিজেদের সম্পত্তি বলে গণ্য করেন।......"

গোল্লায় যান। একগুঁয়ে অনার্কিস্ট! সম্পত্তি, সম্পত্তি! এখনো তো তা আছে, নয় কি? কি করে তার উচ্ছেদ করবেন? পরিবার-প্রথা এখনও টিকে আছে, নয় কি? কিন্তু আপনি......তারা অপনার স্ত্রীর পেছনে পেছনে চোরের মত চলাফেরা করে......সহিষ্ণুতার নামে ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। চক্র-সভায় আমি কথাটা তুলব। কৃষকদের মধ্যে আপনার দৃষ্টান্ত আর না হয়। চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছেন!"

"বেশ, তাহলে তাকে মেরে ফেলি!"

"অভিনন্দন জানাচ্ছি!"

"বেশ, তাহলে শুনুন......বর্তমানে আর এতে হস্তক্ষেপ করবেন না।" রাস্তার মধ্যে হঠাৎ দাঁড়িয়ে মাকার বলেন, "নিজেই যে-ভাবে সামলাবার সামলাব, কিন্তু তার সময় এ নয়। কাল থেকে এরূপ চললে অবশ্য ব্যাপার অন্য রকম হ'ত, কিন্তু আমি এখন তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। একটু অপেক্ষা

করুন, বুঝে নোব তখন। সে আমার বড় প্রিয়, তা নাহলে অনেক দিন আগেই তার দুষ্টামি থামিয়ে দিতাম। যাচ্ছেন কোথায়? সোভিয়েটে?" প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়ে দেন।

"না, ওস্ত্রোভনভের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তাঁর নিজের বাড়িতে যেয়ে তাঁর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলার আছে। তিনি একজন বুদ্ধিমান কৃষক। তাঁকে আমি ফার্মের ম্যানেজার করতে চাই। আপনার এতে মত কি? আমাদের এমন একজন ম্যানেজার দরকার যিনি আমাদের যৌথ ফার্ম-পয়সাটাকে করে তুলবেন টাকা। ওস্ত্রোভনোভ সেই প্রকৃতির লোক।"

নাগুলনোভ হাত নেড়ে ক্রুদ্ধভাবে উত্তর দেন, "আবার আপনি বাজে খরচ করতে যাচ্ছেন। অস্ত্রোভ্‌নোভ আপনাকে এবং এণ্ড্রিকে পেয়ে বসেছে। যৌথ ফার্মের তার প্রয়োজন ততটুকু, যতটুকু একজন বিশপের দরকার থাকে তার......আমি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। যৌথ ফার্ম থেকে তাকে তাড়াবই আমি! দু'বছর সে কৃষি-ট্যাক্স দিয়েছে বর্ধিত হারে, ধনী কালসাপ! যুদ্ধের আগেও কুলক-জীবন যাপন করেছে, আর তাকেই পুরোভাগে রেখে চলতে হবে?"

তিনি একজন বিজ্ঞানসম্মত কৃষক। আপনি কি মনে করেন আমি একজন কুলককে সমর্থন করতে চাই?

তার ডানা কাটা না হলে সে কবে কুলক বনে যেত।

মতের মিল হবার আগেই তাদের ছাড়াছাড়ি হয়।

---

## [ চৌদ্দ ]

ফেব্রুয়ারী মাস।······

ভোর হবার আগেই ইয়াকভ তার ছেলে ও বাড়ির মেয়েদের জাগান। তারা স্টোভটা জ্বালায়। ইয়াকভের ছেলে সিমিওন পাথরের ওপর ছুরীটা ধার দিয়ে নেয়। কাপ্তেন পলোভ্‌ট্‌সিয়েভ সযত্নে তাঁর পায়ের গরম মোজার ওপর ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়িয়ে নেন, বুটটা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে তাতে। তারপর সিমিওনকে নিয়ে তিনি ভেড়ার খোয়াড়ে যান। ইয়াকভের ১৭টা ভেড়া ও দুটো ছাগল ছিল। সিমিওন জানে, কোন্‌টার বাচ্চা হবে আর কোন্‌টার বাচ্চা-হয়েছে। হাতড়ে হাতড়ে ভেড়া, ভেড়ী ও তাদের শাবক, এই তিনটি সারি করে। শাদা লোমের টুপিটা চোখের উপর পর্যন্ত টেনে পলোভট্‌সিয়েভ বড় একটা খাসী-ভেড়াকে শিঙ ধরে মাটিতে ফেলে দেন। তারপর তার বুকে বসে মাথাটা টেনে আনেন এবং ধারাল ছুরী দিয়ে তার গলাটা কেটে ফেলেন। রক্তের স্রোত উদ্দাম হয়ে উঠে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে ইয়াকভের তীব্র লক্ষ্য ছিল। তাঁর ভেড়ার মাংসে লাল-ফৌজবাহিনী পুষ্ট হবে, বা কোন-একটা ফ্যাক্টরীর ভোজন-গৃহে বসে শ্রম-জীবীরা সে মাংস ভোজন করবে এ তাঁর ইচ্ছা নয়। তারা সোভিয়েটের লোক, আর এই সোভিয়েট বিগত দশ বছর তার কাছ থেকে কত টেক্স ও বলপূর্বক কত আদায়ই না করেছে। বৃহদাকারে কৃষিকার্য চালাতে তাঁকে দেওয়া হয় নি, কাজেই ইচ্ছার অনুরূপ বিত্তশালী হতে পারেন নাই। তাঁর ও সোভিয়েটের মধ্যে আদা-কাচকলা সম্পর্ক। আগুনের প্রতি যেমন ছেলেদের আকর্ষণ, ধন-দৌলতের ওপর সারা জীবন ইয়াকভের তেমনি প্রবল আকর্ষণ ছিল। বিপ্লবের পূর্ব থেকেই নিজের মর্যাদা উন্নয়নের আয়োজন

করতে থাকেন। ছেলেকে নভোচেরকাসের জাংকারদের স্কুলে লেখা-পড়া শেখানো তাঁর বড় বাসনা ছিল, তেলের মিল কেনার স্বপ্ন তিনি দেখতেন, এবং এই উদ্দেশ্যে অর্থ-সঞ্চয় করাও শুরু করে দেন, তিনজন লোক নিজের ক্ষেতে খাটানোর স্বপ্ন দেখতেন ; ভবিষ্যতের গর্ভে তাঁর জন্য যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লুকিয়ে আছে তার কথা ভাবতে ভাবতে এক-একদিন আনন্দে দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হত। তিনি একটি দোকান খোলার প্ল্যান করেন, তারপর টাকা জমিয়ে অকৃতকার্য কোন স্থানীয় কশাক মালিকের হাত থেকে একটা মিল কিনে নেবেন। কল্পনায় তিনি নিজের ছবি আঁকেন, সস্তা চামড়ার পাজামার বদলে তিনি পরেছেন সিল্কের পাজামা, বুকের ওপর ঝুলেছে সোনার চেন……, তাঁর ছেলে কর্ণেল হয়ে শিক্ষিতা একটি তরুণী মেয়ে বিয়ে করবে, তিনি তাকে স্টেশন থেকে জমিদার নোভোপাভ্‌লভের মত নিয়ে আসবেন নিজের মোটরকারে—সামান্য ব্রিট্স্কা গাড়িতে নয়,……সে সব সুদিনের দিবা-স্বপ্নের অন্ত ছিল না তাঁর, রামধনুর মত চকচকে রুবলগুলির ন্যায় তাঁর জীবন উদ্ভাষিত হয়ে উঠে। বিপ্লব তাঁর দেহের রক্ত হিমশীতল করে তোলে, পায়ের নীচে মাটি দুলতে থাকে, কিন্তু তা সত্বেও তিনি একদিনের জন্যও হতাশ হন নি। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গাম্ভীর্য ও চতুরতার সাহায্যে দূর থেকে ঘনিয়ে-আসা বিপ্লবের আগমনী-বার্তা পেয়ে তিনি তাঁর সঞ্চিত বিত্তের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে ফেলেন, প্রতিবেশীরা তার কোন খবরই পায়নি। ১৯১৬ সালের কেনা বাষ্পীয় ইঞ্জিন বিক্রী করে ফেলেন, ৩০টি স্বর্ণের দশ-রুবলের মুদ্রা ও এক থলে রূপো মাটির নীচে পুতে রাখেন, বাড়তি পশুপক্ষী বিক্রী করে ফেলেন, চাষাবাদের পরিমাণ অনেক কমিয়েদেন। ঘাসের উপর দিয়ে ঘুর্ণিবায়ু যেমন করে চলে যায় ঠিক তেমনিভাবে বিপ্লব, যুদ্ধ এবং সীমান্ত-যুদ্ধও তাঁর মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। এসব তাঁকে অবনত করলে তিনি অবনত হতেন কিন্তু ভাঙতে বা অঙ্গহীন করতে সক্ষম হত না। ঝড়ে দেবদারু, বট প্রভৃতিই

সমূলে উৎপাটিত হয়, ঝোপঝাড় মাটিতে পড়ে যায় কিন্তু পরক্ষণেই উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু আসলে ঘটনা এরূপ দাঁড়ায় যে, ইয়াকভকে মাথা তুলে দাঁড়াবার আর সুযোগ দেওয়া হল না। এই জন্যই তিনি সোভিয়েট সরকারের প্রতি বিরূপ। তাঁর জীবন অণ্ডকোষহীন বলদের মতই নীরস। নিজের গড়ে তোলার কাজও নেই, তার মত্ত আনন্দও নেই। কাজেই, এ সময়ে স্ত্রীর চাইতে, পুত্রের চাইতেও পলোভট্সিয়েভ তাঁর নিকটতর আত্মীয়। যে-জীবন কিছুদিন আগেও একশো রুবল মুদ্রার মত চাকচিক্যময়ী ছিল ও ঠুনঠুন করে বেজে উঠত সে-জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য পলোভটসিয়েভের পক্ষ নেয়া তাঁর একান্ত দরকার, আর তা' না হলে বর্তমানে জীবনযাত্রাপ্রণালী পরিহার করা অত্যাবশ্যক।

এই জন্যই গ্রেমিয়সি গ্রামের 'স্ট্যালিন' যৌথ কৃষিক্ষেত্রের কার্যকরী-কমিটির সদস্য ইয়াকভ আজ তাঁর চোদ্দটি ভেড়া জবাই করছেন। শত্রু-স্থানীয় সরকারের যৌথ কৃষি-ফার্মের অধীনে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে তাদের আহার জোগানোর চাইতে পলোভট্সিয়েভের পায়ের কাছে এই যে লুব্ধ শিকারী কুকুরটি ভেড়ার রক্ত পান করছে তার কাছেই তাদের দেহাংশও ধরে দেওয়া অপেক্ষাকৃত ভাল।' ইয়াকভ ভাবেন।

শিক্ষিত ক্যাপ্টেন পলোভটসিয়েভও তাঁর দিক দিয়ে খাঁটি যখন তিনি বলেন, তোমার গরু-বাছুরগুলোকেও মেরে ফেল! বলশেভিকদের পায়ের তলা থেকে মাটি খুঁড়ে নিরুপায় করতে হবে। অযত্নে ষাঁড়গুলো মরে যাক, শাসন-কর্তৃত্ব পেলে আবার হবে। আমেরিকা ও সুইডেন থেকে তারা আমাদের জন্য গরু পাঠাবে। দুর্ভিক্ষ, ধ্বংস ও উত্থানের সহায়তায় সাম্যবাদীদের আমরা শ্বাসরোধ করে মারব। ঘোড়াটার জন্য দুঃখ করো না, ইয়াকভ, ঘোড়াকেও যে সমাজাধীন করা হয়েছে তা ভালই হয়েছে। আমাদের সুবিধা ও উপকারই হবে তাতে। আমরা যখন বিদ্রোহ করে গ্রাম আক্রমণ করব তখন বাড়ি-বাড়ি ঘুরে ঘোড়ার

অনুসন্ধান করার চাইতে এক-জায়গায়-রাখা সবগুলো ঘোড়া পাওয়া ভালই তো, চমৎকার কথা! পলোভট্সিয়েভের বুদ্ধি তার দক্ষিণ-হস্তেরই মত বিশ্বস্ত।

যে চালাঘরে পলোভটসিয়েভ ও সিমিওন ভেড়ার ছাল ছাড়াচ্ছিলেন তার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন ইয়াকভ। ল্যাণ্ঠার্ণের উজ্জ্বল আলোকে তিনি দেখেন, একটা ঝুলানো দেহ থেকে ছাল ছাড়ানো হচ্ছে। বার-কোষের কাছে একটা ভেড়ার মাথা পড়ে আছে আর সেটার বড় বড় হলদে চোখ দুটো জমে মর্মান্তিক দৃশ্য হয়ে উঠেছে। লুকিচের পা কাঁপতে থাকে, হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে খোপ্রভের স্ত্রীর কথা, তাঁর তোতলান মর্মান্তিক অনুচ্চস্বরে-বলা কথাগুলো। "জ্ঞাতি ভাই, পুরানো বন্ধু, কিসের জন্য তোমরা এ সব করছ?" অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার তার চোখ বেয়ে জল পড়ে, নানা রঙ-বেরঙের পশুদেহগুলোর ওপর। রক্তের স্রোত থেকে ভোট্কা গন্ধ আসে, গা বমি বমি করে উঠে, হাই উঠতে থাকে।

"কাটা মাংসের দৃশ্য সইতে পারিনে......প্রভু! গন্ধটাও আমার সয় না", বিড় বিড় করে বলতে বলতে তিনি স্থানত্যাগ করবার উপক্রম করেন।

"কোন্ সাহসে এখানে এসে এসব দেখছ! তোমাকে ছাড়াই আমরা কাজ সারতে পারব।" রক্তাক্ত হস্তেই সিগারেট 'রোল' করতে থাকেন আর মৃদু মৃদু হাসেন পলোভটসিয়েভ।

কঠোর পরিশ্রম করে প্রাতর্ভোজনের পূর্বেই পশু-হত্যার কাজ শেষ করা হয়। চামড়া-ছাড়ানো দেহগুলো গোলা-ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হ'য়। ক্যাপ্টেন তাঁর নিজের ঘরে যেয়ে ঢুকেন। দিনের বেলায় তিনি বার হন না এখান থেকে। মেয়েরা মোটা ভেড়ার লেজটা সেদ্ধ করে। ক্যাপ্তেনের ঘরে খাবার দিয়ে ইয়াকভের পুত্রবধূ খালি থালাখানা নিয়ে বার হতে না হতে গটের কড়া নড়ে উঠে।

"বাবা, ডেভিডোভ এ'দিকে আসছেন।" সিমিওন বলে উঠে। সেইই সবার আগে তাঁকে উঠানে ঢুকতে দেখে। সর্বাপেক্ষা সাদা ময়দার চাইতেও সাদা হয়ে উঠেন ইয়াকভ। এর মধ্যেই ডেভিডোভ ঝাঁটা দিয়ে ঝেঁটিয়ে বুট থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলে দেন। একবার শুষ্ক কাসি কেসে দৃঢ়পদে তিনি বাড়িতে ঢুকে পড়েন।

ইয়াকভ ভাবেন, "গেছি আমি! যে ভাবে ঢুকছে, কুত্তার বাচ্চা! সে যেন সারা পৃথিবীর হর্তাকর্তা। এ যেন তার নিজেরই ঘর। হায়, গেছি আমি! নিকিতা খোপ্রভের হত্যার অভিযোগে বোধহয় গ্রেপ্তার করতে এসেছে। জেনে ফেলেছে সব, শুয়োরের বাচ্চা।"

দরজায় ঘা পড়ে। রুক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন হয়, "ভেতরে আসতে পারি কি?"

"আসুন ভেতরে!" ইয়াকভ সুস্পষ্ট কণ্ঠে ডাকতে চান, কিন্তু কণ্ঠস্বর ভেঙে পড়ে, অস্পষ্টভাবে তা উচ্চারিত হয়।

একমুহূর্ত অপেক্ষা করে ডেভিডোভ দরজা খুলে ঘরে ঢুকে পড়েন। ইয়াকভ টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াননি, কারণ দাঁড়াতে পারেননি। কম্পিত, নিরুপায় পায়ের বুট মেঝে লেগে যাতে ঠক্ ঠক্ শব্দ না হয়, সেজন্য পা দুটো তাঁর তুলে রাখতে হয়।

"ভাল আছেন আপনি?" ডেভিডোভ আগেই সম্ভাষণ করেন।

"আপনি ভাল আছেন তো, কমরেড?" লুকিচ আর তাঁর স্ত্রী সমস্বরে বলে উঠেন।

আজকে ভারি তুষার পড়েছে।......

হাঁ, খুব তুষার পড়েছে।

"তুষারে রাই নষ্ট হবে না তো? আপনার কি মনে হয়?" ডেভিডোভ প্রশ্ন করেন। পকেট থেকে কাজলের মত কাল একটা রুমাল বার করে নাক ঝেড়ে ফেলেন তিনি।

ভিতরে এসে বসুন, কমরেড।

ইয়াকভের বিবর্ণ মুখমণ্ডল ও কম্পিত ঠোঁট দেখে আশ্চর্য হয়ে ভাবেন, 'জুড় ভরতের হয়েছে কি !'

আবার প্রশ্ন করেন, "রাই সম্বন্ধে কি মনে হয় ?"

"না, নষ্ট হবে না……বরফ চাপা বরং ভালই। বাতাস যেখানে বরফ ঝেড়ে ফেলবে সেখানে হয়ত ডগাটা কেটে যেতে পারে।……

"শস্য নিয়ে কথা শুরু করেছেন বটে, হঠাৎ হয়ত বলে বসবেন, 'বেশ, প্রস্তুত হন।' সম্ভবত পলোভটসিয়েভ সম্পর্কে কেউ হয়ত কিছু খবর দিয়েছে তাঁকে। খানাতালাস হয়ত বা হবে!" ইয়াকভ ভাবতে থাকেন। হঠাৎ তাঁর মুখে রক্ত ফিরে আসে, একটু একটু করে ভয়কে জয় করে উঠেন, কপালের ঘামে গোঁফ ভিজে যায়।

"আমাদের সঙ্গে কিছু খাবেন আসুন, খাবেন না কি! চলুন, সামনের ঘরে যাই।" আমন্ত্রণ করেন ইয়াকভ।

"আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে, ইয়াকভ লুকিচ্! যৌথ-ফার্ম সংক্রান্ত সভায় আপনি সুন্দর এবং যথাযথ ভাবে বক্তৃতা দিয়েছেন। সত্যই বলেছেন, যৌথ ফার্মের চাই জটিল ধরণের মেশিনারি। কিন্তু শ্রমিকদের সংগঠন সম্বন্ধে যা বলেছেন তা ঠিক নয়। ঠিক তাই! আপনাকে আমরা ম্যানেজার করতে চাই। শুনেছি, আপনি একজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞান-সম্মত কৃষক।…"

"ভেতরে আসুন, সোজা ভেতরে আসুন, কমরেড। গ্যাসা, সেমোভারটা চালিয়ে দাও। কপি শাকের ঝোল একটু খাবেন? এতটুকু! অথবা এতটুকুন লবণাক্ত তরমুজ! ভেতরে আসুন, প্রিয় বন্ধু! নব জীবনের নেতা……" আনন্দে ইয়াকভের কণ্ঠরোধের উপক্রম হয়, কাঁধ থেকে যেন পর্ব্বত নেমে যায়। "হাঁ, বিজ্ঞানসম্মতভাবে আমি জমি চাষাবাদ করতাম, সত্যই শুনেছেন। আমাদের মূর্খ কশাকদের চিরা-চরিত পন্থা থেকে সরিয়ে আনতেও চেষ্টা করি। দেখুন, কি ভাবে তারা

চাষ করে! মাটির উপর যেন আঁচড় কাটে, রেজিয়ানেল জমি-বিভাগ থেকে আমি একখানা প্রশংসাপত্র পেয়েছি। সিমিওন, ফ্রেমে-বাঁধা চিঠিগুলো নিয়ে এসো। না, না, থাক? আমরা নিজেরাই ওঘরে যাব।'

সিমিওনের দিকে সামান্য একটু চোখ ঠেরে ইয়াকভ তাঁর অতিথিকে সব চাইতে ভাল ঘরখানায় নিয়ে যান। পিতার ইসারার অর্থ বুঝে সিমিওন পলোভটসিয়েভের ঘরের দুয়ারে তালা লাগাতে চলে যায়। ঘরখানা খালি দেখে সে চমকে উঠে। হল ঘরটায় ঢুকে সে দেখে শুধু গরম জামাটা পরেই পলোভটসিয়েভ ভাল ঘরে যাবার পথের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। সিমিওনকে বাইরে যাবার ইংগিত দিয়ে তিনি শীকারি জন্তর ন্যায় সতর্কভাবে দরজায় কান পেতে থাকেন।

"দুঃসাহসী শয়তান," যেতে যেতে সিমিওন ভাবে।

ইয়াকভের প্রকাণ্ড ঠাণ্ডা হলঘরটা শীতের সময় ব্যবহার করা হয় না। বিচিত্র মেঝের একটা কোনে শণ-বীজ স্তূপীকৃত থাকে, বছরের পর বছর। দরজার পাশেই আপেলের আচার-ভরতি একটা পিপা। পিপার ঢাকনির উপর বসে পলোভট্ ডেভিডোভ ও ইয়াকভের প্রতিটি কথা শুনতে থাকেন। পলোভটসিয়েভের পা শীতে জমাট বাঁধার উপক্রম, তা সত্ত্বেও একটু নড়াচড়া করেন না। মাত্র একখানা দরজার আড়ালে থেকে তাঁর পরম শত্রুর কর্কশ গলার স্বর সাগ্রহে শুনতে থাকেন। "সভায় বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে তার গলা বসে গেছে, হাউণ্ড! দিতাম তাকে……যদি শুধু পারতাম, এই মুহূর্তে……"পলোভটসিয়েভের হাত দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠে, বুকের রক্ত টগবগ করে নেচে উঠে, আঙুলের নখ হাতের তালুতে বসে যায়।

দরজার অপর দিক থেকে কথা কানে আসে:

প্রিয় চেয়ারম্যান, আমি বলি কি, পুরাতন পদ্ধতিতে কাজ করে লাভ নেই। শস্যের কথাই শুধু ধরুননা! তুষারে কেন তা নষ্ট হয়ে

যায়? প্রতি হেক্টরে ২০ পুড করে শস্য পেলেই আমরা মনে করি যথেষ্ট পেলাম, আর অনেকে হয়তো বীজের শস্যও পায়না? কিন্তু মাঠে আমার ক্ষেতের মধ্য দিয়ে চলা কারো সাধ্য নয়। ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার সময় মনে হয় গাছগুলো ঘোড়ার পিঠ ছাড়িয়ে উঠেছে। এর কারণ, আমি আমার ক্ষেতে বরফ ধরে রাখি, জমি ভিজা রাখি। অন্য নাগরিকেরা সান-ফ্লাওয়ারের মূল পর্যন্ত কেটে ফেলে: সে লোভী, মনে করে স্টোভের জন্য এ তার দরকার। গ্রীষ্মকালে কুত্তার বাচ্চারা জ্বালানির জন্য উঠানের গোবর কাটার সময় পায়নি! তারা জন্মকুঁড়ে, স্বভাব ছাড়ে না। বোঝে না, তারা যদি শুধু ফুলের ডগাগুলো কাটে, গাছের ডাটাটা ক্ষেতে বরফ ধরে রাখে, বাতাস বরফগুলোকে সরিয়ে নিতে পারে না। ক্ষেতে বরফ ধরে না রাখলে তা বায় হয়ে নষ্ট হয়ে যাবেই। দামী বন্যার জল নষ্ট হয়ে যায়, মানুষ বা ক্ষেত কেউই এর সুফল পায় না।

"তা সত্য, নিছক কথা!"

আমাদের পালক মাতা, সোভিয়েট সরকার, শুধু শুধু আর আমাকে প্রশংসাপত্রটি দেয় নি, কমরেড ডেভিডোভ! আমি জানি কিসে কি হয়। কোন কোন কৃষি-বিশেষজ্ঞ কোন কোন সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যান, তাহলেও তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে শেখবার অনেক-কিছু আছে। যেমন, আমি একটা কৃষি-সংক্রান্ত পত্রিকার গ্রাহক ছিলাম। তাতে একজন উচ্চ-শিক্ষিত শিক্ষক লেখেন, তুষারের জন্য শস্য নষ্ট হয় না, যখন মুক্ত মাটিকে ঢেকে রাখার মত বরফ থাকে না তখনই তাতে ফাটল ধরে, আর এই সঙ্গে মূলগুলিও যায় ছিন্ন হয়ে। এইভাবে শস্য নষ্ট হয়।

"ভারি চমৎকার তো! কখনো শুনিনি তো এই কথা?"

"লিখেছেন তিনি সত্যই। আমিও তাই বলি। আমি নিজে এই থিয়োরী পরীক্ষা করে দেখেছি। কতকগুলি শস্য আমি উঠিয়ে দেখি,

যেসব সরু ও ছোট ছোট শিকড় মূল শিকড়কে বাঁচিয়ে রাখে এবং যেসব শিকড় চুষে অঙ্কুরিত বীজ বেঁচে থাকে তা সব ভেঙে খান খান হয়ে যায়, বীজকে বাঁচিয়ে রাখার আর কিছু নেই বলে নষ্ট হয়ে যায়। শিরা কেটে দিলে মানুষ বাঁচে কি? শস্যের বেলায়ও তাই।"

"হাঁ, ইয়াকভ, আপনি সত্যই বলছেন। মাঠে বরফ ধরে রাখতেই হবে। আপনার মাসিকগুলো দেবেন তো আমাকে পড়তে?

"এগুলো আপনার কোন কাজেই আসবে না", পলোভট্‌সিয়েভ ভাবেন, "পড়ার আপনার আর সময় হবে না, আপনার দিন ঘনিয়ে এসেছে।" আপন মনে তিনি হাসতে থাকেন।

ইয়াকভ আগের কথার জের টেনে চলেন, "শীতকালে পতিত জমিতে কি ভাবে বরফ ধরে রাখতে হয়? তার জন্য পরদার দরকার, ইতিমধ্যেই গাছের ডালের পরদা তৈরী করাব ভেবেছি। নদীর স্রোতে আমাদের অনেক হেকটার জমি ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তারও একটা বন্দোবস্ত করতে হবে।"

"সবই সত্য। গরুর খোঁয়াড়গুলো গরম রাখার সব চাইতে ভাল উপায় কি বলুন তো? খরচ কম পড়ে অথচ ভাল হয় এমন পন্থা নিতে হবে, বুঝেছেন?"

উঠানের কথা তো বলছেন? তাও ঠিক করে নোব। মেয়েদের দিয়ে বেড়ায় মাটির লেপ দিয়ে নোব। তা না হলে, দুই সারি বেড়ার মধ্যে শুকনো গোবর জমিয়ে রাখবো।

হাঁ, বীজকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রাখার কি বন্দোবস্ত করা যাবে?

পলোভটসিয়েভের পিপার উপর আরেকটু আরামপ্রদভাবে বসার ইচ্ছা হয়, কিন্তু ঢাকনাটা ঝন ঝন করে নীচে পড়ে যায়। ডেভিডোভকে "কি পড়ল সেখানে?" বলতে শুনে তিনি দাঁত কড় মড় করতে থাকেন।

"মনে হচ্ছে বিড়ালটা কিছু ফেলে দিয়েছে। শীতের সময় এ হলটা

আমরা ব্যবহার করিনে। ওহো! আমার নির্বাচিত শণের বীজটা আপনাকে দেখাতে হবে। বিশেষ করে আমি ওটা পাঠিয়েছি। ঠাণ্ডার জন্য ঐ ঘরে রেখেছি, ভেতরে এসে দেখুন।

হঠাৎ লাফিয়ে পলোভটসিয়েভ দরজা খুলে দুটো ঘরের মধ্যেকার সরু পথটায় পড়েন। কব্জা তৈলাক্ত থাকায় কোন শব্দ হয় না।

বগলে একটি কাগজের প্যাকেট নিয়ে ডেভিডোভ যখন ইয়াকভের ঘর থেকে বার হয়ে আসেন তখন তিনি যে কাজের জন্য এসেছিলেন তা সার্থক হয়েছে এবং ইয়াকভের কদর সম্পর্কে ভালভাবে বুঝে নিয়েছেন মনে করে খুশী হয়ে উঠেন। "এই রকমের একটি মানুষের সাহায্যে এক বছরের মধ্যে গ্রামের ভোল বদলে দেওয়া যায়। সয়তানটা, চাষী হিসাবে চতুর ও সুপণ্ডিত। চাষাবাদ ও জমি সম্পর্কে তার অগাধ জ্ঞান, এই তো সত্যিকারের গুণ। আমি বুঝতে পারছি না, মাকার তাঁর সম্বন্ধে এত সন্দীহান কেন? কালেকটিভ ফার্মের কাজে তাঁর সাহায্য বিশেষ দরকার। বাস্তবিক তাই।" গ্রাম্য সোভিয়েটের দিকে যেতে যেতে ডেভিডোভ ভাবতে থাকেন।

—০—

## [ পনেরো ]

ইয়াকভের প্ররোচনায় রোজ রাত্রে ঘরে ঘরে রাশি রাশি গবাদি পশু জবাই হয়। সন্ধ্যা ঢলে পড়তে না পড়তেই গরু-বাছুর আর শূকর-ভেড়ার করুণ আর্তনাদে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যৌথ ফার্মের সভ্যেরাই শুধু নয়, যারা তাতে যোগ দেয় নি তারাও জবাই চালায়। তারা পরস্পর বলাবলি করে, "কি হবে রেখে, এগুলো তো আর আমাদের নয়, এগুলো তো রাখাও যাবে না! ট্যাক্স বাবদেই এগুলো যাবে।" দু'দিনে গাঁয়ের প্রায় আদ্ধেক জীব বধ করা হয়। মাংসের গুরু চাপে টেবিল গুলো কড়্ কড়্ করতে থাকে। ভোজনের পর কেউ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, কারো পেটে খিল ধরে, খেতে খেতে হাই উঠে, তবু তারা প্রাণভরে খেয়ে চলে, তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে ঝিমোয়।

স্থকার সর্বপ্রথম পশু-হত্যায় হাত দেয়। গেল বছরের হৃষ্টপুষ্ট বাছুরট জবাই করা হয়। স্ত্রী মেমিছিকার ছাল ছাড়াতে যেয়ে পিঠে এমনি এক চোট লাগে যে পরের দিন তার পিঠে সেক দিতে হয়। মনের দুঃখে স্থকারের খাওয়া-দাওয়া একটু অতিরিক্তই হয়ে যায়; ফলে ক'দিন বিছানা ত্যাগ করা তার হয়ে উঠে না, এমন-কি, চটের পাজামাটাও পরতে পারে না, পেটের ব্যথায় অধীর হয়ে উঠে।

দ্বিতীয় দিন বিকালে পশু-হত্যার খবর রাজমিওটনোভের কানে যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ ডেভিডোভের নিকট ছুটে যান, বলেন, কিছু করছেন না আপনি?

"বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে তিনি হেসে উত্তর দেন, একখানি বই পড়ছি। চমৎকার বই! একশ্বাসে না পড়ে থাকা যায় না!"

বেটে বলিষ্ঠ হাতখানা বাড়িয়ে তিনি হাসতে থাকেন।

উপন্যাস বা গানের বই নিয়ে আছেন, আর গ্রামে······

"মূর্খ কোথাকার, কোথায় উপন্যাস আর গানের বই ?" ডেভিড হো হো করে হেসে উঠেন। বইখানা তাঁর হাতে গুঁজে দিয়ে বলেন, এখানা রোস্টভের পার্টির কর্মি-সদস্যদের উদ্দেশ্যে এড্রিয়েভের রিপোর্ট। দশখানা নভেলের চাইতেও দরকারী, এখানা। বাস্তবিক! পড়তে শুরু করে অন্নজলের কথা পর্যন্ত ভুলে গেছি, পড়েই চলেছি। চুলোয় যাক সব, তৃপ্তি পেয়েছি বইখানা পড়ে। মনে হচ্ছে খুব ঠাণ্ডা পড়েছে !" বিরক্তিতে তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে উঠে। পকেটে হাত পুরে রান্না ঘরে ঢুকেন তিনি।

রাজমিওটনোভ ক্রুদ্ধস্বরে বলেন, "আপনি আমার কথা শুনবেন, কি শুনবেন না ?"

রান্নাঘর থেকে একটা মাটির পাত্রে কিছু ঠাণ্ডা কপির তরকারী নিয়ে এসে খেতে খেতে মুখ তুলে বলেন, "কেন শুনব না ? নিশ্চয়ই শুনব, এক মিনিট অপেক্ষা করুন।"

পাত্রের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে রাজমিওটনোভ ঈর্ষাবশে বলেন, ঝোলে ঐ মাংস, না ?

একটা বিষম খেয়ে ঢোক গিলে মাথা নাড়েন ডেভিডোভ।

মাংস কোত্থেকে আস্ছে জানেন ?

জানিনে বটে, কিন্তু তাতে কি আসে যায় ?

গাঁয়ের আদ্দেক পশু জবাই-করা হয়েছে, তা থেকেই এ আস্ছে।

রুটির বড় একটা টুক্‌রা মুখে পুরে তিনি বলে উঠেন, কারা জবাই করছে ?

'শয়তানরা ?' রাজমিওটনোভের কপালের জটটা রক্তাভ হয়ে উঠে। "যৌথ ফার্মের চেয়ারম্যান! আপনি যে বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে যাচ্ছেন তার সভ্যেরাই জবাই চালাচ্ছে! ব্যক্তিগত চাষীরাও বাদ যাচ্ছে না। শুয়োরের বাচ্ছারা সমস্ত পশু জবাই করে গাঁ উজাড় করে ফেল্‌ছে। ষাঁড়গুলোও জবাই করতে ছাড়ছে না।"

এত হৈ চৈ না করে খুলে বলুন না, কে জবাই করে, কেনই-বা করে ? কি করে জানব, কেন ?

আপনার কেবল গর্জন আর গর্জন ! আমি তো চোখ বুঝেই দেখতে পাই, সেই প্রিয় এবং পুরণো ১৯১৭ সাল আবার ফিরে এসেছে !

মনে হয় আপনিও চেঁচাতে শুরু করলেন বলে !

রাজমিওটনোভ খুলে সব বলেন। শেষ দিকে না চিবিয়েই গলাধঃকরণ করতে শুরু করেন ডেভিডোভ।

"এক্ষুণি সাধারণ সভা ডাকুন", আদেশ দেন তিনি, "নাগুলনোভকে··· যাক, আমি নিজেই যাচ্ছি তাঁর কাছে।"

সভা কিসের জন্য ?

কেন, পোষা জীব হত্যা নিষিদ্ধ কোরে দেবো। তাদের তাড়িয়ে দোব যৌথ ফার্ম থেকে, বিচার হবে, বাস্তবিক ? ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ! ধনী চাষীরা আবার আমাদের চরকায় তেল দেবার চেষ্টা করছে। নিন, সিগারেটটা ধরিয়ে বার হয়ে পড়ুন। হাঁ, নিজের গুণগান করতে ভুলে গেছি।

হর্ষোজ্জ্বল চোখে তিনি বলে যান, "লেনিনগ্রাডের ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরা একটা পার্শ্বেল পাঠিয়েছে—ছোট্ট একটা পার্শ্বেল।"

আনন্দে আত্মহারা হয়ে বিছানার তলা থেকে বাক্সটা টেনে বার করেন। ডালাটা তুলতেই চোখে পড়ে, বিস্কুট, সিগারেট, বই আরও কত-কি ! এলোমেলোভাবে বাক্সময় ছড়িয়ে আছে।

"কমরেডরা এখনো আমায় ভোলেনি। দেখুন, দেখুন এইগুলো আমাদের লেনিনগ্রাডের সিগারেট ; চকলেট পর্যন্ত পাঠাতে ছাড়েনি ! কি দরকার ছিল এগুলোর ! ছেলেপিলেদের না-হয় এগুলো বিলিয়ে দোব। আসল কথা, তারা আমার কথা মনে রেখে আমার জন্য এসব পাঠিয়েছে, গুরুত্ব হল এখানে, নয়-কি ! একখানা চিঠিও দিয়েছে এ সঙ্গে।······

তাঁর স্বর অস্বাভাবিক রকমের শান্ত। দুঃখিত অথচ মনে মনে সুখী। ডেভিডোভের এই দিকটা কখনো রাজমিওটনোভের চোখে পড়েনি। কোন অপূর্ব কারণে তাঁর মনের এই আলোড়ন রাজমিওটনোভের মনেও দাগ কাটে, আনন্দদায়ক কিছু বলার তিনি চেষ্টা করেন।

"ভালই তো! আপনি হচ্ছেন একটি বড়খোকা, তাই না তারা বাক্সটা পাঠিয়েছে! দেখুন না, এক রুবেলেও এতগুলো জিনিস কেনা যায় না।"

"কথা তা নয়, ভাই! কথা হল: আমি বড় দুঃখী। এক রকম অনাথ, না আছে স্ত্রীপুত্র, না আছে কেউ, বাস্তবিক! তারপর আস্‌ল এই পার্শ্বেলটা, বড় হৃদয়-স্পর্শী ব্যাপার! দেখুন, কতজন চিঠিখানার মধ্যে সই করেছে।"

একহাতে সিগারেট-বাক্সটা, অন্য হাতে অসংখ্য-স্বাক্ষরে সুশোভিত চিঠিখানা তুলে তিনি ধরেন, হাত তাঁর কাঁপে।

রাজমিওটনোভ লেনিনগ্রাডের একটা সিগারেট ধরিয়ে জিগ্যেস করেন, "আচ্ছা, নতুন বাসাটা লাগছে কেমন? মহিলাটি বেশ লোক, না? ধোয়া-টোয়ার কি করেছেন? যার কাছে দিয়ে গেলে মা ধুয়ে-টুয়ে দিতে পারেন, ওখানকার মহিলাটির সঙ্গেও ব্যবস্থা করে নিতে পারেন। জামাটার একশেষ করেছেন দেখছি।

ডেভিডোভ একটু লজ্জিত ভাবেই বলেন, "হাঁ, একটা-কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। নাগুলনোভের সঙ্গে থাকার সময় কিছু করে ওঠা সম্ভবপর ছিল না। নিজেই সেলাই করি, কোনমতে নিজেই জামা-কাপড় ধুয়েও নিই। এখানে আসার পর থেকে আর ভাল করে কাপড় কাচাই হয়ে উঠেনি। বাস্তবিক! সোয়েটারখানাও......গেঁয়ো দোকানে কোন সাবানই নেই। এখানকার মহিলাটিকে ধোয়ার কথা বলায় বলেন, 'সাবান দেবেন, ধুয়ে দোব।' কাপড়-কাচা সাবান পাঠাতে ছেলেদের লিখে পাঠাব। আস্তানাটা মন্দ নয়। ছেলেপিলে নেই, পড়াশুনোয়ও ব্যাঘাত হয় না, এবং সর্বতোভাবে......।"

মা'র কাছেই দিয়ে আসবেন, মা-ই ধুয়ে দেবেন; লজ্জা করবেন না যেন, মা মেয়ে ভাল।

ভাববেন না, আমি সব ঠিক করে নোব। ধন্যবাদ! যৌথ কৃষিক্ষেত্রের জন্য একটা গোছলখানা চাই। তৈরি আমরা করবই, বাস্তবিক! বেশ, যান আপনি, সভার আয়োজন করুন গে।

রাজামিওটনোভ সিগারেটটা শেষ করে বেরিয়ে পড়েন। ডেভিডোভ লক্ষ্যবিহীনভাবে প্যাকেটটা গুছিয়ে বাক্সে তুলে রাখেন। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। গায়ের ময়লা হলদে-পিঙলে রঙের সোয়েটারখানার কলার ঠিক করে নেন, কাল, খাড়া চুলগুলো পাট করে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হন তিনি।

নাগুলনোভের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করতে যান। ভ্রূকুঞ্চিত করে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে তিনি ডেভিডোভকে কোনমতে একটা নমস্কার করেন।

কুশল প্রশ্ন বিনিময়ের পর বিড় বিড় করে তিনি বলেন, "লোকজন গরু জবাই কচ্ছে। সম্পত্তির জন্য তারা নাকি খুবই দুঃখিত। ক্ষুদে-বুর্জোয়ারা যে ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছে তা কথায় বলে শেষ করা যায় না।" স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে তিনি বলেন, "এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাও, লুকেরিয়া! বাড়িওয়ালীর কাছে যেয়ে একটু বস। তুমি কাছে থাকলে আমার কথা জমে না।"

মুখটা কালো করে লুকেরিয়া রান্নাঘরে চলে যায়।

বিতাড়িত কুলকদের সঙ্গে যেদিন টিমোফিও ঘোড়ায় চড়ে বিদায় হয় সেদিন থেকেই লুকেরিয়া বিমর্ষ হয়ে পড়ে, চোখের নীচে কাল রেখা ভেসে উঠে, এমন-কি তার নাকটাও মড়ার মত পাণ্ডুর হয়ে উঠে। যেদিন হিমমণ্ডলের দিকে কুলকদের পাঠানোর আয়োজন হয় সেদিন সকাল থেকে বোর্শেভদের উঠানে লুকেরিয়া অতি নির্লজ্জভাবে দাঁড়িয়ে

থাকে, টিমোফিকে শেষ-দেখা দেখার জন্য। সায়াহ্নে শ্লেজ গাড়িতে মালপত্র বোঝাই করে তারা যখন গ্রেমিয়াসি থেকে রওনা হয় তখন লুকেরিয়া একটা অলুক্ষণে চীৎকার করে সটান বরফের উপর শুয়ে পড়ে। পিতা ভয় দেখিয়ে বারণ না করলে টিমোফিও হয়ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়তো, তার কাছে ছুটে যেতো। অশ্বারোহণে শ্লেজের অনুসরণ রত টিমোফি জলন্ত বিদ্বেষে বিবর্ণ হয়ে ঠোঁট কামড়ায় আর ফিরে ফিরে গ্রেমিয়াসির দিকে তাকায়।

লুকেরিয়ার মনের কোনে টিমোফির সোহাগ-ভরা মধুর স্মৃতি ঝাউ-গাছের পাতার ন্যায় মর্মর ধ্বনি জাগায়। তা যে আর শুনতে-পাবে না ঃ এ দিনের আলোর মত সুস্পষ্ট। প্রেমের প্রতিদানের আশা-ভরসা না থাকলে নারীর দেহ না শুকিয়ে থাকে কি করে, তার সব শেষ হয়ে গেছে—এ না ভেবে থাকে কি করে? তার চোখের দিকে তাকিয়ে আজ প্রেমভরে কে আর বলবে ঃ "অই সবুজ ওড়নাখানা তোমাকে নিখুঁত ভাবে মানিয়েছে, লুকেরিয়া! সেকালের যে-কোন রাজকর্মচারীর স্ত্রীর চাইতে এ পোশাকে তোমায় মানিয়েছে ভাল।' অথবা মেয়েলি গানের ভাষায় 'হে আমার সুন্দরী প্রিয়া, ক্ষমা কর আমায়, বিদায়! তোমার অপার সৌন্দর্য আমার অফুরন্ত আনন্দের উৎস।' তোষামোদ ও মর্মস্পর্শী নির্লজ্জতায় টিমোফিই শুধু লুকেরিয়ার মনের অন্তস্থলে নাড়া দিতে পারে।

সেদিন থেকে সে তার স্বামীর কাছ থেকে একেবারে সরে যায়। অতি শান্ত ও দৃঢ়ভাবে অথচ মধুর কণ্ঠে মাকার তাকে বলেন, "শেষের কটা দিন আমার সঙ্গে থেকে যাও, কোনমতে কাটিয়ে যাও......তারপর ছোটখাট যা-কিছু আছে—গার্টার, পোমেডের কৌটা—নিয়ে যেখানে খুশি চলে যেয়ো। তোমাকে ভালবেসে যথেষ্ট অপমানিত হয়েছি, আমার ধৈর্যের সকল বাঁধ খসে পড়েছে। একটা কুলকের ছেলের সঙ্গে তুমি কম ঢলাঢলি করনি, তবু কিছু বলিনি। যৌথ কৃষিক্ষেত্রের শ্রেণী-সচেতন

লোকদের সুমুখে আজ তার জন্য যেভাবে কান্নাকাটা করেছ তারপর আর আমার ধৈর্যের বাঁধ-অটুট থাকতে পারে না। তোমার সঙ্গে যুক্ত থাকলে বিশ্ব-বিপ্লবের নাগাল আমি পাব না, তা নয়, তবে আমি হয়ত তলিয়ে যেতেও তো পারি! তুমি আমার অপ্রয়োজনীয় বোঝা-বিশেষ হয়ে উঠেছ, এখন সেই বোঝাই সরিয়ে দিচ্ছি, বুঝতে পাচ্ছো।

"হাঁ, বুঝেছি," লুকেরিয়া তখন উত্তর দেয়, আর কোন কথা বলে না।

সেদিনই বিকালে ডেভিডোভ ও মাকারের মধ্যে গোপনে কথা হয়: "সেই মেয়েটা তোমাকে কাদায় নামিয়েছে। কি করে আর তুমি যৌথ কৃষিক্ষেত্রের লোকদের সুমুখ মাড়াবে?" তিনি জানতে চান।

আবার সেই বিরক্তিময় পুরাণো কথা।......

"আপনার মাথায় কিছু নেই, আপনি একটা আস্ত বলদ!" ডেভিডোভের ঘাড় পর্যন্ত লাল হয়ে উঠে, কপালের শিরা ফুলে উঠে।

"মানুষ কি করে আপনার সঙ্গে কথা বলে?" ঘরময় মাকার পায়চারি করেন, আঙুল মটকান এবং শান্ত ও ধূর্তের হাসি হাসেন, "আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে আপনার যে-কোন একটি শব্দই যথেষ্ট—এনার্কিষ্ট ইডিয়ট, ট্রটস্কী-পন্থী! স্ত্রী সম্বন্ধে আমি কি ভাবি না ভাবি, কেনই বা এসব সয়ে চলছি, সবই আপনার জানা। আগেও বলেছি, ওর কথা কিছুই আমি ভাবিনে। ভেড়ার কাছে তার লেজের কি দাম ভেবে দেখেছেন কখনও?

"না," কথার মোড় ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করায় ডেভিডোভ হতভম্ব হয়ে যান। ধীরে ধীরে মাকার জবাব দেন।

"হাঁ, আমি কিন্তু ভেবেছি। প্রায়ই আমি অবাক্ হয়ে ভাবি, কি দরকার ছিল এইটুকু লেজের! স্বভাবত এইটে একটা বাজে বোঝা বিশেষ। মনে হয় এর কোন প্রয়োজনই ছিল না। গরু, ঘোড়া, ছাগল, কুকুর তাদের লেজ দিয়ে মশা-মাছি তাড়াতে পারে। ভেড়ার লেজটা চর্বিতে আট পাউণ্ড

ভারি, নাড়তেই পারে না, মশা-মাছি তাড়াবে কি! গ্রীষ্মে গরম লাগে বেজায়, তাছাড়া পোকাও পড়ে।"

"ভেড়ার লেজ ও অন্যান্য জীবের লেজের কথা তুলে কী আপনি বলতে চান?" ডেভিডোভ আবার তেতে উঠেন। মাকার অকুণ্ঠিত চিত্তে কথার জের টেনে চলেন: "তার লজ্জা ঢেকে রাখার জন্যই লেজটা তার দরকার। অসুবিধা বটেই তো, কিন্তু তার পরিবর্তে কি দেওয়া যেতো? আমার মেয়ে মানুষ, আমার স্ত্রীর কথাই বলছি, ভেড়ার লেজের মতই আমার প্রয়োজনীয়। আমি আমাকে শানিয়েছি, চিরাকাঙ্ক্ষিত বিশ্ব-বিপ্লবের প্রতীক্ষায় আছি। আমার স্ত্রীটা একটা যাচ্ছেতাই, তার অধিক-কিছু নয়। পথের সঙ্গী একটা, তার বেশি নয়। তা সত্বেও তাকে ছেড়ে কেউ চলতে পারে না, লজ্জা ঢেকে রেখেই চলতে হয়।······সে যদি আমাকে দিয়ে তৃপ্তি না পায়, বেশতো, সে যাতে তৃপ্তি পায়, করুক। একবার তাকে আমি বলি, 'অন্যের সঙ্গে যদি লীলা করতেই হয়, কর তোমার খুশী মত। কিন্তু কথা হল, তোমার আঁচলে তার দাগ যেন না থাকে, কোথায় কাপড় বিছিয়ে আত্মদান করেছ তার চিহ্ন দেখিয়ো না, তাহলে ঘুসি মেরে মাথার খুলি উড়িয়ে দোব।' কমরেড ডেভিডোভ, এসবের কিছুই বুঝবেন না। আপনি ভাজ-করা একটি মাপকাঠি বিশেষ। তাই আমি যেমন করে বিপ্লবের আগমন-বার্তা শুনতে পাই তেমন করে আপনি পান না। কিন্তু স্ত্রীর পাপাচরণের জন্য আমাকে বিদ্রূপ করেন কেন? আমাদের দু'জনকে তৃপ্ত করার যথেষ্ট সম্বল তার আছে। আমাদের শ্রেণী-শত্রু কুলকের অঙ্কশায়িনী হয়, তার জন্য বিলাপ করে—কাজেই সে একটা কালসাপ বিশেষ! যাই হউক-না-কেন তাকে বাড়ির বার করে দিচ্ছি। তাকে বেতিয়ে ঠিক করার মত শক্তি আমার নেই। নবজীবনের পথে হাত আমার কলঙ্কিত করতে চাইনে। আপনি হলে চাবকাতেন, নয়কি! সে-ক্ষেত্রে সেকালের উচ্চ কর্মচারী ও আপনি—জনৈক সাম্যবাদী—এর মধ্যে

তফাৎ কোথায়? হ্যাঁ মশাই, তারা সর্বদা স্ত্রীদের চাবকাত। এই আমার সকল বক্তব্য। না, ভাই, লুকেরিয়া সম্বন্ধে আমাকে কোন কিছু বলা থামান, আমার ব্যাপার আমিই মিটিয়ে নোব, আপনার সাহায্য চাইনে। স্ত্রী একটা বেশ বড় রকমের সমস্যা। অনেক-কিছুই নির্ভর করে তার উপর।” মাকার নিস্তেজভাবে হাসেন, পরে উত্তেজিতভাবে আবার বলতে থাকেন: “সীমারেখাগুলো বিলোপ না-করা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন; তারপর আমিই সর্বপ্রথম বলব: বিদেশী মেয়েকে বিয়ে কর। সকলেই হবে মিশ্রিত বর্ণের, কেউ আর বলতে পাবে না এ শ্বেতাঙ্গ, ও কাল, বা সে পীতাঙ্গ। শ্বেতাঙ্গ তার গায়ের চামড়ার দৌলতে অন্যকে হেয় বলে আর ভাবতে পারবে না। সবাই হবে—চমৎকার কাল কুচ্‌কুচে চেহারার, সবাই একই রকমের। এ সম্পর্কে অনেক রাত্রে অনেক-কিছু ভেবেছি…’

এক প্রকার স্বপ্নরাজ্যে আপনি বাস করেন, মাকার। অনেক-কিছুই আমি বুঝিনে, এ সত্য। জাতিগত বৈষম্য……সত্য বটে, তবে অপরাপর সম্পর্কে……বেঁচে থাকার সমস্যা সম্পর্কে আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। চুলোয় যাক। তবে এইটে খাঁটি জানুন, আমি আর আপনার সঙ্গে থাকছিনে।

বিছানার তল থেকে ডেভিডোভ তাঁর সুটকেশটা টেনে বার করেন। ভেতরের যন্ত্রপাতি ফাঁকা পেয়ে ঠন্ ঠন্ করে বেজে উঠে এবং থেমেও যায়। নতুন আস্তানা, যৌথ কৃষিক্ষেত্রের অপুত্রক ফিলিমোনভ ও তাঁর স্ত্রীর বাড়ি পর্যান্ত মাকার তাঁকে এগিয়ে দিয়ে আসেন। ফিলিমোনোভের উঠান পর্যন্ত সারা পথ বসন্তকালীন চাষাবাদের নানাবিষয় নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন, পরিবার বা জীবন সমস্যা সম্পর্কে আর কোন কথাই উঠে না। এর পর থেকে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্যের অভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

এ জন্যই ঘরে-পোষা জীবহত্যা নিয়ে ডেভিডোভের সঙ্গে কথা বলার

সময় মাকার চোখ নত করেন কিন্তু লুকেরিয়ার চলে যাবার পর তিনি আবার আত্মস্থ হন ও উত্তেজিতভাবে বলতে থাকেন, "কালোসাপরা জীবগুলো হত্যা করে উজাড় করে ফেলছে। যৌথ কৃষিক্ষেত্রে জীবগুলো দেওয়ার চাইতে তাদের মাংস খেতে খেতে দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে তাতেও আপত্তি নেই। আমি বলি কি, একটা সভা ডেকে প্রস্তাব পাশ করুন, কেউ স্বেচ্ছায় ঘরে-পোষা জীব জবাই করলে গুলি করে মারা হবে।

"কী ?" ডেভিডোভের মুখে কথা আটকে যায়!

আমি বলি গুলি করুন তাদের। গুলি করতে আবার কার অনুমতি চাইতে হবে? পিপুল্স্ কোর্ট এ আদেশ দিতে পারে না, পারে কি? গাভান গরু জবাই করে এমন গোটা দুই লোককে গুলি করলেই দেখবেন, সব হুঁসিয়ার হয়ে যাবে। খুব কঠোরতার সঙ্গে কাজ করা ছাড়া উপায় নেই।

টুপিটা সিন্ধুকের উপর ছুঁড়ে ফেলে ডেভিড ঘরময় পায়চারি করেন, বিরক্তি ও অস্থিরতা ফুটে উঠে তাঁর কণ্ঠে।

'আবার আপনি নীতিভ্রষ্ট হচ্ছেন। ভুল পথে চলেছেন, মাকার! ভেবে দেখুন: নিজেদের গরু জবাই করছে বলে সত্যই কি আপনি তাদের গুলি করতে পারেন? এর আওতায় পড়ে এমন কোন আইন নেই। কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির প্রস্তাবে আছে: 'দুবছরের জেল জমিহস্তান্তর, জেলা থেকে নির্বাসন,' আর আপনি কিনা গুলি করে মেরে ফেলার জন্য অনুমতির কথা বলছেন! সত্যই আপনি......"

"বেশ, আমি কি? আমি সেরকম কিছুই নয়। আপনি সর্বদাই আছেন নিছক প্ল্যান নিয়ে। চাষাবাদ চালাব কি দিয়ে? যৌথ ফার্মে যোগদানের আগেই যদি তারা তাদের বলদগুলো মেরে ফেলে দেয় কাজ চালাবো কি করে?" মাকার সোজা ডেভিডোভের কাছে যান, তাঁর চওড়া কাঁধে হাত রেখে বলেন, "সিমিওন, আপনার জন্য দুঃখ হয়। আপনার এই জড়

মস্তিষ্ক কিসের জন্য ?” তারপর প্রায় চীৎকার করে বলে উঠেন, “আবাদ না চালালে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে, দেখতে পাচ্ছেন না ? এসব অপকাজের জন্য দু’একটা কালসাপকে আমি সোজা গুলি করব। কুলকদের গুলি করতেই হবে ! এসব তাদেরই কাজ ! কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতেই হবে এজন্য।”

মূর্খ !

“আবার সেই ‘মূর্খ’ প্রভৃতি চালিয়েছেন।” মাকার বিষণ্ণভাবে মাথা নত করেন। আরোহীর হাঁটুর আঘাতে ঘোড়া যেমনভাবে ঘাড় বাঁকায় তেমনিভাবে পর মুহূর্তেই তিনি ঘাড় বাঁকিয়ে তাঁর দিকে তাকান, বলেন, “তারা সবগুলো পশুই জবাই করে ফেলছে। অন্তর্যুদ্ধের ন্যায় একটা সময়ের আমরা সম্মুখীন হয়েছি। আপনারাই বিশ্ব-বিপ্লব রসাতলে দেবেন দেখ্‌ছি। আপনাদের মত জড়বুদ্ধির লোক দিয়ে বিশ্ব-বিপ্লব সফল হতে পারে না। চারদিকে বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের নির্যাতন করছে, লাল-চানাদের উড়িয়ে দিচ্ছে, কৃষ্ণকায়দের চাবকাচ্ছে, আর আপনি আপনার শত্রুদের দেখাবেন মোলায়েম ব্যবহার ! ভয়ানক অপমান এ। বিদেশী জ্ঞাতি-ভাইদের উপর বুর্জোয়াদের নির্যাতনের কাহিনী শুনে রক্ত আমার বরফ হয়ে যায়, এ জন্য দৈনিক কাগজ আমি পড়তেই পারিনে। সেদিকে তাকালেই আমার ভেতরকার সব বার হয়ে পড়তে চায়, আর আপনি……আমাদের যেসব জ্ঞাতি-ভাইদের বুর্জোয়ারা মিলে জেলে পচায় তাদের কথাও কি আপনার মনে হয় না ? তাদের জন্যও কি আপনার কোন দরদ নেই !”

কুচ্‌কুচে কাল চুলের গোছা আঙুল দিয়ে পিছনে ফেলতে ফেল্‌তে কর্কশভাবে ডেভিডোভ বলে উঠেন :

জাহান্নমে যান ! তাদের জন্য দরদ নেই কে বললে আপনাকে ! অমন করে চেঁচাবেন না দয়া করে ! মাথার একটা চাবি আপনার ঢিলে, সকলকেই আপনি তেমনি করে তুলতে চান। লুকেরিয়ার চোখের মায়ায়

ভুলে কি যুদ্ধের সময় প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে ছিলাম ? এই কি আপনি বলতে চান ? আত্মস্থ হন। গুলি করার কথাই উঠতে পারে না। আমাদের নীতি বুঝিয়ে ব্যাপকভাবে কাজে লেগে পড়ুন। গুলি করা—সে যে কেউ করতে পারে ! আপনি সব সময়ই ও রকম। একটু-কিছু হলেই আপনি চরমে উঠে যান। বাস্তবিক ! এই সব শুরু হবার আগে আপনারা ছিলেন কোথায় ?

আপনি ছিলেন কোথায় ?

সে তো হল কথা ! এই অভিযানের সময় আমরা ছিলাম চোখ বুজে, এখন সব ঠিকঠাক করে নোব বই কি ! গুলিগুলার কথা রেখে দিন। উন্মাদের পরিচয় যথেষ্ট দিয়েছেন। কাজে লেগে যান ! আপনি একটা বালিকার মত ! ধন্য ! যে সব মেয়েরা নখে রঙ লাগায় তাদের চাইতেও আপনি অধম !

আমার নখে লেগেছে রক্তের দাগ।

যারা হাতের দস্তানা খুলে যুদ্ধ করে তাদের সামিল আপনি। বাস্তবিক !

সিমিওন, আমাকে বালিকা বল্লেন কি করে ?

ঠাট্টা করে বলছি !

'সে কথা ফিরিয়ে নিন !' শান্তভাবে মাকার বলেন।

ডেভিডোভ শান্তভাবে মাকারের দিকে খানিকক্ষণ অপলকভাবে তাকিয়ে থাকেন তারপর খিলখিল করে হেসে উঠেন : বেশতো তাই। শান্ত হন আপনি, চলুন সভায় যাওয়া যাক। পশু-হত্যার ব্যাপারে জোর প্রচার চালাতে হবে।

কাল প্রায় সারাদিন তাদের দরজায় দরজায় ঘুরে ঘুরে এ নিয়ে আলোচনা করেছি।

এই তো উত্তম পথ। চলুন আমরা আবার যাই, সকলেরই বার হয়ে পড়া উচিত।

সেখানে আবার আপনি যাবেন! কাল একটা উঠান ডিঙ্গাবার সময় আমি ভাবি, 'ভাল, আর বুঝাতে হবে না।' কিন্তু দোর গোড়া পার হতে-না-হতেই কানে আসে শূকরের কাতরাণি, ছুরির আঘাতে কাতরায়। বিশ্ব-বিপ্লব ও সাম্যবাদ নিয়ে পুরো একঘণ্টা কাটিয়েছি এই একটা মালিক কালসাপের সঙ্গে। কি রকম করে বুঝিয়েছি! ভাবাবেগে আমার নিজের চোখ বেয়ে জল টপ্ টপ্ করে না পড়া পর্যন্ত বুঝাই। না, না, তাদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে লাভ নেই। মাথায় চাটি মেরে, হাঁ চাটি মেরে তাদের বলতে হবে, 'ওরে বদমাস্, কুলকদের কথা শুনিস না। সম্পত্তি-প্রীতি তাদের কাছে শিখিস না, পশুগুলো জবাই করিস না, ইতররা!' তারা ভাবে, একটা বলদ জবাই করছে, কিন্তু তাতে তো নয়, তারা বিশ্ব-বিপ্লবের পিঠেই ছোরা হানছে!

'জন কয়েককে চাটি মরলেই সবাই হুঁশিয়ার হবে।' ডেভিডোভ সায় দেন।

তাঁরা উঠান পার হন। বরফাচ্ছন্ন পথ। ঘুসঘুসে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তাঁরা স্কুল-বাড়ির দিকে এগিয়ে যান। গাঁয়ের আদ্দেক লোক মাত্র জমায়েত হয়। পিপ্‌ল্স কমিশারের কাউন্সিলের 'ইচ্ছাপূর্বক পশু-হত্যা নিবারণের' সিদ্ধান্ত রাজমিওটনোভ সভার মধ্যে পাঠ করে সকলকে শোনান। তারপর ডেভিডোভ বলতে উঠেন। শেষের দিকে তিনি বলেন:

নাগরিকগণ, যৌথ কৃষিক্ষেত্রে যোগদানের জন্য অন্যো ২৬টি আবেদন-পত্র আমরা পেয়েছি। কালকের সভায় সেগুলো শ্রেণীবদ্ধ করব আমরা। যাদের দেখব কুলকদের চক্রান্তে পশু হত্যা করেছে তাদের আমরা গ্রহণ করবনা, বাস্তবিক!

"ধরুন, বর্তমান সভ্যদের কেউ যদি একটা জোয়ান পশু-হত্যা করে, তার কি হবে?" লিউবিস্কিন প্রশ্ন করে।

ঝেঁটিয়ে বার করব তাকে!

সভাময় আর্তনাদ উঠে।

"তাহলে যৌথ কৃষিক্ষেত্র-ব্যবস্থা লোপ করেও দিতে পারেন আপনারা! গাঁয়ে এমন একখানি বাড়িও পাবেন না যেখানে অন্তত একটি পশু জবাই হয়নি।" বোর্শেভ চেঁচিয়ে বলে।

ঘুসি বাগিয়ে নাগুলনোভ তাকে আক্রমণ করেন।

চুপ কর্, ক্ষুদে-কুলক! যৌথ কৃষিক্ষেত্রের ব্যাপারে নাক গলিয়োনা। তোমাকে ছাড়াই আমাদের চলবে। তুমি নিশ্চয়ই তোমার জোয়ান বলদটা জবাই করনি?

আমার নিজের গরু যা ইচ্ছে তাই করব।

চমৎকার! কালই তোমাকে জেলে পাঠাচ্ছি, সেখানে যা ইচ্ছে তাই করো।

"আপনি বড় রূঢ়, রূঢ় আপনার সিদ্ধান্ত।" জনতার মধ্য থেকে কে একজন কাংস্যকণ্ঠে গর্জন করে ওঠে।

সভাটি ক্ষুদ্র হলেও বেশ সরগরম ছিল। সভা ভাঙার পর গ্রামবাসীরা নীরবে রওনা হয়, স্কুল-বাড়ি পার হয়েই তারা নানা দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর মত বিনিময় করে।

"আমার কাঁধে শয়তান ভর করে, নইলে দু'দুটো ভেড়া জবাই করি! গলা থেকে টেনে মাংসগুলো বার করে ফেল দিকিনি, ভাই…।" যৌথ ফার্মের চাষী কুঝেনকোভ লিউবিস্কিনের কাছে অনুনয় করে।

"আমিও জট পাকিয়েছি, ভাই," একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বলে যায়, "আমিও একটা ছাগল জবাই করে ফেলেছি, সভায় দাঁড়াই কি করে? সব নষ্টের গোড়া আমার স্ত্রী, পাজী কোথাকার! সে আমাকে পাপে টেনে নামিয়েছে, শয়তান কোথাকার! কেবল 'জবাই কর', 'জবাই

কর'। মাংস খাবার সাধ যায় তার, পেটি-কোট-পরা শয়তান! বাড়ি যেয়ে ঘুসি মেরে তার দাঁত উপড়ে ফেলবো না!"

"তার আচ্ছা শিক্ষা দেওয়া উচিত," লিউবিস্কিনের বৃদ্ধ শ্বশুর আকিম পরামর্শ দেন, "সত্যই তো, ভারি বিশ্রী দেখাবে, বাবা! তুমি না একজন যৌথ ফার্মের সভ্য!"

"ঠিক তাই," অন্ধকারে গোঁফ থেকে বরফ-কণা ঝেড়ে ফেলে লিউ-বিস্কিন একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

"তুমিও তো তোমার সাদা-কালো রঙ্ মেশানো ষাঁড়টা জবাই করেছ, না ভাই আকিম?" পাশের বাড়ির উষাকভ ডিয়েম্‌কা একটু কেসে প্রশ্ন করে।

"হা, বাবা, জবাই করেছি বই কি! কিই-বা আর করার ছিল! ষাঁড়টা পা ভেঙ্গে ফেলে, বজ্জাত! শয়তান তাকে গর্তে নিয়ে যায়, পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলে।"

আমার মনে হয়, যেন দেখলাম অতি প্রত্যুষে তোমার পুত্রবধূর সঙ্গে তুমি লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছ ষাঁড়টাকে, একটা গর্তের দিকে…"

"'কি বলছ, কি বলছ ভাই ডিয়েম্‌কা, ফিরিয়ে নাও তোমার কথা!" ভয়ে রাস্তার মধ্যে থেমে যায়, অন্ধকার রাত্রিতে চারদিক তাকায়, কেউ আছে কিনা!

চল, চল বুড়ো। জমিতে বিঁধে-পড়া লাঙল-ফলার মত পথের মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? ষাঁড়টাকে গর্তের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলে বই কি!…

না ভাই ডিয়েমকা, ইচ্ছা করেই সেটা গর্তের ভিতর চলে যায়, ভাই! এরূপ পাপ কারো করতে নেই! এ যে একপ্রকার ভয়ানক পাপ কাজ!

তুমি ধূর্ত, কিন্তু ঠিক বলদেরই মত। বলদ তার লেজের গোড়া পর্যন্ত জিভ চালাতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় তুমি তা পার না,

পার কি? ভেবেছিলে ষাঁড়টাকে খোঁড়া করে নির্বিঘ্নে জবাই করবে, তা নয়ত কি!

গাঁয়ে জলো হাওয়া বইতে থাকে। নদী বরাবর মাঠ, বড় বড় পপ্‌লার গাছগুলো সোরগোল পাকায় সেখানে। সূচিভেদ্য অন্ধকার, চোখ ধাঁধিয়ে যায়। উপগলিতে জলো হাওয়ায় মন্দীভূত সুর একটা বাজতে থাকে। বরফ আর বরফ। শীত তার শেষ দান ঝেড়ে দিয়ে খালাস হতে চায়।

---

## [ ষোল ]

ডেভিডোভ ও রাজমিওটনোভ একসঙ্গেই সভা ত্যাগ করেন। ঝরা বরফ জমাট ও স্যাঁতসেঁতে, স্থানে স্থানে আলোর ছিটে-ফোঁটা অন্ধকার ভেদ করে চক্‌চক্ করে উঠে। বাতাসের ঝট্‌কায় একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ গাঁয়ের মধ্যে কান্নার মত শোনায়। ইয়াকভের মাঠে বরফ ধরে রাখার কথা ডেভিডোভের মনে পড়ে যায়, একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, "না, এ বছর আর তা হোল না। কত বরফই না ঝরবে আর নষ্ট হবে পতিত জমির ওপর। লজ্জার কথা, সত্যি।"

"চলুন না আস্তাবল হয়ে ঘোড়াগুলি দেখে যাই," রাজমিওটনোভ প্রস্তাব করেন।

"বেশত, চলুন।" ডেভিডোভ রাজী হন।

গলিপথ ধরে তাঁরা চলেন। হঠাৎ একটা আলোর রেখা চোখে ভেসে উঠে: ল্যাপশিনোভের গোলাবাড়ির বাইরেকার জায়গাটা আস্তাবলে পরিণত করা হয়, একটা ল্যাণ্টার্ন সেখানে ঝোলে। তাঁরা উঠানে ঢুকে পড়েন। আস্তাবলের ছাঁইচে সাত আটজন কশাক দাঁড়িয়ে ছিল।

"আজকে কার পালা ?" রাজমিওটনোভ প্রশ্ন করেন। বুট দিয়ে জ্বলন্ত সিগারেটটা নিবিয়ে একজন কশাক উত্তর দেয়, "কণ্ড্রাট মায়দানিকোভের।"

"এতলোক এখানে জটলা করছে কেন ?' ডেভিডোভ জিগ্যেস করেন।

এই যে, কমরেড ডেভিডোভ……। সিগারেট খাবার জন্য এইমাত্র এসে দাঁড়িয়েছি।

আজ বিকেলে মড়াইখানা থেকে আমরা বিচালি নিয়ে এসেছি।

সিগারেট ধরানো এবং এক-আধটু কথা বলার জন্য দাঁড়িয়েছি। ভাবলাম, বরফটা একটু ধরুকই না।

যার যার আস্তাবলে ঘোড়াগুলি যথারীতি জাবনা খায়। ঘামের দুর্গন্ধ, ঘোড়ার নাদা আর মূত্র প্রভৃতি জঞ্জালে ঘরটা একাকার হয়ে উঠে। অপর পাশে একটা র‍্যাকে ঘোড়ার জিন, কলার ঝুলে। আস্তাবলের পথটা কিন্তু ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে, পাতলা করে হল্‌দে বালি পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

"মায়দানিকোভ্‌!" রাজমিওটনোভ ডাকেন।

"আসছি।" আস্তাবলের কোন থেকে উত্তর আসে।

একটা ভারের সাহায্যে সে বিচালি সরাবার উপক্রম করে। চটপট একটা কাল ঘোড়া খুলে এনে বিচালির আঁটিটা ছড়িয়ে দেয় আর ঘোড়াটাকে গাল পাড়ে, "ফের, শয়তানের বাচ্চা, ফের !"

কাজটাজ চলছে কেমন, কমরেড কণ্ড্রাট ?

ভালই চলছে, কমরেড কালেকটিভ ফার্মের চেয়ারম্যান।

ভারি অফিসিয়েল হয়ে উঠলে দেখতে পাচ্ছি ?

দেখছেননা, আমি ডিউটিতে আছি।

আস্তাবলের চারদিকে লোকের এত ভিড় কেন ?

"আপনি নিজেই জিগ্যেস করুন না ?" উত্তরে তীব্র বিরক্তির স্বর বেজে উঠে। "রাত্রে ঘোড়াগুলিকে খাওয়ান শুরু করার পর থেকেই শয়তানরা ভিড় করছে। এরা যে মালিক তা কিছুতেই ভুলতে পারে না। এদের সবাই মালিক। এ বলে, 'আমার ঘোড়াটাকে দানা দিয়েছ তো ?' ও জিগ্যেস করে, 'আমার পিঙ্গলে ঘোড়াটকে খড় দেওয়া হয়েছে ?' কেউ-বা প্রশ্ন করে, 'আমার মাদী ঘোড়াটা ভাল আছে ?' ভাল থাকবে না যাবে কোথা ? কেউ বলে, 'দাওতো চারটে বিচালি, নিজের হাতে ঘোড়াটাকে খাইয়ে যাই।' এই বলে সবাই চায়, যার যার ঘোড়াকে বেশি করে দানাপানি দিতে। বাজে লোক যাতে না আসতে পারে তার প্রস্তাব একটা পাশ করতেই হবে।"

"শুনতে পাচ্ছেন তো !" রাজমিওটনোভ ডেভিডোভের দিকে ইসারা করেন এবং দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়েন।

"তাড়িয়ে দাও এদের সবাইকে।" ডেভিডোভ আদেশ দেন। যে ডিউটিতে থাকবে সে আর তার সাহায্যকারী ছাড়া কেউ এখানে আসতে পারবে না। কি পরিমাণ খড় দাও এক একটাকে, প্রতি বারেই কি মেপে দাও ?"

না তা করিনে, তবে আধ পুডটাক আন্দাজ দিই।

সব ঘোড়ার নীচেই কি খড় বিছিয়ে দাও ?

"দিই বই কি ! ভগবানের দিব্বি !" পাগলের মত মাথা ঝাঁকানি দিয়ে সে বলে, "আমাদের ম্যানেজার ইয়াকভ এসে বলেন, ঘোড়াকে খাইয়ে যে খড় অবশিষ্ট থাকে তা আস্তাবলে ছড়িয়ে দেবে, যাতে তারা ঘুমোতে পারে ! একি একটা অর্ডার হোল ? তিনি নাকি একজন বৈজ্ঞানিক চাষী বলে পরিচিত। আস্ত শয়তান ! মূর্খের মত এমন এক আদেশ জারি করে গেছেন তিনি।"

কিন্তু, অন্যায়টা কি ?

নিশ্চয়ই অন্যায়, কমরেড ডেভিডোভ। ঘোড়ার আহারের পরও যা পড়ে থাকে তাও তাদের খাদ্য হিসাবে ভালই থাকে, ছাগল ভেড়া শেষ টুকরোটি পর্যন্ত খুঁটে খুঁটে খায়। আর তাঁর আদেশ সেগুলো ঘোড়াকে বিছিয়ে দিতে। আলোচনা করতে গেলে তিনি বলেন, তাঁকে উপদেশ দেওয়া আমার কর্তব্যের এলাকায় নয়।

"না, বিছিয়ে দিয়ো না সেগুলো। তুমি ঠিকই বলেছ। কালকে তাঁকে বকে দোব," ডেভিডোভ আশ্বাস দেন।

আরেকটা কথা আছে। কুয়োর ধারে গাদা করা খড় অন্যত্র সরাচ্ছে, এর মানে জানতে পারি কি?

ইয়াকভ বলেন, এগুলো অতি নিকৃষ্ট খড়। শীতের সময় এগুলো পশুদের খাওয়াবে, আর বসন্তকালীন চাষাবাদ পর্যন্ত ভাল খড় এদের খাওয়াতে হবে।

"তাই যদি হয় তো ঠিকই আছে।" কণ্ডাটও মেনে নেয়, "কিন্তু ভাল খড় পেতে দেওয়ার কথাটা জিগ্যেস করবেন।"

"করব বৈকি! হাঁ, এই নাও লেনিনগ্রাডের সিগারেট," ডেভিডোভ কাসতে থাকেন। "ওয়ার্কশপের কমরেডরা আমায় পাঠিয়েছে।...... ঘোড়াগুলো সব ভাল আছে তো?"

ধন্যবাদ, দেশলাইটা দিন তো! হাঁ, ঘোড়াগুলো বেশ জবরদস্তই আছে। চড়বার ঘোড়াটা—যেটা লেপশিনোভের ছিল—সেটা গতরাত্রে পড়ে গেছে, তারাও দেখেছে। আর সব ভালই আছে। আর একটা বদমাস আছে, শোবে না সে কিছুতেই, সারারাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটায় নাকি সেটা। কালকে সবগুলোর সুমুখের নাল লাগাব। পথ ভয়ানক পিচ্ছিল। হাঁ, আজ এই পর্যন্ত! এখনো সব ঘোড়ার ঘুমোবার ব্যবস্থা করা হয় নি।

রাজমিওটনোভ ডেভিডোভের সঙ্গে তাঁর কুটিরের দিকে অগ্রসর হন। যে বাঁকটা তাঁর বাড়ির দিকে গেছে সেখানে, লুকা চেবাকোভ নামক এক ব্যক্তিগত চাষীর উঠানের বাইরেকার দিকটা দেখিয়ে তিনি ডেভিডোভকে চুপি চুপি বলেন, "দেখুন"।

তাঁদের তিন পা দূরে খিড়কীর দরজার পাশে একখানা মুখ ভেসে ওঠে। ছুটে গিয়ে রাজমিওটনোভ তার বাঁ হাতটা ধরে ফেলেন, ডান হাতে রিভলবারের বাঁটটা উঁচিয়ে বলেন, "কে, লুকা না!"

আপনি কে, এণ্ড্রি না!

তোমার ডান হাতে কি আছে? চটপট দিয়ে ফেল। অবিলম্বে!

কেন, ব্যাপার কি, কমরেড রাজমিওটনোভ?

শীগগির দাও বল্ছি, নইলে গুলি করব এক্ষুণি!

চড়া আওয়াজ অনুসরণ করে ডেভিডোভও সেখানে উপস্থিত হন, ক্ষীণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জিগ্যেস করেন, "কি নিচ্ছ তার কাছ থেকে'।"

''দাও বল্ছি, লুকা, নইলে গুলি করব", রাজমিওটনোভ পীড়াপীড়ি করেন।

এই নিন। এমন মাতালের মত হয়ে উঠছেন কেন?

দেখুন, গেটের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল কেন? শয়তান, হাতে ছুরি নিয়ে এই অন্ধকার রাত্তিরে কি করছিলে? কার অপেক্ষা করছিলে? ডেভিডোভের জন্য নিশ্চয়ই নয়, তাই কি? উত্তর দাও, কেন দাঁড়িয়ে ছিলে? তুমিও কি বিপ্লব-বিরোধী? কাউকে হত্যা করার মতলব আছে?

গেটের দরজা-ধরা লোকটির হাতের ছুরিটার চকচকে ফলাটার দিকে শুধু এণ্ড্রির তীক্ষ্ণ শিকারী-সুলভ চোখের নজর পড়তে পারে। অমনি তিনি তাকে নিরস্ত্র করতে ছুটে যান, কিন্তু হাঁপাতে হাঁপাতে যখন তিনি হতবাক লুকাশাকে নানা প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতে থাকেন তখন সে গেট খুলে অন্য

সুরে বলে, "যেরূপ জট পাকিয়ে তুলছেন, চুপ থাকা যাবে না বলেই মনে হয়। আরো মন্দ-কিছু হয়ত ভেবে বসবেন, ঈশ্বর না করুন। আসুন আমার সঙ্গে, এণ্ড্রি স্টেপানিচ্।'

কোথায় ?

ভেড়ার ঘরে।

কেন ?

আসুন, দেখবেন, কেন ছুরি-নিয়ে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি!

"চলুন দেখে আসি", লুকার উঠানের দিকে যেতে যেতে ডেভিডোভ বলেন, "কোথায় যেতে হবে আমাদের ?"

আসুন আমার সঙ্গে।

জীর্ণ ঘুঁটেপূর্ণ ভেড়ার ঘরের দরজায় টুলের ওপর একটা ল্যানটার্ণ জ্বলছে। অদূরে গুটিসুটি মেরে বসে আছে লুকাশার স্ত্রী, অপূর্ব সুন্দরী, টানা ভ্রূ, আয়ত আনন। আগন্তুকদের দেখে ভয়ে তিনি উঠে দেয়ালের সঙ্গে ঠেসান দেওয়া একটা বড় গামলা ও ছুটো মাটির হাঁড়ির মাঝামাঝি স্থান ঘিঁসে দাঁড়ান। তার ডানদিকে একটা মোটা-সোটা শূকর সদ্য-ছড়ানো খড়ের ওপর পায়চারি করে, মস্ত একটা জলের গামলায় মাথা গলিয়ে জল খায় আর চিবায়।

"ব্যাপার কি এবার বুঝে দেখুন। মনে করেছিলাম, নির্বিঘ্নে জবাইর কাজটা সেরে ফেলব। তাই আমার স্ত্রী তাকে খাওয়ায়। পেড়ে ধরে ছুরি-বসাতে যাব এমন সময় বাইরেকার একটা শব্দে ছুটে যাই সেখানে, কেউ টের পেয়েছে কিনা দেখতে। ঠিক এই অবস্থাতেই আপনাদের সঙ্গে দেখা। আস্তিন গুটিয়ে, আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে কি কেউ মানুষ খুন করতে বেরোয় ?" স্ত্রীকে লক্ষ্য করে লুকাশা বলে, "হাঁ করে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? শূকরটাকে বার করে নিয়ে যাও!"

"জবাই করো না এটাকে", খানিকটে বিরক্তভাবে এণ্ড্রি বলেন, "সভায় এইমাত্র স্থির হয়েছে ঘরের জীবজন্তু কেউ জবাই করতে পারবে না।"

বেশ, করবো না। আপনারা আমার সব সাধ নির্মূল করে ফেলেছেন।...

কুটিরে ফিরে যাওয়ার বাকি পথে ডেভিডোভ এণ্ড্রির সঙ্গে নানা কষ্টিনষ্টি করেন:

"যৌথ ফার্মের চেয়ারম্যানের প্রাণ-নাশের চেষ্টা ব্যর্থ করেছেন, একজন বিপ্লব-বিরোধীকে নিরস্ত্র করেছেন, এক ঢিলে সাতটা! সত্যি! হোঃ হোঃ!"

"অন্তত শূকরটার প্রাণটা তো বাঁচল!" এণ্ড্রি ঠাট্টা ফিরিয়ে দেন।

——০——

# সতেরো

পরের দিন গ্রেমিয়াসি পার্টিচক্রের এক গোপন বৈঠকে "স্টালিন" নামক যৌথ ফার্মের সভ্যদের গৃহপালিত ছোটবড় সব জীবজন্তু সমাজাধীন করার প্রস্তাব সর্বসম্মতি-ক্রমে পাশ করা হয়, জীবজন্তু ছাড়া মোরগাদিকেও বাদ দেওয়া হয় না।

মোরগাদি ছোট ছোট জীবজন্তুকে সমাজাধীন করার বিপক্ষে ডেভিডোভ প্রথমে প্রবল আপত্তি তোলেন। মাকার দৃঢ়ভাবে জানান, তা ছাড়া পাইকারী জবাই বন্ধ করা যাবে না। বসন্তকালীন আবাদ যাবে গোল্লায়। রাজমিওটনোভও তাঁকে সমর্থন করেন। কাজেই দো-মনাভাবে শেষ পর্যন্ত ডেভিডোভও রাজী হন।

তাছাড়া, বিবরণীতে নোট করা হয়, প্রচার-কার্য চালিয়ে সভ্যদের জবাইর কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে হবে। এজন্য প্রত্যেক সভ্যকে পাড়ায় ঘরে ঘরে যেয়ে সকলকে বুঝাতে হবে। এর ফলাফল দেখে জীবজন্তু-হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করতে হবে—তার আগে নয়।

বিবরণীটি বাক্সে বন্ধ করতে করতে আনন্দোচ্ছল মাকার বলেন : এ ভাবেই গবাদি ও হাঁস-মোরগগুলো নিরাপদ করা সম্ভব। নইলে বসন্ত ঋতু পর্যন্ত আর পাড়ায় গরুর হাম্বা রব আর মোরগের কু-কুরে-কু ডাক শোনা যাবে না।

যৌথ ফার্মের সাধারণ-সভাও স্বেচ্ছায় সব রকমের পোষা জীবজন্তু সমাজাধীন করার প্রস্তাব পাশ করে। ভারবাহী-পশু এবং ডায়েরীর জন্য গরু আগেই সমাজাধীন করা হয়। এই সিদ্ধান্ত কেবল বাছুর, ভেড়া ও শূকর নিয়ে। তুমুল আলোচনা চলে মুরগীকে সমাজাধীন করা নিয়ে, বিশেষ করে নারীরা তাতে প্রবল আপত্তি জানায়। শেষপর্যন্ত তাদের একগুঁয়েমিও শান্ত করা হয়। মাকারের জন্যই এ সম্ভব হয়।

বুকের ওপর ঝুলানো মেডেলে সুদীর্ঘ হাতখানা বুলিয়ে আবেগের সঙ্গে তিনি বলেন :

মহিলাগণ, প্রিয় মহিলাগণ, কেন আর আপনারা ক'টা মোরগ আর রাজহাঁসের জন্য লোভ করছেন? কোন কাজের বাধা এর আগে আপনারা হন নি, আশা করি, এ ব্যাপারেও আর বাধা না দিয়ে মোরগগুলো ফার্মে ·ছেড়ে দিবেন। বসন্তকালে ডিমে তা দেয়ার যন্ত্র আনানো হবে, গুটিকতকের স্থানে শতশত ছানা আমরা পাব। এ গুলোও আপনাদেরই—পার্থক্যের মধ্যে, এগুলো আপনাদের কাছে না থেকে থাকবে 'কমুনাল ইয়ার্ডে'। এ সব নিয়ে আপনাদের কত ঝঞ্ঝাটই না পোয়াতে হয় ······তার চাইতে মৃত-দার আকিমের ন্যায় কোন এক বুড়োকে রেখে দোব এসব দেখা-শোনার জন্য, সারাদিন দেখাশোনা করবে। বুড়োদের পক্ষে অতি সরল ও সোজা কাজ। আসুন, সবাই রাজী হোন।

মেয়েরা হাসে, দীর্ঘনিঃশ্বাসও একবার ফেলে। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর তারা রাজীও হয়।

সভার কাজ শেষ হবার পর মাকার ও ডেভিডোভ পাড়া দেখাশোনা করতে বার হন। প্রথম ক'খানা বাড়ি তদন্তের পর সুস্পষ্টাকারে তারা বোঝেন প্রতি ঘরেই মাংস রয়েছে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের একটু আগে সুকারের বাড়ি তাঁরা ঢোকেন। উঠানে প্রবেশ করতে করতে মাকার বলেন, "সুকার একজন সক্রিয় সভ্য। জোয়ান গরুবাছুর রক্ষার কথা নিজেই সে বলে। পোষা জীব এ জবাই করতে পারে না।"

ঘরে ঢুকেই দেখেন তাঁদের 'সক্রিয় সভ্য' পা দু'খানা উর্ধ্বে তুলে চিৎ হয়ে পড়ে আছে! গায়ের জামা জট পাকানো, দাঁড়ি পর্যন্ত গুটানো। পেটের ওপর একটা উল্টানো মাটির হাঁড়ি। জেলার সুপরিচিত ওঝা

মামিচিখা তার চারদিকে ঘুরছে আর তার স্থূলাঙ্গী স্ত্রী স্টোভের পাশে দাঁড়িয়ে। তিক্ত বিরক্ত সুকারের ওপর ওঝা 'ঝাড়ফুঁক্' চালাচ্ছে।

দৃশ্য দেখে ডেভিডোভের চোখ চড়ক গাছ। "নমস্কার বুড়ো, পেটে হল কি?" বল্‌তে বলতে তিনি ঘরে ঢুকেন।

"ভয়ানক যন্ত্রণা………পেটে।" অতিকষ্টে দু'বারে বুড়ো কথা শেষ করে। "পাত্রটা সরিয়ে নাও, সরাও বল্‌ছি। বুড়ো ডাইনী কোথাকার! পেট আমার ফেটে যাচ্ছে",……সুকার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠে।

"থাম, থাম, আর এক মিনিট। ভাল হয়ে যাবে এক্ষুণি।" ডাইনী চুপি চুপি বলে। শত টানাটানি করেও হাঁড়িটা সে সরাতে পারে না, শোষণ করতে করতে সেটা পেটে বসে যায়।

বন্যপশুর মত বুড়ো চেঁচায় আর ডাইনীর দিকে হাত-পা ছুঁড়ে, এক একবার হাঁড়িটা ধরে টানাটানিও করে।

ডেভিডোভ কৌশলে হাঁড়িটা ভেঙে ফেলেন, সশব্দে এক ঝট্‌কা বাতাস বার হয়ে যায়। বুড়ো সমস্ত শক্তি একত্র করে একবার কাসে, তার পরই নির্জীব হয়ে পড়ে কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আরামের নিঃশ্বাস ফেলে। মেটে হাঁড়ি-ভাঙা-গুঁড়ো শোভিত তার মস্ত নাভীটার অবস্থা দেখে ডেভিডোভের কণ্ঠ ঠেলে হাসি বার হতে চায়। কোনমতে তা রোধ করে একটা টুলে তিনি বসে পড়েন।

ভাঙা হাঁড়িটার জন্য ওঝা হা-হুতাশ করতে যাবে এমন সময় বুড়ো জামাটা টেনে নামায়, ঝট্ করে উঠে বসে।

"বুড়ো বদমাস্ কোথাকার!" ডাইনী ফুঁপিয়ে উঠে, "আমি এদের আরোগ্য করি, কিন্তু কৃতজ্ঞ নয় কেউ।"

সুকার দরজা দেখিয়ে বলে, "বাইরে যা ডাইনী, দূরহ এক্ষুণি। মেরেই ফেলেছিল আমাকে, হাঁড়িটা তোমার মাথার ওপর ভাঙাই উচিত ছিল।

চলে যা মাগী, চাই কি খুন পর্যন্ত গড়াতে পারে। রাগলে আমি ভয়ানক হয়ে যাই কিন্তু !”

ব্যাপার কি বল ত !

বাবা, শোনারা, শুনুন আপনারা, বিশ্বাস করুন আমায়। গেছলাম বাবা এ যাত্রা। ছুটো গোটা দিন উঠানের বাইরে যাইনি, হাতে পাজামা ধরে চলাফেরা করতে হয়। পেট এত ফুলে যায় যে, সামলে উঠা দায় হয়ে উঠে। রোগে রাজহাঁসের বাচ্চার মত আমাকে এখন দেখায়।

খুব করে মাংস ঠেসেছিলে বোধ হয় ?

মাংস.........

বাছুরটা জবাই করেছ ?

বাছুরটা গেছে......কোন কাজে আসতো না সেটা !

মাকার অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, “বুড়ো শয়তান, মাটির হাঁড়ির বদলে দু’গ্যালন ওজনের পিপা একটা বসানো উচিত ছিল তোমার পেটের ওপর, নাড়ি ভূঁড়ি টেনে বার করা উচিত ছিল তোমার। যাক দু’দিন, তারপর ঝেঁটিয়ে বার করব যৌথ ফার্ম থেকে। বাছুরটা জবাই করলে কেন ?”

পাপে আমাকে ডুবিয়েছে, বাবা মাকার। বুড়ো মাগী আমায় এ পথে নিয়েছে। যে কোকিল রাতে ডাকে, ডাকে সে সব চাইতে জোরেই। দয়া করুন, ডেভিডোভ ! আপনি আর আমি উভয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত দিন কাটিয়েছি, যৌথ ফার্ম থেকে আমাকে তাড়াবেন না। পাপের ভোগ যথেষ্ট হয়েছে।......”

“তাকে নিয়ে কি করা যায় !” হাত নেড়ে মাকার বলেন, “চলুন ডেভিডোভ ! এ ব্যামোর পুরানো টিপি। বন্দুকের চর্বির সঙ্গে কিছুটা লবণ মিশিয়ে খেয়ে ফেল, উপকার হবে।”

“ঠাট্টা করছেন ?” স্থকারের ঠোঁট কেঁপে ওঠে রাগে।

"সত্যি বল্‌ছি, আগে সেনাদলে এ ভাবেই আমরা পেটের বেদনা সারাতাম।"

বলেন কি! আমি কি লোহার তৈরী বলে ভাবেন? অচেতন বন্দুক যাদিয়ে পরিষ্কার করা হয়, তা আমিও ব্যবহার করব? পারব না তা। সূর্যমুখী ফুলের মধ্যে থেকে মরব, তবু তা ব্যবহার করতে পারব না!

মরতে অক্ষম হওয়ায় পরের দিনেই স্থকার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গ্রামে বার হয়, আর যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই বলে, কি ভাবে ডেভিডোভ আর নাকার বসন্তকালীন আবাদ এবং যন্ত্রপাতি মেরামতে পরামর্শ করতে তার সাক্ষাৎ লাভ করেন। যৌথফার্মসংক্রান্ত আরো কত-কি মন্ত্রণা হয় তার সঙ্গে। কথার শেষে থামে, সিগারেটটা সরায়, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে:

শরীর ভাল ছিল না বলে তাঁরা দেখ্‌তে আসেন। আমাকে ছাড়া কোন কাজই যে তাঁরা যথাযথভাবে করতে পারেন না! একটা ঔষধের কথাও বলেন। "ভাল হয়ে উঠ বুড়ো, ভগবান না করুন, তুমি মলে অকূলে পড়ব আমরা।" চক্র দেখাশোনা করতে ও পরামর্শাদি দিতে অনুরোধ করেন। আমি বাজে কথার লোক নই কিন্তু যা বলি, ঠিক ঠিক পয়েণ্ট মত। তাঁদের প্রতি আমার উপদেশ মাঠে মারা যাবে না, এ নিশ্চয় করে বলতে পারি আড়নয়নে শ্রোতার দিকে তাকিয়ে মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করে স্থকার।

—০—



## [ আঠারো ]

সমবায়ের কাজ আরম্ভ হবার পর গ্রেমিয়াসি লগ একটু শান্ত আকার ধারণ করে বটে, কিন্তু আবার উত্তেজনায় টগবগ করতে থাকে। পোষা-জন্তু জবাই থামে। পুরোপুরি দু'দিনে গ্রামের সকল প্রকার ছাগল

ভেড়া এনে জড় করা হয়, মুরগীর ছানা থলে বোঝাই করে আনে। তাদের চেঁচামেচিতে কান ঝালাপালা হয়ে ওঠে।

এর মধ্যেই ১৬০টি খামার যৌথ ফার্মে যোগ দেয়। তিনটি ব্রিগেড গঠন করা হয়। লুকিচের উপর ভার পড়ে ধনী-চাষীদের ভাল ভাল জামা-কাপড়গুলো গরীব কশাকদের বিলি করার। কাঙ্গালদের একটা প্রাথমিক তালিকাও করা হয়, সকলকে খুশি করার ভরসা পায় না কমিটি।

টিটকের উঠানে ইয়াকভ ধনীদের বাজেয়াপ্ত জামাকাপড় বিলি করেন। সারাদিন, মায় সন্ধ্যাতক অবিরাম চেঁচামেচি চলে। কশাকরা গোলা-ঘরের দরজায় বিবস্ত্র হয়ে ধনীদের এ-জামাটা একবার গায়ে দেয়, আবার ও-জামাটা পরীক্ষা করে; একবার এ বুটজোড়া পা দেয়, পরক্ষণেই তা ঠেলে অন্যজোড়া টেনে নেয়, মেয়েদের জ্যাকেট, মেষ-চর্মের জামাও তারা গায়ে দিয়ে দেখে, কিছুই পছন্দ হয় না। কমিটি যে-সব ভাগ্যবানকে জামাজুতো ভাবী কাজের জন্য উপহার দেয় তারা গোলাঘরের অদূরে খোলামেলায় দাঁড়িয়ে খুশিমনে আবোলতাবোল বকে, তাদের চোখ চক্-চক্ করে, মলিন মুখ কম্পিত হাসিতে উজ্জল হয়ে উঠে। পরণের ছিন্ন, শতছিন্ন জীর্ণ বস্ত্রাদির পোটলাপুটলী চট্পট্ বেঁধে ফেলে, নয়া নয়া পোশাকে আগের মত নগ্ন দেহের কোন অংশ আর চোখে পড়ে না। অথচ জামা-কাপড় বাছাইয়ের আগে কী-সব কথাবার্তা, কী ধরণের শলা-পরামর্শ, সংশয় ও গালি-গালাজ! লিউবিস্কিনকে জ্যাকেট, পাজামা ও বুট দেবার জন্য ডেভিডোভ আদেশ দেন। রোষ-কুটিল কটাক্ষে ইয়াকভ সিন্দুক থেকে টান মেরে কাপড়ের বস্তাটা বার করে তার পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দেন।

দেখে নাও।

লিউবিস্কিনের গোঁফ কাঁপে, হাতও কাঁপে। সব কাপড় উল্টে পাল্টে দেখে, একটি জ্যাকেট বাছাই করে। এর মধ্যেই দর্দর্ বেগে তার ঘাম ঝরে! ক্ষণে দাঁত দিয়ে কাপড় পরীক্ষা করে দেখে, ক্ষণে-বা আলোর

সামনে তুলে ধরে দেখে পোকায় কেটেছে কিনা। অযথা দেরিতে চারদিকের জনতা তেতে উঠে, বলাবলি করে :

তাড়াতাড়ি কর, নইলে ছেলেরা তোমার হাঁপিয়ে উঠবে।

কেন, চোখ কোথায় রেখে এসেছ? ওখানা যে উল্টানো হয়েছে তাও দেখতে পাও না?

মিছে কথা!

নিজেই দেখ না।

ওখানা নেও, প্যাভেল।

আমি ওখানা নোব না। তুমি বরং আরেকটা পরে দেখ।

পোড়া ইটের মত পেভেলের মুখখানা লাল হয়ে উঠে। গোঁফ চিবায়, সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকায়, তারপর আর একখানা জ্যাকেটের জন্য হাত বাড়ায়। পছন্দও হয় একটি, সব দিক দিয়েই ভাল। হাতার মধ্য দিয়ে তার সুদীর্ঘ হাত গলিয়ে দেয়, কনুইতক দিতে না দিতে কাঁধের জোড়াটা খুলে যায়। অপ্রতিভদৃষ্টিতে আবার সে জামা-কাপড়ের স্তূপ হাতড়ায়। মেলায় একরাশ খেলনার সামনে ছেলেদের ডাগর ডাগর চোখ যেমন কোটর থেকে ছিট্‌কে পড়তে চায়, তেমনি দশা তারও হয়। শিশুসুলভ হাসি ফুটে ওঠে তার ঠোঁটে, ছ'ফুট লম্বা লউবিস্কিনের মাথা চাপড়ানোর লোভ সংযত করা কঠিন হয়ে পড়ে কারো কারো পক্ষে। দুপুর গড়িয়ে যায়, কাপড় বাছাই হয়ে উঠে না তার। অবশেষে একটা পছন্দসই পাজামা ও বুট সে পরে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বিরক্ত ইয়াকভকে বলে, কোট বেছে নেবার জন্য কাল আবার আসব।

পাজামা ও বুট পরে মচ্‌মচ্‌ করতে করতে লিউবিস্কিন যখন উঠান পার হয় তখন তাকে দশ বছরের ছোট দেখায়। এপথ-ওপথ ঘুরে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে থেমে, এর তার সঙ্গে গল্পগুজব করে ঘণ্টাতিনেক

পরে সে বাড়ি ফিরে। সন্ধ্যাতক গাঁয়ে গুজব রটে : লিউবিস্কিনকে তার সামরিক কাজের জন্য সুসজ্জিত করা হয়েছে। পোশাক বাছাইয়ে সে আজ সারাদিন কাটায়। নয়া নয়া পোশাকে সাজগোজ করে সে বাড়ি ফিরে, পরণে তার রবিবাসরীয় পাজামা। সারসের মত কৃত্রিম ভঙ্গিতে সে চলে, পা বলে কোন কিছু তার আছে এ মনেই হয় না।

ডিয়েম্‌কার বেটে স্ত্রীটি একটা সিন্ধুকের উপর জমাট নিশ্চল মূর্তির মত বসে থাকে। জোর করে তাকে সরাতে হয়। টিটকেব স্ত্রীর ঝালর-দেওয়া পশমের ঘাগরাটা পরে, একজোড় নয়া জুতোয় তার পা গলিয়ে দেয়, অতি চমৎকার রঙের একখানা শালে তার সারা দেহ আবৃত করে। ডিয়েম্‌কার স্ত্রীর চেহারা যে আদবে মোটেই কুশ্রী নয় বরং সুন্দরী, এবিষয়ে সবার হুঁস হয়। বেচারী! সারা তিক্তময় জীবনে যার কখনও একবেলা উত্তম আহার জোটেনি, একখানা নয়া জ্যাকেট যে কখনও কাঁধে চড়ায়নি, যৌথ ফার্মের এত-সব সম্পদের ওপর তার মূর্ছা যাওয়া ছাড়া উপায় কি? ইয়াকভ যখন সিন্ধুক থেকে একরাশ জমকালো বেশ-ভূষা বার করেন তখন অবিচ্ছিন্ন অভাব ও অপ্রচুর আহারের দরুণ তার যে ওষ্ঠাধর বিবর্ণ হয়ে উঠেছে সেখানে কি করে আর রক্ত থাকে? বছরের পর বছর সে ছেলেপিলের জন্ম দিয়েছে, পচা নাকড়া আর জীর্ণশীর্ণ ভেড়ার চামড়ার টুকরো ছাড়া দুধের ছেলেদের জড়িয়ে রাখার কিছু পায় নি। বিগত রূপ, স্বাস্থ্য, কমনীয়তা শোক-তাপ আর অফুরন্ত অভাবের তাড়নায় বিশুষ্ক, সে নিজে সারা গ্রীষ্মকাল কাটায় চালুনির মত পাতলা একখানা বেঁটে ঘাগরা পরে, শীতকালে যখন তার উকুন-ভরা একমাত্র কামেজখানা ধুয়ে দিত তখন ছেলেপিলেদের নিয়ে সে স্টোভের উপর উলঙ্গ হয়ে বসে থাকত, পরার মত তার আর কিছু ছিল না।

"ওগো প্রিয় মরমী……ওগো মরমী ভাই……একটু থামুন, হয়ত এই

ঘাগরাটা আমার নেহাৎ নেওয়াই হবে না……বদলে নোব………হয়ত ছেলেপিলেদের জন্য কোন-কিছু……মিশার জন্য……ডুনিয়ার জন্য……” ভাবাবেশে সে অনুচ্চ স্বরে বলে, নানা রঙ্-বেরঙের পোশাক-পরিচ্ছদের স্তূপের উপর থেকে তার জ্বলন্ত দৃষ্টি না সরিয়ে সিন্ধুকের ডালা আঁকড়ে বসে থাকে।

যাবার পথে ঘটনাক্রমে ডেভিডোভের দৃষ্টি পড়ে তার দিকে, চিত্ত তাঁর চঞ্চল হয়ে উঠে। তিনি তার কাছে এগিয়ে প্রশ্ন করেন : কটি ছেলেমেয়ে তোমার, পুরবাসিনী !

‘সাতটি।’ বাঞ্ছিত বস্তুর মাধুর্য থেকে চোখ ফেরাতে ভয় পেয়ে ডিয়েমকার স্ত্রী ফিস্ ফিস্ করে উত্তর দেয়।

“ছেলেপিলেদের জামা আছে কিছু ?” ডেভিডোভ ধীর শান্তভাবে ইয়াকভকে জিগ্যেস করেন।

হাঁ।

এই মহিলাটি তার ছেলেপিলের জন্য যা চায় দিয়ে দাও।

তাহলে সে ধনী হয়ে উঠবে !

“ওসব কি বলছেন ? বাঃ ?” ডেভিডোভ খাপ্পা হয়ে দন্তবিকাশ করেন, ইয়াকভ পলকে সিন্ধুকের উপর ঝুঁকে পড়েন।

স্ত্রীর পেছনেই ছিল বাচাল কটুভাষী ডিয়েম্কা, নীরবে শুকনো ঠোঁট চাটে আর দমবন্ধ করে রাখে। ডেভিডোভের শেষোক্ত মন্তব্যে তাঁর দিকে সে চোখ ফিরায়, হঠাৎ টেরা চোখ ছাপিয়ে অশ্রুবিন্দু পাকা ফলের রসের মত টস্ টস্ করে ঝরে পড়ে। ডান হাতে চোখ ঢেকে, বামহাতে জনতা ঠেলে গোলাঘরের দরজার দিকে সে ছুটে পালায়। গোলাঘরের সোপান লাফিয়ে নামে, উঠান পার হয়ে যায়, লজ্জিতভাবে অশ্রু নিরোধের চেষ্টা করে। হাতের পরদা ছাপিয়ে অশ্রুধারা তার গাল বেয়ে একে একে ঝরে পড়ে, শিশির বিন্দুর ন্যায় টলমল ঝলমল্ করে।

বিকালের দিকে বুড়ো স্থকার বস্ত্র বিতরণের জায়গায় যায়। আফিসে ঢুকেই সে ফেটে পড়ে, নিশ্বাস গ্রহণের সময়ও পায় না, ডেভিডোভকে চেচিয়ে বলেঃ ভাল আছেন তো, কমরেড ডেভিডোভ! বেঁচে আছেন এইই সৌভাগ্য!

নমস্কার।

আমাকে একটি আদেশপত্র দিন।

কিসের আদেশপত্র?

জামাকাপড়ের।

"কিসের জন্য জামাকাপড় দেওয়া হবে? বাছুর জবাইর জন্য?" ডেভিডোভের পাশে উপবিষ্ট নাগুলনোভ চোখ তুলে চান।

অতীতের কথা ভুলে যেতে হয়, মাকার, তা কি জানেন না? "কিসের জন্য" এর অর্থ কি? ধনী চাষী টিটককে তাড়াবার সময় কে আত্মত্যাগ করেছে? আমি আর কমরেড ডেভিডোভ! তাঁর মাথা ফেটে যায়—সে আর এমন কি! আমার মেষ-চর্মের জামাটাকে সেই হাউণ্ডটা যা করে ফেলে! পা মোছবার ন্যাকড়া ছাড়া এতে আর কোন সত্বা নেই। এজন্য সোভিয়েট সরকারের একজন শহীদ আমি, আর আপনি বলছেন কিনা আমার কিছুর দরকার নেই? মেষ-চর্মের জামাটা নষ্ট না করে টিটক আমার মাথাটা গুড়িয়ে দিলে না কেন? এইটে ছিল আমার বুড়ির, নয় কি? এজন্য সে আমাকে ছুনিয়া-ছাড়া করতে পারত, তাহলে কিরূপ হতো। হাঁ, ঠিক তাই।

না দৌড়ালে তোমার জামা আজও অক্ষতই থাকত।

কিন্তু না দৌড়ে উপায় ছিল কি? টিটকের বুড়ি ডাইনী কি করে দেখেন নি? সে-ই তো কুকুরটাকে লেলিয়ে দিয়ে চীৎকার করতে থাকেঃ 'ধর্, ধর্, খেয়ে ফেল্! সব চাইতে বদমাস এটা।' কমরেড ডেভিডোভ আপনাকে বলতে পারবেন, এ কত বড় সত্য।

"বুড়ো হয়েছ বটে কিন্তু মিছে কথা বলতে একটি আস্ত শয়তান।" মাকার বলেন।

কমরেড ডেভিডোভ, আপনার কাছে নিবেদন করছি!

কই! সে ঘটনা তো আমার মনে পড়ছে না!.........

এই কথা বলেই ডাইনি চেঁচিয়েছে, খৃস্টের নামে বলছি! আচ্ছা, যমটা রুখে আসে, আমি অবশ্য সরে উঠান ছেড়ে যাই। অন্য কুকুরের মত হলে কথা ছিল না, কিন্তু এইটে বাঘের চাইতেও ভয়ংকর।

কুকুরটা কেউ লেলিয়ে দেয় নি—গল্পটা একুণে তোমারই রচা।

মাকার, ঘটনাটা ঠিক মনে পড়ছে না আপনার, বাবা! তখন আপনি বড্ড ভয় খেয়ে গেছেন যে, কি করে আপনার মনে থাকে? পাপী আমি, সে সময়েই আমি ভাবি, 'মাকার পলকের মধ্যেই পালাতে শুরু করবে।' কুকুরটা উঠানময় কিরূপ লুটোপটিই না করলে আমাকে নিয়ে আগাগোড়া! খুঁটিনাটি সব-কিছু আমার মনে আছে। ও কুকুরটা না থাকলে আমার হাত থেকে টিটকের জীবন্ত নিস্তার ছিল না, শপথ করে বলতে পারি। গোঁয়ার মানুষ আমি, হাঁ, ঠিক তাই।

দাঁতের ব্যথায় অস্থির লোকের মত নাগুলনোভ মুখখানা কুঞ্চিত করেন এবং ডেভিডোভকে বলেন,

দিয়ে দিন একটা অর্ডার, দূর হয়ে যাক ওটা।

কিন্তু এই উপলক্ষে বৃদ্ধ স্কার আজ যেমন গাল-গল্প করার জন্য উৎসুক এমনটা আর দেখা যায় নি।

আমি যখন তরুণ ছিলাম, মাকার, লড়াইয়ে যে কেউকে আমি......

আঃ, রাখ তোমার গল্প, বক্-বকানি বহু শুনেছি আগে! আচ্ছা, একটা লোহার পাত্রের জন্য অর্ডার পাশ করে দিই, না? তোমার পেটের বেদনা নইলে সারাবে কি দিয়ে?"

অত্যন্ত বিরক্তভাবে, নীরবেই স্কার আদেশপত্রটি গ্রহণ করে,

বিদায়সূচক একটি বাণীও উচ্চারণ করে না, বার হয়ে যায়। কিন্তু ইয়াকভের কাছ থেকে প্রকাণ্ড একটি মেষ-চর্মের জামা পাবার পর তার খোস-মেজাজ ফিরে আসে, ছোট ছোট চোখগুলি তৃপ্তিতে সংকুচিত এবং হর্ষে উজ্জল হয়ে উঠে। এক চিমটি নুন তুলে নেয়ার মত চামড়ার জামাটার একটা কিনারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী সংযোগে এমনি ভাবে তুলে ধরে যে মনে হয় জল-কাদা-পার-হওয়ায় উন্থত মেয়েদের স্কার্ট ( ঘাগরা ), সে জিভ্ দিয়ে চকচক্ শব্দ করে, কশাকদের সবার সুমুখে বড়াই করে ঃ

চমৎকার মেষচর্মের জামাটি ! আমার নিজের ত্যাগের দরুণ এখানা অর্জন করেছি। আমরা যখন টিটককে তাড়িয়ে দিই একখানা বল্টু নিয়ে সে কমরেড ডেভিডোভকে তাড়া করে আসে, এ কথা সবাই জানে। 'আমার বন্ধু বুঝি গেল এবার,' আমি ভাবি। তন্মুহূর্তে আমি বীরের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ি তাঁকে রক্ষা করতে। মেরে টিটককে হটিয়ে দিই। আমি না থাকলে ডেভিডোভ তাঁর কফিনেই থাকতেন।"

"কিন্তু লোকে যে বলে, কুকুরের ভয়ে তুমি পালিয়ে যাবার সময় পড়ে যাও, আর সেটা শূকর মনে করে তোমার কান কামড়ে দেয়," একজন শ্রোতা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

"ওসব মিছে কথা ! মানুষের স্বভাবই সব-কিছু বাড়িয়ে বলা। কুকুর কি ? কুকুর একটা নির্বোধ, নোংরা পশু ছাড়া আর কিছু নয়। একটা অক্ষরও এটা বুঝে না।"

বুড়ো সুকার কৌশলে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

## [ উনিশ ]

গ্রেমিয়াসি গাঁয়ের উপর রাত্রি ঢলে পড়ে। আজ এই গাঁয়ের একমাত্র কনড্রাট মায়দানিকোভের চোখেই ঘুম নেই। ঘরে-তৈরি তামাকের গন্ধে মুখ তাঁর বিস্বাদ হয়ে উঠে, মাথা টনথানেক ভারি ঠেকে, গা বমি-বমি করে উঠে।

রাত্রি নিশীথ। মায়দানিকোভ ভাবেন, তিনি এখনো দেখেন, মস্কোর মাথার উপর হর্ষোৎফুল্ল রক্তিমাভা, ক্রেমলিন, সোভিয়েট ইউনিয়নের সীমান্তের অপর পারে, যেখানে মায়দানিকোভের ন্যায় অসংখ্য মজুরের চোখ থেকে অফুরন্ত জল ঝরে, সেই সীমাহীন জগতের উপর প্রসারিত ভৈরব, রোষকষায়িত রক্তিম, গুটানো পট্টবস্ত্রটি।

শিশুসুলভ অশ্রু নিরোধের জন্য একদা তাঁর মৃতা জননী যা বলেন তা-ই মনে পড়ে :

কাঁদিসনে কণ্ড্রাট, প্রভুকে রাগাসনে, বাবা। জগতময় এম্‌নিভাবে দরিদ্রেরা রোজ কাঁদে, প্রভুর কাছে নালিশ করে অভাব-অভিযোগের, নালিশ করে ধনীর বিরুদ্ধে, যারা ভাল ভাল জিনিস আত্মসাৎ করে আছে। প্রভু আদেশ দেন তাদের সহিষ্ণু হতে। কাজেই, গরীব ও ক্ষুধার্তরা যখন কাঁদে আর কাঁদে, প্রভু রেগে যান, তিনি তাদের অশ্রু জমিয়ে জমিয়ে কুয়াসা সৃষ্টি করেন, আকাশ ঢেকে ফেলেন, নীল সায়রে তা' চালনা করেন। আর তখন জাহাজ সাগরময় ঘুরে বেড়ায়, জলপথ হারিয়ে বসে, জলন্ত পাহাড়ের গায় ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়। কখনো কখনো প্রভু গরীবদের অশ্রু থেকে শিশির সৃষ্টি করেন। এক রাত্তিরে লবণাক্ত শিশির পড়ে সারা জগতের শস্যের উপর—আমাদের এবং অন্যান্য সবার—এবং সব শস্য তিক্ত অশ্রুতে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, দারুণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বিশ্বজগত গ্রাস করে। কাজেই, গরীবদের কান্নাকাটি করা মোটেই উচিত নয়, কারণ তারা

শুধু নিজেরাই মারামারি কাটাকাটি ক'রে মরে......বুঝেছ, বাবা ?" রুক্ষ-ভাবে তিনি শেষ করেন, "প্রভুর নিকট প্রার্থনা কর, কণ্ড্রাট! তোমার প্রার্থনা তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে পৌছাবে।"

"আমরা কি গরীব, মা ? বাবা কি গরীব ?" শিশু কন্ড্রাট তার মাতাকে প্রশ্ন করে।

হাঁ, বাবা, আমরা গরীব বই কি!

প্রাচীন বিশ্বাসীদের আইকনের সুমুখে হাঁটু গেড়ে বসে শিশু কন্ড্রাট প্রার্থনা করে, চোখের জল শুকিয়ে তোলে, পাছে কোপাবিষ্ট প্রভুর চোখে পড়ে যায়।

জাল থেকে জেলেরা যেমন একটি একটি করে মাছ খুলে, তেম্নি কন্ড্রাট তাঁর বিগত জীবনের ঘটনা একটি একটি করে পাশমুক্ত করেন। ডন-অঞ্চলের কশাকের ছেলে তিনি, আর আজ যৌথ খামারের একজন চাষী। যৌথ খামার পত্তনের প্রথম ক'রাত্রি কী ভাবনাই না ভেবেছেন, তৃণাঞ্চলের পথের ন্যায় তা যেমন অসংখ্য, তেমনি সুদীর্ঘ। কন্‌স্ক্রিপট্ বাহিনীতে অবস্থানকালে তাঁর পিতার বাহিনী আইভানভো-ভজ্‌নেসেন্‌স্কের ধর্মঘটকারী তাঁতীদের ওপর বেত ও অসি চালনা করে এবং মিল-মালিকদের স্বার্থরক্ষা করে। তাঁর পিতা মারা যান, কন্ড্রাট বড় হয়ে উঠেন, ১৯২০ সালে তিনি পোলদেশীয় শ্বেতাঙ্গ ও রেঙ্গেলের সৈন্য কেটে খান খান করেন। এই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ছিল সেই সব ভজ্‌নেসেন্‌স্কের শ্রমিকদেরই গভর্ণমেণ্ট। এবারে মিল-মালিক ও তাদের বেতনভোগীদের আক্রমণ থেকে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই তিনি লড়াই করেন।

অনেক দিন থেকেই তিনি ভগবানে বিশ্বাস হারান। যে কমুনিস্ট পার্টি সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকদের স্বাধীনতা ( ফ্রিড্‌ম ) ও সূর্যালোকিত ভবিষ্যতের দিকে পরিচালনা করে তাতে তাঁর অগাধ বিশ্বাস! তিনি তাঁর সব গরু-বাছুর, আণ্ডা-বাচ্ছা সুদ্ধ সবগুলো মুরগী যৌথ বাথানে নিয়ে যান। যারা

কাজ করে, খায় দায়, পৃথিবীর মুক্ত বুকে ঘুরে বেড়ায় শুধু এমন লোকের পক্ষপাতী তিনি! সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে দৃঢ় ও অচ্ছেদ্যভাবে তিনি জড়িয়ে পড়েন! তা সত্ত্বেও রাত্রে ঘুমোতে পারেন না তিনি। যে সম্পত্তি ও জিনিসপত্র তিনি একদা স্বেচ্ছায় দান করেন তারই প্রতি একটা বিষাক্ত মমতা বশেই তাঁর চোখে ঘুম নেই। বিষাক্তময় অনুশোচনা জাগে তাঁর হৃদয়ে, স্পৃহা ও বিতৃষ্ণায় আচ্ছন্ন করে ফেলে।

আগে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি নানা কাজে নিযুক্ত থাকতেন। সকালে তিনি বলদ, গাভী, মেষ, ঘোড়াকে দানাপানি দেন, দুপুরে তিনি মড়াইয়ের উঠান ঝাঁট দিয়ে খড়-কুটো সাফ করেন, যাতে একটা বিচালিও নষ্ট না হয়, পরে আবার রাত্রির জন্যও তা ঝরঝরে করে রাখা হয়। এমনকি, রাত্রেও বার কয়েক বাথানে ঢুকে দেখেন, গরু-বাছুর সব ভাল আছে কিনা, পায়ে-দলা বিচালি তুলে রাখেন গামলায়, চাষীসুলভ নানা চিন্তা-ভাবনায় তাঁর হৃদয় ভরপুর হয়ে থাকে। কিন্তু এখন তাঁর উঠান খালি, বৈচিত্র্যশূন্য। বাইরে যাবার বা কাজ করবার কোন তাগিদ নেই! গামলা খালি পড়ে আছে, কঞ্চির বেড়ার খোঁয়ারের দরজাও খোলা, সুদীর্ঘ রাত্তিরে মুরগীর একটা ডাকও কানে আসে না। সময় ঠাওর করার বা অন্ধকার কাটার আর কত বাকি তা বুঝার আর কোন-কিছু নেই।

এই একঘেয়েমির হাত থেকে তিনি নিস্তার পান যখন যৌথ খামারের বাথান দেখার তাঁর পালা আসে। উঠানের একান্ত নির্মম দৃশ্য এবং স্ত্রীর ব্যথিত তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি পরিহারের ইচ্ছায় দিনের প্রথম সুযোগেই কুটির থেকে তিনি বার হয়ে পড়েন।

এখন স্ত্রী তাঁরই একপাশে নিদ্রায় মগ্ন, নিয়মিতভাবেই নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলেন। স্টোভের উপর তাঁদের ছোট মেয়ে খৃস্তিস্কা গড়াগড়ি যায়, মধুরভাবে ঠোঁটে চপ্‌চপ্‌ করে এবং ঘুমের ঘোরে বিড়বিড়

করে বকে: "আস্তে, বাবা, আস্তে……।" ঘুমে সে মনোহর, শিশুসুলভ স্বপ্ন দেখে। সে সহজভাবে থাকে, সহজভাবে চলাফেরা করে। খালি দেশলাইয়ের বাক্স পেলে সে আনন্দিত হয়, কাপড়ের পুতুলের স্লেজ-গাড়িরূপে টানে। এই স্লেজ-গাড়ি নিয়ে সে সারাদিন খেলতে পারে, পরের দিন নতুন খেলার আনন্দ তাকে জোগায়।

কিন্তু কনড্রাটের নিজস্ব একটা চিন্তাধারা ছিল। তারই গণ্ডির মধ্যে জালে-আবদ্ধ মৎস্যের ন্যায় তিনি ধস্তাধস্তি করেন। "কখন তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে, ওগো পাপীয়সী কামনা? কবে তুমি শুকিয়ে মরবে, ওগো বিপজ্জনক শয়তান? কিন্তু কেন এরূপ হয়? আস্তাবলের পাশ দিয়ে যাবার সময় যখন অন্যের ঘোড়াগুলো দেখি, মনে কিছুই হয় না কিন্তু যেই আমার নিজের ঘোড়াটা চোখে পড়ে, চোখ পড়ে তার ছিন্ন বাম কানটা, পিঠের লেজ-পর্যন্ত-টানা কাল ডোরাটা, কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে আসে, আমার স্ত্রীর চাইতেও তাকে প্রিয়তর মনে হয়। তখন আমি সেটাকে মধুর কচি ঘাস দিতে চেষ্টা করি। অন্যেরাও ঠিক তাই করে: নিজের নিজের ঘোড়ার জন্য মন আনচান করে, পরের ঘোড়ার জন্য থোড়াই তারা পরোয়া করে। অথচ এখন আর 'পর' বলে কিছু নেই, সবই আমাদের। কিন্তু তবুও তাই হয়। ……তারা সম্পত্তি রক্ষায় সচেষ্ট নয়, অনেকে তাতে অভ্যস্তও নয়। কাল কুজেনকভের পালা ছিল; ঘোড়াকে জল খাওয়াতে নিজে যায়নি, পাঠায় একটি ছেলেকে। একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে সে এক কদমে সবগুলোকে নদীতে নিয়ে যায়। সবার জল পান করা হল, কি না-হল, না-দেখেই সে তাদের ঘিরে জোর কদমে আস্তাবলে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এ সম্পর্কে কারো কাছে কিছু বলতে পারবে না; কারণ তারা সোজা দন্তবিকাশ করে বলে উঠবে: আমাদের সকলের চাইতে তোমার দরদ বেশি বলে মনে হয় যে! ব্যক্তিগত সম্পত্তি লাভের জন্য

সংগ্রামেরই ফল তা। আমার মনে হয়, যাদের সব সময় পেট ভরতি ছিল তারা মাথা ঘামায় না মোটেই। ঘোড়ার জল খাওয়ানোর বিষয় কাল ডেভিডোভকে বলতে ভোলা আমার একেবারেই উচিত নয়। এভাবে দেখাশোনা চললে বসন্তকালে আর এদের দিয়ে মই দেওয়ানো চলবে না। মুরগীর দেখাশোনা কিরূপ চল্‌ছে কালকেই গিয়ে দেখতে হচ্ছে। মেয়েরা বলাবলি করে, গাদা-গাদি করে রাখার জন্য এর মধ্যেই সাতটা মরেছে। কি কঠিন ব্যাপার! একেবারে এত সব মুরগী টেনে আনা হোলই বা কেন? সময় বোঝার জন্য প্রতি উঠানে অন্তত একটি করে মোরগ রেখে আসলেই চলত। যৌথ দোকানে কিছু-বলতে-কিছু নেই। খৃস্তিস্কা খালি পায়েই সর্বত্র চলাফেরা করে। তোমরা যা ইচ্ছে কর বাপু, তার অন্তত এক জোড়া জুতা চাই-ই। ডেভিডোভের কাছে একজোড়া জুতো চাইতে আমার বিবেকে বাধে। বেশ তো, আমাদের স্টোভের উপরই কাটিয়ে দিক না এই শীতটা, গ্রীষ্মকালে আর তার দরকারও হবে না।”

পঞ্চ-বার্ষিকী সংকল্প কার্যে পরিণত করতে যেয়ে দেশ যে অভাবের তাড়না ভোগ করছে কনড্রাট তা ভাবেন আর পাশ্চাত্যের যেসব শ্রমিক এখনো সাম্যবাদী হয়নি তাচ্ছিল্যভরে তাদের সঙ্গে মনে মনে যুক্তি-তর্ক চালান। “মনিবের কাছ থেকে ভাল বেতন পেয়ে তোমরা আমাদের শত্রুর হাতে ঠেলে দিয়েছ! ভাল খাওয়া-দাওয়ার লোভে আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ, ভাইসব! পঞ্চায়েতী শাসন কায়েম করছ না কেন তোমরা? কেন এত দেরী করছ? জঘন্য জীবনের আস্বাদ পেলে এতদিনে তোমরাও বিপ্লব সাধন করতে! নিতম্বে কামোদ্দীপ্ত মোরগের ঠোকর যে এখনো খাওনি এ খুবই সুস্পষ্ট। তোমাদের মধ্যে সার পদার্থ বলে কিছু নেই, কিছুতেই তোমরা এগিয়ে চলতে পার না, বড্ড ধীরে চলছ, আর বড় চঞ্চলমতি ও অস্থির তোমরা। একদিন না-একদিন ঠোকর খাবে বৈকি! ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে ছিঁড়ে ফেলবে। সীমান্তের

বাইরে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তুলতে কিরূপ কঠোর জীবন যাপন করি তাও কি তোমরা চোখে দেখ না? দেখনা, কি অভাব আমরা ভোগ করি, অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় কাটাই, খালি পায়ে চলি, তবু আমরা দাঁত-কামড়ে কাজ করে যাই? কাজ যখন সব সারা হয়ে যাবে, ভাই, তখন এলে লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারবে না! ইচ্ছা হয়, সুউচ্চ থাম একটা বানাই, যাতে তোমাদের চোখ পড়ে; তার ডগায় উঠে তোমাদের আমার কথা শুনাই!"

নিদ্রার কোলে তিনি ঢলে পড়েন, সিগারেটটি মুখ থেকে খসে পড়ে। একটিমাত্র জামা পুড়ে মস্ত একটা কাল ছেদা হয়। আগুনের টাটানিতে ঘুম ভেঙে যায়, উঠে বসেন, নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দেন, ছেদাটা সেলাই করার জন্য আঁধারে সূচের জন্য হাতড়ান, নইলে ভোরে আনার চোখে পড়বে, ঘণ্টা কয়েক খিটিমিটি করবে। একটি সূচও কিন্তু মিলে না।

আবার তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

ভোরে ঘুম ভেঙে যায়, একঘেয়েমি ভাব দূর করবার জন্য তিনি উঠানে বার হন। চলার পথ থেকে একটা অপূর্ব কোলাহল তার কানে আসে। সারা রাত্রি একটা চালা ঘরে আটক থাকায় সমাজাধীন মোরগগুলি একই সময়ে অসংখ্য স্বরে চেঁচাতে শুরু করে। ফুলে-উঠা চোখের পাতা বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে কনড্রাট মিনিটকয়েক সমবেত অবিশ্রান্ত কলরব কান পেতে শোনেন, সর্বশেষ বিলম্বিত 'কুকুরে কু' ডাকটা মিলিয়ে গেলে তন্দ্রাজড়িত ভাবে তিনি হাসেন। তিনি ভাবেন, পাজীগুলো কিরূপ সোরগোল করছে, ঠিক যেন পিতলের বাজনা বাজছে। এ সবের কাছে যারা থাকবে তাদের না থাকবে ঘুম, না থাকবে নীরবতা। আগের দিনে একটা গাঁয়ের এ প্রান্তে, আরেকটা অপর প্রান্ত থেকে ডাক শুরু করতো, তাতে না ছিল শৃঙ্খলা, না-ছিল স্বর-সঙ্গতি। কি

শোচনীয়ই না ছিল এ জীবন!" তারপর কর্তব্যানুরোধে বার হন।

প্রাতর্ভোজনের পর মোরগের খোঁয়াড় তিনি দেখ্‌তে বার হন। বুড়ো আকিম সক্রোধে চেঁচিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা করেন :

ভাল, এত ভোরে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

তোমাকে আর মোরগগুলোকে দেখতে আসলাম। কেমন আছ, চাচা?

ছিলাম বেঁচে বর্তে, কিন্তু এখন……ভগবান রক্ষা করুন!

কেন, কি হোল?

মোরগ দেখাশোনা মানে ধীরে ধীরে আমাকে জবাই করা।

কেন?

একদিন এসে থাক এখানে, সব বুঝতে পাবে! পাজী মোরগগুলো সারাদিন লড়াই করে বেড়ায়, তাদের পেছনে ছুটাছুটি করে হায়রাণ হয়ে পড়েছি। তোমরা বল মুরগীগুলো নারী প্রকৃতির, এরা পরস্পরের ঝুটি পাকড়িয়ে উঠানময় দাপাদাপি করে। চুলোয় যাক্‌ এই চাকরী। আজই ডেভিডোভের কাছে গিয়ে 'মৌমাছি' দেখাশোনার ভার দিতে বলব।

তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে, চাচা।

অভ্যস্ত হতে হতে চাচা পটল তুলবে! যাই বল একি পুরুষের কাজ? দেখতে যেমনই হই না কেন, আমি কশাক, তুরস্ক অভিযানে আমি যোগদান করি। আর বলছি তোমাকে, আমাকে করা হয়েছে কিনা মোরগদের প্রধান সেনাপতি! কাজ নিয়েছি মাত্র দুদিন, কিন্তু ছেংড়াদের হাত থেকে নিস্তার নেই। বাড়ি ফিরে যাবার পথে তারা এই বলে চেঁচায় : "চাচা, হেন-ফিলার", "চাচা আকিম হেন-ফিলার"। শেষে "হেন-ফিলার" এই দুর্নাম নিয়ে মরার জন্যই কি সবার শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলাম? এ আমি চাই না মোটেই।

যেতে দাও, চাচা, আকিম। চেঙ্গড়াদের কথা নিয়ে মাথা ঘামাও কেন?

শুধু কি ছেলেরাই মস্করা করে! কতকগুলো স্ত্রীলোকও তাদের সঙ্গে থাকে। কাল যখন খাবার জন্য বাড়ি যাই তখন নাস্তিয়া ডোনিয়েট্‌-স্কোভা কুয়ো থেকে জল তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। 'চাচা, মুরগীর ছানাগুলো ভালভাবে দেখাশোনা করছ তো?' সে প্রশ্ন করে। 'হাঁ, দেখ্‌ছি বই কি?' উত্তর দিই আমি। 'মুরগী ডিম পাড়ে তো, চাচা?' আমি বলি, 'কতক পাড়ে বই কি! তবে প্রচুর পরিমাণে নয়।' নাকের কী ফোপড়ানি, কালমাক মাগীর, বলে, "চাষের সময় যাতে অন্তত এক ঝুড়ি ডিম জমে দেখো। নইলে স্বয়ং তোমাকে দিয়ে মুরগী চড়িয়ে ছাড়ব।' এসব নোংরা মস্করা আমার ন্যায় বুড়োর পক্ষে অসহ্য! কাজটাও অত্যন্ত অপ্রীতিকর!

বুড়ো আরো কিছু বলবার উপক্রম করে, কিন্তু বেড়ার ধারে দুটো মোরগের তুমুল লড়াই শুরু হয়, একটার ঝুঁটি থেকে রক্তের স্রোত বয়ে যায়, অন্যটার গলার কাছ থেকে উড়ে যায় এক মুঠি পালক। আকিম এক দৌড়ে তাদের কাছে ছুটে যায়, যাবার সময় লাঠি সোটা নিয়ে যেতে ভোলে না।

ভোর হলেও যৌথ ফার্ম আফিস লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠে। গেটে ঘোড়ায় সজ্জিত শ্লেজ্‌ গাড়ি ডেভিডোভের জন্য অপেক্ষা করে, জেলা শহরে যাবার জন্য তিনি তৈরি হচ্ছেন। ল্যাপশিনোভের জিন্‌-দেওয়া কদমে-ঘোড়াটা খুর দিয়ে বরফ আঁচড়ায় আর লিউবিস্কিন ব্যস্তভাবে পেটি দিয়ে জিন কষেন। ঘোড়ায় চড়ে তুবিয়ান্‌স্কো যাবার জন্য তিনি তৈরি হন। সেখানে স্থানীয় যৌথ ফার্মের ম্যানেজারের সঙ্গে শস্য-বাছাই যন্ত্রের সম্পর্কে কথাবার্তা আছে।

কন্‌ড্রাট প্রথম কামরাটায় ঢোকেন। শহর থেকে নবাগত হিসাব-রক্ষক পাতি পাতি করি হিসাবের খাতা পরীক্ষায় ব্যস্ত। তাঁরই বিপরীত দিকে বসে লিখছেন ইয়াকভ। ক'দিনে তাঁর গাল বসে যায়,

বিমর্ষ দেখায়। যৌথ ফার্মের যে-সব মজুর ফোরম্যানের নির্দেশে খড় গাড়ি-বোঝাই করতে এসেছে তারাও ঐ কামরায় ভিড় করে আছে। এক কোনে আর্কাডি এবং তৃতীয় ব্রিগেডের নেতা আগাফন ডাব্‌ট্‌সিয়েভ গাঁয়ের একমাত্র কামার আইপোলিট শ্যালির সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক জুড়ে দেন। দূরের এক কামরা থেকে রাজমিওটনোভের খরধার, রসাল কণ্ঠের স্বর ভেসে আসে। সবেমাত্র এলেন তিনি, কোলাহল ও হাসি-হর্‌রার জীবন্ত মূর্তি, ডেভিডোভের কাছে তিনি বলেন :

চারজন বুড়ি আজ খুব ভোরে দেখা করতে আসেন। মিশ্‌কার মা বুড়ি উলিয়ানা ছিলেন তাঁদের নেতা। চেনেন তাঁকে? না? বয়স তাঁর যেমন বাড়ছে, তেমনি ওজনেও—কম্‌ছে কম সাত পুড—নাকে একটা আঁচিল আছে। বেশ, তাঁরা আসেন, এসেই তিনি ফেটে পড়েন। রাগে এত অধীর যে তাঁর আঁচিলটাও লাল হয়ে উঠে, কথা কিছুই বোঝা যায় না! রায় বাঘিনীর মত আমাকে আক্রমণ করেন : 'এই যে তুমি......' ইত্যাদি বলে। সোভিয়েটে এক পাল লোক আমার সঙ্গে ; তারি মধ্যে তাঁর গালিগালাজ চলে। আমি অবশ্য কঠোরভাবে বলি : 'চুপ করুন, এসব কথা মুখে আনবেন না, সরকারের মর্যাদা হানির দায়ে জেলায় পাঠাব।' পরে তাঁকে জিগ্যেস করি : 'এত রাগের কারণ কি?' উত্তরে তিনি বলেন : 'বুড়িদের নিয়ে উপহাস করার চেষ্টা করছ কেন? আমাদের বার্ধক্য নিয়ে মস্করা করার স্পর্ধা কি করে হয়?' ব্যাপার বুঝতে বেশ সময় লাগে। পরে জানা যায়, তাঁরা নাকি শুনেছেন, যৌথ ফার্ম পরিচালক-সভা বসন্তকালে, যে-সব বুড়ি কাজ-কর্ম করতে অক্ষম, আর যাঁদের বয়স ষাটের উপরে তাঁদের আলাদা করে........" হাসি চাপতে যেয়ে কণ্ঠরোধের উপক্রম হয় রাজমিওটনোভের। "......ডিমে তা দেওয়ার বাষ্পীয় যন্ত্রের অভাবে বুড়িদের এই সামান্য কাজে নিয়োগ করা হবে। এজন্য তাঁরা এত প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। বুড়ি উলিয়ানা এ ভাবে চেঁচাতে থাকেন যেন তাঁকে

মেরে ফেলা হচ্ছেঃ 'এই কুত্তার বাচ্চা ! ডিমের উপর বসাবে আমাকে, নয় সে ডিম জন্মায় নি এখনো ! তোদের সবাইকে জলন্ত কড়াইয়ের সেকা দিয়ে জলে ডুবে মরব আমি।' সবার উপর গলা চড়িয়ে বলি, 'খবরদার মা উলিয়ানা, জলে ডুবে মরার চেষ্টা করো না। যে-কোন অবস্থায় তোমাকে ডোবাতে পারে এত জল নেই আমাদের নদীতে। এ সব মিছে কথা, কুলকদের বানানো কেচ্ছা।' কিন্তু কিরূপ ফন্দি দেখেছেন, কমরেড ডেভিডোভ ! আমাদের কাজ পণ্ড করার জন্য শত্রুরা এরূপ কত আজগুবি গল্পই না ছড়াচ্ছে ! এ গল্প কোথায় তারা পেলো তা জানার জন্য তাদের নানা প্রশ্ন করে বুঝলাম, গত পরশু ভস্কোভয় থেকে একজন ভিক্ষুনি এসে টিমোফি যোর্শেভের কুটিরে রাত কাটান, আর তাদের বলেন, মুরগীর ছানাগুলো সমাজাধীন করা হয়েছে শহরে পাঠানোর জন্য, ঝোলে দেবার জন্য। তিনি আরো বলেন, নীচে খড় দিয়ে বিশেষ ধরণের ছোট ছোট চেয়ার বুড়িদের জন্য তৈরী করা হবে, তাঁদের বাধ্য করা হবে ডিমে তা দিতে, কেউ রাজী না হলে তাদের বেধে রাখা হবে চেয়ারের সঙ্গে।"

"কোথায় সেই ভিক্ষুনি ?" নাগুলনোভ এতক্ষণ খুব উত্তেজিতভাবে শোনেন। তিনি প্রশ্ন করেন।

ঝাঁ করে সরে পড়েছেন। মূর্খ নন তিনি ! মিথ্যের ঝুলি ঝেড়ে উবে গেছেন।

তার ন্যায় কালপুচ্ছ দৈয়ালদের ( বক্‌বক্‌কারীদের ) গ্রেপ্তার করে যেখানকার জীব সেখানে পাঠানো উচিত। তার বরাত ভাল, আমার হাতে পড়েনি। ঘাগরা মাথায় বেঁধে চাবকাতাম তাকে। আপনি সোভিয়েটের চেয়ারম্যান, আর ইচ্ছে হলে যে-সে লোক এসে আপনার গাঁয়ে রাত কাটিয়ে যেতে পারে। চমৎকার হালচাল !"

চুলোয় যাক্, সবার ওপর নজর রাখা চলে না !

বড় লম্বা-কোর্তার ওপর মেষ-চর্মের জামা চড়িয়ে টেবিলে বসে

ডেভিডোভ যৌথ ফার্ম সভার অনুমোদিত বসন্তকালীন চাষাবাদের নক্সার ওপর শেষবারের মত চোখ বুলিয়ে নেন। চোখ না তুলেই তিনি বলেন :

আমাদের দুর্নাম প্রচার শত্রুপক্ষের সেই পুরনো অপকৌশলেরই অন্যতম। সে পরগাছা, তার একমাত্র লক্ষ্য আমাদের যাবতীয় গঠনশীল কাজ ভেস্তে দেওয়া। সময় সময় আমরা তার হাতের ক্রীড়নক হই, মোরগের ব্যাপারে আমরা যেরূপ হয়েছি………।"

"মোরগের ব্যাপার মানে?" নাগুলনোভের নাক স্ফীত হয়ে উঠে।

মোরগগুলোকে সমাজাধীন করার জন্য রুখে দাঁড়ানো।

এ সত্যি নয়।

এ সত্যি! প্রকৃত ঘটনা। ছোটখাট রদবদলের জন্য মোটেই মাথা ঘামানো উচিত হয় নি। বীজ বোনার উপকরণ ঠিকঠাক করা হয়নি, আমরা পড়লাম মুরগী নিয়ে! এ নেহাৎ মানসিক জড়তা ছাড়া আর কিছু নয়! এখন নিজেকে নিজে লাথি মারতে ইচ্ছে করে। জেলা কমিটির দপ্তরে গেলে বীজশস্যের ভাণ্ডার নিয়ে এক হাত নেবে আমার ওপর। ঠিক তাই! বড়ই অপ্রীতিকর ব্যাপার……।"

মোরগ সমাজাধীন করা উচিত ছিল না কেন, বলুন তো? সভার সকলে একমত হয়, নয় কি?

"এ সমস্যা সভার নয়," ডেভিডোভ ভ্রূকুটি করেন, "আপনি কেন বুঝছেন না যে, মোরগ একটি অপ্রধান অংশ, প্রধান অংশটি সম্পর্কেই সিদ্ধান্ত করা উচিত ছিল : যৌথ ফার্মটিকে শক্তিশালী করে তোলা, সেন্ট পার্শেন্ট সভ্যভুক্ত করা, পরিশেষে, শস্য বুনা। তুচ্ছ মোরগের ব্যাপারে, রাজনৈতিক দিক থেকে, কাজটা ভুল হয়েছে বলেই আমার ধারণা। ঠিক তাই, আমাদের ভুলই হয়েছে। গতরাত্রে যৌথ ফার্ম সংগঠনের বিষয়ে আমি কিছু পড়াশোনা করি এবং বুঝি, কোথায় আমাদের ভুল হয়েছে। বুঝে দেখুন, আমাদের যৌথ খামারটা একটা সমবায় সমিতি বিশেষ। আমরা এটাকে

কমুনে পরিণত করার চেষ্টা করি। সত্যি নয় কি? আর এইটেই হল বামপন্থী পথচ্যুতি! ঠিক তাই! বুঝে দেখুন! আপনার বদলে আমি একাজ করলে ( আপনি প্রস্তাব করেন এবং আমাদের তা মেনে নিতে বাধ্য করেন ) বলশেভিক সৎসাহস নিয়ে ত্রুটী স্বীকার করে নিতাম এবং মোরগ ও মুরগীর ছানা স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়ে দেবার আদেশ দিতাম। আপনি এ কাজ না করলে ফিরে এসে নিজের দায়িত্বে তা আমি নিজেই করব। আচ্ছা, আমি চললাম। নমস্কার।

টুপিটা চট্ করে তিনি মাথায় দেন, কুলকদের কাছ থেকে পাওয়া মেষ-চর্মের জামাটার কলার উল্টে দেন। নেপথেলিনের গন্ধ ভূর ভূর করে বার হয় তা থেকে। কেস্‌টায় দলিলপত্র আটকাতে আটকাতে বলেন ঃ

"এখনো যথেষ্ট ভিক্ষুনি জীবন্ত ঘুরে ঘুরে আমাদের সম্পর্কে মিথ্যে কথা প্রচার করে বেড়ায়, চেষ্টা করে নারী ও বুড়োদের আমাদের বিপক্ষে পেতে। কিন্তু যৌথ খামারের কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে এবং অতি প্রয়োজনীয়। সকলেরই আমাদের পক্ষে থাকা চাইই, বুড়িদের এবং অন্যান্য নারীদেরও, যৌথ খামারে নারীদেরও নিজস্ব একটা ভূমিকা আছে। ঠিক তাই!" দীর্ঘ ও দৃঢ়পাদবিক্ষেপে তিনি বার হয়ে যান।

"আসুন, মাকার, মুরগীর ছানাগুলো তাদের নিজ নিজ বাড়িতে পাঠিয়ে দিন। ডেভিডোভ খাঁটিকথাই বলেছেন।" উত্তরের প্রতীক্ষায় রাজমিওটনোভ মাকারের দিকে হা করে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। জামার তাকের উপর বসে মাকার তাঁর মেষচর্মের জামার বোতাম খোলেন, টুপিটা হাতের মধ্যে ঘোরান, নিঃশব্দে তাঁর ঠোঁট নড়ে। এইভাবে মিনিট তিনেক যায়। তারপর মাকার বিদ্যুৎবেগে তাঁর মাথা তোলেন, রাজমিওটনোভের দৃষ্টি তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হয়।

"চলুন, তা হলে," তিনি বলেন, "আমাদের ভুলই হয়েছে। খুব খাঁটি

কথা। ডেভিডোভ ঠিকই ঠাওর করেছেন, ফোক্‌লা দাঁতওয়ালা শয়তান!" খানিকটা মেনিমুখোর মত মৃদু হাসেন।

ডেভিডোভ যখন স্লেজ গাড়িতে উঠেন তখন মায়দানিকোভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন, হাত নেড়ে অগ্নিবর্ষী ভাষায় তিনি তাঁর কাহিনী বলেন। কোচম্যান অধীরভাবে লাগাম গুটিয়ে নেয়, আসনের নীচে ঢুকানো চাবুকটা ঠিক্‌ঠাক্‌ করে রাখে, ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে তাঁর কথা শোনেন। সিঁড়ি বেয়ে নাম্‌তে নাম্‌তে রাজমিওটনোভ তাঁকে বলতে শোনেন :

উত্তেজিত হবেন না! কোন-কিছু এমনভাবে মনে গেঁথে নেবেন না। সবই যখন আমাদের হাতে তখন সবই ঠিক করে নেয়া যাবে। ঠিক তাই! একটা শাস্তির ধারা প্রচলন করব, ব্রিগেড-নেতাদের ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করব। আচ্ছা, আজ এইপর্যন্ত।

ঘোড়ার পিঠের ওপর চাবুক চক্রাকারে ঘুরে আসে এবং শপাং শপাং শব্দ হয়। স্লেজ গাড়ি গেট পার হয়, তুষারের মধ্য দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

যে-উঠানে মুরগী রাখা হয় সেখানে শত শত মোরগ অসংখ্য রঙের পাথর-কুচির ন্যায় ইতস্তত ছড়ানো ছিল। সে উঠানে ডিউটিতে ছিল আকিম, হাতে একটা লাঠি। বাতাস তাঁর পাকা দাড়ি নিয়ে খেলা করে, কপালের ওপর ঘামের বিন্দুগুলো শুকিয়ে ফেলে। হেন-ফিলার উঠানময় ঘুরে বেড়ায়, ফেল্ট বুট দিয়ে মুরগীগুলোকে পথ থেকে ছিটকে ফেলে। কাঁধের উপর একটা থলে ঝুলে, মোটা রকমের দানায় তার আদ্দেকটা ভরা, গোলাঘর থেকে চালাঘরে চলাচলের সংকীর্ণ একটা পথে দানা ঢেলে ঢেলে দেয়। তার বুটের নীচে ছানাগুলো ফুটন্ত ঝোলের মত টগ্‌বগ্‌ করে, আর হরদম উতলাভাবে চেঁচিয়ে যায়।

কঞ্চির বেড়া দিয়ে মড়াইর উঠানের একটা অংশ অপরাংশ থেকে আলাদা করা। সেখানে রাজহাসের ঝাঁককে দেখায় একটা অখণ্ড খড়ির পাহাড়ের মত সাদা বস্তু। উদ্গত-কণ্ঠের সুস্পষ্ট, প্যাক্-প্যাকানি, পাখার পাখসাট এবং হিস্ হিস্ শব্দে মড়াইর উঠানটা একটা বসন্তকালীন জল-প্লাবিত মাঠ বলে ভ্রম হয়।

চালাঘরের কাছে মস্ত এক জনতার ভিড় হয়। বার থেকে পিঠ আর নিম্নাঙ্গের বলয় বলে মনে হয়। তাদের সবাইর মাথা নীচের দিকে নত, তাদের দৃষ্টি বলয়ের কেন্দ্রে, পায়ের কাছে কোন জিনিসের উপর নিবদ্ধ।

রাজমিওটনোভ তাদের কাছে এগিয়ে পিঠ বরাবর তাকান, বলয়ের মধ্যে কি চল্‌ছে তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন। সবাই ঘন ঘন শ্বাস ফেলে এবং পরস্পর চাপা কণ্ঠে কথা বলে।

লালটা জিতবে।

কখ্‌খনো না! দেখ, এর ঝুঁটিটা এর মধ্যেই বাঁকা ভাবে ঝুলছে।

দেখলে, কেমন ঠোকরটা মারলে ওটাকে।

মুখ হা করে উঠেছে, নেতিয়ে পড়েছে এইটে।

এই সময়ে স্থকারের হুংকার সকলের কণ্ঠ ছাপিয়ে উঠে: খুঁচিওনা ওটাকে। নিজ থেকেই ও শুরু করবে। খুঁচিওনা, মূর্খ কোথাকার। দোব এক খোঁচা তোমার গলায়।

বলয়ের মধ্যে দুটো মোরগ ডানা মেলে দাপাদাপি করে, একটা ছিল টক্‌টকে লাল, অন্যটা নীলাভ কাল, দাঁড়কাকের মত পালক। ঠোকরা-ঠোকরির ফলে উভয়ের ঝুটিই ক্ষত-বিক্ষত, রক্ত জমে কাল হয়ে উঠে, লাল ও কাল পালক তারা মাড়িয়ে যায়। উভয়ই ক্লান্ত। তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন কিছু ঠোকরানো বা নখ দিয়ে আধা-গলা বরফটুক্‌রো আঁচড়ানোর ভান করে কিন্তু পরস্পরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। তাদের ভান-করা উদাসীনতা বেশিক্ষণ টেকে না।

আগুনের শিখা থেকে কণা যেমন করে উড়ে যায় তেমনি কাল মোরগটা হঠাৎ ভূমি থেকে লাফিয়ে উঠে; লালটাও ঝাঁপিয়ে পড়ে। বার বার তারা আকাশে ঝাপ্‌টা-ঝাপটি করে।

ইহজগতের কথা বিল্‌কুল ভুলে বুড়ো সুকার তাদের চলাফেরা লক্ষ্য করে। এক বিন্দু ঠাণ্ডা জল তার নাকের ডগায় কাঁপে, তাতে তার গ্রাহ্যই নেই। লাল মোরগটার উপর তার অটুট দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। লালটাকে যে জিততেই হবে, কারণ ডিমিড-দি-সায়েলেণ্টের সঙ্গে সুকার বাজী রেখেছে। কারো হস্তস্পর্শে তার অখণ্ড মনোযোগ হঠাৎ বাধা পায়ঃ এই হাতটি মেষ-চর্মের জামার কলার ধরে কাটখোট্টাভাবে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায়, চক্রের বাইরে তাকে ছুড়ে ফেলে দেয়। রাগে সুকারের মুখচোখ বিরূপ হয়ে উঠে, সে ফিরে তাকায়, মোরগ-সুলভ স্থিরসংকল্প সত্বেও সে কিন্তু অপরাধীর কাছেই করুণাপ্রার্থী হয়, তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ বদলে যায় এবং অমায়িক ও সমাদরসূচক হয়ে উঠেঃ হাতখানা নাগুলনোভের। তাঁর চোখের এক ভ্রূকুটি দর্শকদের ছত্রভংগ করে দেয়, মোরগ দুটাকে ছাড়িয়ে তিনি বিরক্তভাবে বলেনঃ

মোরগের লড়াই বাধাচ্ছ, না? যার যার কাজে যাও, কুঁড়ের দল। হাতে কাজ না থাকে তো তোমরা খড় নিয়ে যাও আস্তাবলে অথবা গোবর নিয়ে যাও বাগানে। তোমাদের দুজন বাড়ি বাড়ি যেয়ে মেয়েদের বলে দাও, তাদের ছানাগুলি নিয়ে যাক।

"সুতরাং বাথান উঠিয়ে দিচ্ছেন?" মোরগের লড়াইয়ের জনৈক দর্শক প্রশ্ন করে, এই লোকটি স্বতন্ত্র চাষীরূপে থাকা স্থির করে। "যৌথ ফার্মের উপযোগী শ্রেণী-চেতনা যে জোড়দার নয় তা সুস্পষ্ট। কিন্তু বলতে পারেন সমাজতন্ত্রের আমলে মুরগীর লড়াই চলবে, না, চলবে না?

তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠে, একটা সুদীর্ঘ দৃষ্টি দিয়ে নাগুলনোভ প্রশ্নকারীকে নিরীক্ষণ করেন।

"খুব কৌতুকপ্রিয় বলেই মনে হয়, কিন্তু কি নিয়ে কৌতুক করছ জান ত?" তিনি বলেন, "মানবজাতির সুন্দরতম ফুলগুলি সমাজতন্ত্রের জন্য ঝরে পড়েছে। তা নিয়ে কৌতুক করার কে তুমি, এই কুত্তার বাচ্ছা? দূর হ, বিপ্লব-বিরোধী! নইলে এমন শিক্ষা দোব যাতে এ দুনিয়া থেকে পালাতে পথ পাবে না। ভেগে পড়, কালসাপ, ঠাণ্ডা করার আগে পালা। জানিস, আমিও কৌতুক করতে জানি!"

লজ্জিত কশাকদের কাছ থেকে তিনি প্রস্থান করেন, উঠানটা আর জড়-করা মোরগগুলোকে শেষবারের মত এক নজর দেখে নেন এবং একটা গভীর শ্বাস চেপে, অবনত মস্তকে, ধীরে ধীরে গেটের দিকে রওয়ানা হন।

---

## [ কুড়ি ]

জেলা-কমিটির ঘর চুরুটের ধোঁয়ায় নীল হয়ে উঠে, টাইপ-রাইটার খটখট্ করে, একটা ডাচ্ স্টোভ গরম ছড়ায়। দুটোর সময় কমিটির সভা বসার কথা। পরিচ্ছন্নরূপে খেউরী-করা, ঘর্মাক্তদেহ, ঘরের গরমের দরুণ সার্টের কলার খোলা জেলা-কমিটির সেক্রেটারী খুব ব্যস্তসমস্ত। ডেভিডোভকে একটা চেয়ার দেখিয়ে তিনি তাঁর অনাবৃত, মাংসল সাদা ঘাড় চুলকান এবং বলেন:

আমার হাতে সময় খুব কম, স্থির জেনে রাখুন। আচ্ছা, কাজ-কর্ম চলছে কেমন? সমবায়ীকরণের কাজ কত পার্শেণ্ট হয়েছে? সত্বর সেণ্ট পার্শেণ্ট করা চলবে তো? সংক্ষেপে বলুন।

"অবিলম্বেই হবে," ডেভিডোভ উত্তর দেন, "কিন্তু সমস্যা শতাংশ নিয়ে নয়, সমস্যা সমগ্র ফার্মের ভিতর কি ঘটতে যাচ্ছে তা নিয়ে। বসন্ত-কালীন মাঠের কাজের প্ল্যান নিয়ে এসেছি, দেখবেন একবার ?"

"না, না !" সেক্রেটারী ভয় পান, কাতরভাবে স্ফীত চোখ বুজেন এবং রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলেন। "এ নিয়ে জেলা কৃষি ইউনিয়নে লুপেটোভের কাছে যান। তিনি তা দেখে মঞ্জুর করে দেবেন, আমার সময় নেই। আঞ্চলিক কমিটি থেকে একজন কমরেড এসেছেন, মিনিট কয়েকের মধ্যেই বুরোর সভা বসবে। কিন্তু জিগ্যাস্য কুলকদের আমাদের কাছে পাঠানোর উদ্দেশ্য কি ? এর জন্যই এসেছেন ! পরিষ্কার রুষভাষায় কি সতর্ক করে দেওয়া হয়নি, যে-সব ব্যাপারে পরিষ্কার নির্দেশ পাওয়া যায় নি সে-সব বিষয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না ? ধনী চাষীদের পেছনে লাগা ও তাদের সম্পত্তি ছিনিয়ে নেবার আগে উচিত ছিল যৌথ ফার্মটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং সমবায়ীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করে তোলা। হাঁ, বীজশস্য ভাণ্ডারের অবস্থা কি ? জেলা কমিটি থেকে অবিলম্বে ভাণ্ডার স্থাপনের নির্দেশ পেয়েছেন কি ? তাহলে সে নির্দেশ পালনের জন্য এ যাবৎ কিছু করেন নি কেন ? আজকের বুরোর সভাতেই আপনার এবং নাগুলনোভের সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে হবে। আপনার বিরুদ্ধে নথীভুক্ত করে রাখার জন্য আমি সুপারিশ করব। এ প্রত্যক্ষ অবমাননা। প্রস্তুত হোন, ডেভিডোভ। জেলা-কমিটির জরুরী নির্দেশ অগ্রাহ্য করার অপ্রীতিকর সাংগঠনিক ব্যাপারে দাঁড়াবে ; শেষ রিপোর্ট মতে কি পরিমাণ বীজ শস্য সংগ্রহ করা হয়েছে, এক্ষুণি তা দেখছি !" টেবিলের উপর থেকে একখানা রুল-করা কাগজের তা টেনে নেন , ক্ষুদে চোখ বুলিয়ে পলকে লাল হয়ে উঠেন, বলেন, "আচ্ছা ! এক পুডও বেশি নয় ! চুপচাপ কেন ?"

পাশাপাশি একটি কথাও বলতে দিচ্ছেন না আমাকে। সত্য

বটে, আমরা এখনো শস্য ভাণ্ডারের আয়োজন করিনি। আজই ফিরে সেকাজে হাত দিব। সভা, যৌথ ফার্ম সংগঠন, পরিচালন এবং ব্রিগেড নিয়েই আমরা এ যাবৎ সারাদিন কাটিয়েছি। বাস্তবিক! আমাদের হাতে অনেক কাজ ছিল, আপনাদের ইচ্ছানুরূপ তা করা যায় না, আদেশ: এক, দো আর অম্‌নি ফার্ম প্রতিষ্ঠিত, ধনীচাষী বিতাড়িত, শস্যভাণ্ডার গৃহীত হবার জো ছিল না। সবই আমরা করব. আমার বিরুদ্ধে নথীভুক্ত করার জন্য এত তাড়াহুড়া কেন, তার যথেষ্ট সময় পাবেন।"

বলুন কি! তাড়াহুড়ার দরকার নেই? আঞ্চলিক ও বিভাগীয় কমিটি-গুলো আমাদের উপর চাপ দিচ্ছে, শ্বাস ফেলার সময় পর্যন্ত যেখানে দেয় না! পয়লা ফেব্রুয়ারীর দিকেই শস্য-ভাণ্ডার স্থাপন করা উচিত ছিল। আর আপনারা...

পনেরোই নাগাদ সব করে ফেলব। বাস্তবিক! ফেব্রুয়ারীতে তো আর বীজ বুনতে যাচ্ছিনে আমরা, যাচ্ছি কি? আজ তুবিয়ান্‌স্কোতে সর্টারর জন্য পরিচালক কমিটির একজন সদস্যকে পাঠিয়েছি। সেখানকার যৌথ ফার্মের চেয়ারম্যান একটি মাতাল; সর্টারের কাজ কখন শেষ হবে পত্রে জানতে চাইলে তিনি লিখে পাঠান, "ভবিষ্যতে"। আর একজন আত্মশিক্ষিত ভুঁইফোড় আপনাদের! বাস্তবিক!

অন্যের গল্প আমার কাছে বলার দরকার নেই, নিজের ফার্মের কথাই বলুন।

জীবজন্তু হত্যার বিরুদ্ধে আমরা একটা অভিযান চালাই, হত্যা এখন থেমেছে। দু'এক দিন আগে মোরগ ও ছোট জীবজন্তু সমাজাধীন করার প্রস্তাব করি, পাছে এইগুলোও জবাই করে না ফেলে। কারণ সাধারণের মধ্যে ...কিন্তু আজ মোরগগুলো ফিরিয়ে দেবার জন্য নাগুলনোভকে বলে এসেছি।

কেন?

আমার মতে, ছোটখাট জীব-জন্তু ও মোরগ সমাজাধীন করা ভুল। যৌথ ফার্মে এসবের দরকার হয়নি এখনো।

সমাজাধীন করার প্রস্তাব যৌথ ফার্ম সভায় কি পাশ হয়েছিল?

হাঁ, হয়েছিল।

তাহলে, তাতে দোষটা কি?

মুরগীর ছানা রাখার কোন ঘর নেই আমাদের, আর ফার্মের চাষীরা এ নিয়ে মুখর হয়ে উঠেছে। বাস্তবিক! মোরগ সমাজাধীন করা বাধ্যতামূলক নয়। আমরা কম্যুন সংগঠন করছি না, সংগঠন করছি যৌথ ফার্ম।

চমৎকার থিয়োরী! কিন্তু মোরগগুলো ফিরিয়ে দিলেন কোন্ ধারায়? অবশ্য এতে হাত দেওয়াই উচিত ছিল না, কিন্তু কাজ যখন হয়েই গেছে তখন পিছু হটার কোন কথাই উঠে না! আপনার একস্থানে পা ঠুকছেন; ও দো-তলকা কাজ চল্‌ছে। সুনির্দিষ্টভাবে মিলে মিশে কাজ করুন! শস্য ভাণ্ডার স্থাপন, সেণ্ট পার্শেণ্ট সমবায়ীকরণ; যন্ত্রপাতি মেরামত, কিছুই হয়নি আপনাদের।......

কামারের সঙ্গে আজ সব ঠিক্‌ঠাক হয়েছে।

ঠিক তাই, আমিও সেই কথাই বল্‌ছি। এক পাও এগোচ্ছেন না আপনারা। নিঃসন্দেহ আমরা প্রচারক পাঠাব, কি করে কাজ করতে হয় তারা শিখিয়ে দেব।

নিশ্চয়ই, তাই ভাল হবে। বাস্তবিক!

"যে কাজে তাড়াহুড়োর দরকার ছিল না, তা করেছেন তাড়াহুড়া করে। সিগারেট নিন।" ডেভিডোভের দিক সিগারেট কেসটা এগিয়ে ধরেন, "ধনী চাষীদের নিয়ে আপনাদের শ্লেজ গাড়ি বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত উপস্থিত হয়। G. P. U. থেকে ঝাকরচেংকো টেলিফোঁ করেন: 'তাদের নিয়ে কি করা যায়? আঞ্চলিক কর্তাদের সঙ্গে এ সম্পর্কে কোন কথা হয়নি। তাদের জন্য ট্রাক চাই। কোথায় এবং কি করে তাদের

পাঠানো যায় ?' দেখুন আপনাদের কীর্তি, এ করার কোন কথাও ছিল না, কোন নির্দেশও ছিল না।......

"আচ্ছা, আমারই-বা কি করা উচিত ছিল তাদের নিয়ে ?" ডেভিডোভও চটে যান। আর চটে গেলে মুখ দিয়ে তাঁর খইয়ের মত কথা ফুটে, তবে একটু অস্ফুট স্বরেই কথা বলেন। কারণ দুই দাঁতের ফাঁকে তাঁর জিভ্ আট্‌কে যায়, বক্তব্য অস্পষ্ট হয়ে উঠে। তারপর ভাবাবেগে যখন তাঁর রুক্ষ, হেড়ে গলার স্বর চড়তে থাকে তখন অর্ধ-স্ফুট কথার মাত্রা কমে আসে, স্তন্যপায়ীদের ন্যায় চক্ চক্ শব্দ উত্থিত হয়: "আমার গলায় তাদের ঝুলিয়ে রাখা বোধ হয় উচিত ছিল? তারা গরীব চাষী খোপ্রভ ও তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে.........।"

"তদন্ত থেকে তা প্রমাণ হয় নি।" সেক্রেটারী বাধা দিয়ে বলেন, "তার পেছনে হয়ত অন্য কারণ ছিল।"

উনি ছিলেন সামান্য একজন তদন্তকারী, কাজেই তা প্রমাণ হয়নি এবং আপনার 'অন্য কারণের' কোন অর্থ হয় না। এ নিশ্চয়ই ধনী-চাষীদের কাজ। বাস্তবিক! আমাদের যৌথ ফার্ম সংগঠনের কাজে তারা বাধা দেয়, ফার্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালায়, কাজেই তাদের নির্বাসনে পাঠাতে হয়। এ সব কথা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কেন তুলছেন বুঝতে পাচ্ছিনে যেন এতে আপনি সন্তুষ্ট হননি......।"

বেকুবের মত জবাব। আরো সতর্কভাবে কথা কইবেন। যখন পরিকল্পনা ও তদনুযায়ী কাজ গেরিলা কাজে রূপান্তরিত হয় তখন আমি স্বাধীন কাজের বিরোধী। প্রথমত, আপনি ঢের চতুরতার পরিচয় দেন গ্রাম থেকে ধনী চাষীদের বিতাড়িত করে এবং তার ফলে তাদের নির্বাসন নিয়ে আমাদের ভয়ানক কঠিন অবস্থায় ফেলে। তারপর আপনি শুধু স্থানীয় স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত, তাই আপনাদের গাড়িতে জেলা-কেন্দ্র পর্যন্ত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। আঞ্চলিক শহরের রেল-স্টেশনে সোজা পাঠান নি কেন?"

শ্লেজের দরকার ছিল আমাদের।

আমিও তো ঠিক তাই বলছি—স্থানীয় স্বার্থ! এই তো যথেষ্ট। অদূর ভবিষ্যতে আপনার কাজঃ পুরোপুরি শস্য সংগ্রহ, আবাদের পূর্বেই যন্ত্রপাতি মেরামত এবং সেণ্ট পার্শেণ্ট সমবায়ীকরণ। আপনাদের যৌথ ফার্ম হবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। জেলার অন্যান্য লোকবহুল কেন্দ্র থেকে আপনাদের ফার্মটা অনেক দূরে, দুর্ভাগ্যবশত 'জায়েণ্ট' ফার্ম এলাকায়ও পড়ে না। ওগুলো আঞ্চলিক আফিসের সঙ্গে যুক্ত, চুলোয় যাক সব। প্রথমে তারা 'জায়েণ্ট' ফার্মের জন্য আবেদন করে, তারপর তারা বলেঃ 'ওগুলো ছোট করো।' মাথা গুলিয়ে দেবার পক্ষে এই যথেষ্ট! মাথাটা চেপে মুহূর্তেক তিনি চুপ করে থাকেন, তারপর ভিন্ন স্বরে বলেনঃ

জেলা কৃষি ইউনিয়ন থেকে আপনার প্ল্যান মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে আসেন, এবং ভোজন-গৃহে যেয়ে আহার করুন। যথাসময়ে আসতে না পারলে সোজা আমার বাড়ি চলে যাবেন, আমার স্ত্রী কিছু খাবার দেবেন। একটু অপেক্ষা করুন, আপনার জন্য একটা চিঠি দিচ্ছি।"

একখণ্ড কাগজে দ্রুত খানিকটা লিখে ডেভিডোভের হাতে গুঁজে দেন, আবার কাগজপত্রে মনোনিবেশ করেন এবং ঠাণ্ডা, ঘামে-ভেজা হাত বাড়িয়ে দেন।

"এবং তক্ষুণি গ্রেমিয়াসি ফিরে যাবেন, নমস্কার, বুরোতে আপনার কথা উঠবে। খুবসম্ভব পারবোই না উঠাতে। শুধু মিলেমিশে চলবেন, নইলে সাংগঠনিক পরিণাম আপনার ভাগ্যে রয়েছে!

ডেভিডোভ গৃহ থেকে বার হয়ে চিরকূটখানা খোলেন। লাল পেন্সিল দিয়ে টানা হাতে লেখা রয়েছেঃ

লিজা, আমার সুস্পষ্ট নির্দেশ এই যে, তুমি অবিলম্বে এবং বিনা সর্তে এই পত্রবাহককে ভোজন করাবে। জি, করচিন্স্কী।

"না, না! এইরূপ হুকুমনামা নিয়ে যাওয়ার চাইতে আমি বরং না

খেয়েই থাকব।” জেলা কৃষি ইউনিয়ন আফিসের দিকে যেতে যেতে ক্ষুধার্ত ডেভিডোভ করুণভাবে স্থির করেন।

---

## [ একুশ ]

পরিকল্পনা মতে সেই বসন্তকালে গ্রেমিয়াসিতে ৪৭২ হেক্টার জমি চাষ করা হবে, ১১০ হেক্টার জমি থাকবে পতিত। শরৎকালে ৬৪৩ হেক্টার জমি চাষীরা ব্যক্তিগতভাবে চাষ করে, ২১০ হেক্টার শীতকালীন রাই বোনা হয়। বসন্তকালে মোট যে-জমি আবাদ করা হবে তার মধ্যে ৬৬৭ হেক্টার জমিতে গম, ২১০ হেক্টার রাই, ১০৮ হেক্টার বার্লি, ৫০ হেক্টার জই, ৬৫ হেক্টার চীনা ১৬৭ হেক্টার ভুট্টা, ৪৫ হেক্টার সান-ফ্লাউয়ার এবং ১৩ হেক্টারে শন বোনা হবে। একুনে ১৩২৫ হেক্টার জমি আবাদ হবে, বালুময় যে ৯১ হেক্টার জমি তরমুজের জন্য নির্দিষ্ট তা এর মধ্যে ধরা হয়নি।

১২ই ফেব্রুয়ারী ফসল উৎপাদন সংক্রান্ত এক সভার অধিবেশন হয়, যৌথ ফার্মের ৪০ জন উৎসাহী সভ্য উপস্থিত ছিলেন। বীজশস্য ভাণ্ডার সংগঠন, মাঠে যারা কাজ করবে তাদের উৎপন্নদ্রব্যের হার, আবাদের আগে যন্ত্রপাতি মেরামত, বসন্তকালে মাঠে যারা কাজ করবে তাদের দানাপানি সম্পর্কে আলোচনা হয়। ইয়াকভের পরামর্শ মতে ডেভিডোভ প্রস্তাব করেন, শস্য ভাণ্ডারের জন্য হেক্টার-পিছু ৭ পুড করে শস্য আলাদা করে রাখা হউক। তাতে মোট ৪৬৬৯ পুড থাকবে। তৎক্ষণাৎ কান-ফাটা কলরব উঠে। সবাই যার যার মতে চেঁচায়, কেউ কারো কথায় কর্ণপাত করে না, কলরবে টিটকের জানালার কাচ থর থর করে কাঁপে, ঝন্ ঝন্ করে উঠে।

এ অত্যন্ত বেশি।

বাড়াবাড়ি করো না।

হেক্টার-পিছু এত বেশি বীজ বুনিনি কখনো, বালুময় জমিতেও না!

একথা শুনলে মুরগীও হাসবে।

হেক্টার-পিছু জোর ৫ পুড।

না-হয় সাড়ে পাঁচ পুডই ধর।

হেক্টার-পিছু সাত পুড বোনার মত ভাল জমি চড়ুইর ঠোঁটে ধরে এতটুকু আছে কিনা সন্দেহ! যেসব জমিতে গোবর সার দেয়া হয় তাই আমাদের চাষ করা উচিত ছিল; গবর্ণমেণ্ট তার কি করছে?

আর পানিউস্কিনের বাড়ির পাশের মাঠটা কি হবে?

ও হো, খুব ঘাসপূর্ণ জমিটুকু চাষ করতে চাও তুমি।

হেক্টার-পিছু কত কিলোগ্রাম তোমার দরকার?

কিলোগ্রাম মাপ দিয়ে আমার মাথা ঘুলিয়ে দিও না! পুডের হিসেবে বল।

"নাগরিকগণ, এত গোলমাল করো না!" দ্বিতীয় ব্রিগেডের নেতা লিউবিস্কিন সাধ্যমত চেঁচিয়ে বলেন, নাগরিকগণ, তোমরা সব নিপাত যাও। ক্ষেপে গেছ তোমরা, মূর্খদেরও টেক্কা দিয়েছ। আমার একটা কথা শোন।"

যত ইচ্ছে বলে যাও। তোমাকে বলতে দেওয়া হবে।

কি পাজী! চেঁচিয়ে পিলে ফাটাচ্ছে! গরুর দল! এই ইয়াট, ষাঁড়ের মত চেঁচাও কেন? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যে নীল হয়ে উঠলে······

আচ্ছা, পাগলা কুকুরের মত তোমার মুখ থেকেও ফেনা ঝরছে কেন?

লিউবিস্কিনকে বলতে দাও।

এসব বরদাস্ত হচ্ছে না, কানে তালা লাগছে।

উত্তেজনায় উদ্দাম হয়ে উঠে সভাস্থলী। সর্বাপেক্ষা কোলাহলকারীর স্বর

একটু পড়ে আসলে ডেভিডোভ অনভ্যস্ত মত্ততার সঙ্গে গর্জন করে উঠেন ঃ

কে কবে এমন সভার কথা শুনেছে! কেন তোমরা এত চেঁচাচ্ছ? পালাক্রমে যে যার বক্তব্য বলে যাও, অন্যেরা চুপ করে থাকুক। বাস্তবিক! গুণ্ডামি করে লাভ কি! তোমরা সবাই বিজ্ঞতা দেখাতে উদ্‌গ্রীব।" কিছুটা শান্ত হয়ে তিনি বলে যান ঃ

শৃংখলার সঙ্গে কি করে সভা করতে হয় শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তোমাদের শেখা উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দোকানে, ক্লাবে, আমরা সভা করি, করি বেশ শৃংখলার সঙ্গেই, বাস্তবিক! একজন বলেন, অন্যেরা শোনেন। আর তোমরা সবাই সমস্বরে চেঁচাতে সুরু কর, কেউ কারো কথা এক বর্ণও বোঝে না।

"একজনের বলার সময় অন্য কেউ চেঁচালে মারব এ ঘা লাঠি দিয়ে, ভগবানের নামে বলছি, মারবই। চিৎপটাং তাকে হতেই হবে।" লিউ-বিস্কিন দাঁড়িয়ে দেবদারুর মজবুত একখানা লাঠি মাথার ওপর ঘুরায়।

"সভার শেষপর্যন্ত তাহলে সবাইকে মেরেই ঠাণ্ডা করে ছাড়বে দেখছি।" ডিয়েম্‌কা তার মত ব্যক্ত করে।

সভার সবাই হাসে, সিগারেট ধরায়। হেক্টার-পিছু কত করে বীজ লাগবে গভীরভাবে আলোচনা করে। পরে দেখা যায়, এত হৈচৈ করার সঙ্গত কারণ নেই। ইয়াকভ সর্বপ্রথম বক্তৃতা দেন, স্ববিরোধী সব মত তক্ষুণি উড়িয়ে দেন।

"চেঁচিয়ে আপনারা গলা ফাটিয়েছেন একান্ত অকারণে," এই বলে তিনি আরম্ভ করেন। "কমরেড ডেভিডোভ কেন সাত পুড প্রস্তাব করেন? সোজা উত্তর দেওয়া যায়, আমাদের সাধারণ পরামর্শানুযায়ী। আমরা কি বীজশস্য বাছাই ও রাসায়নিক রীতি অনুসারে রাখছি? হ্যাঁ, রাখা হচ্ছে বৈকি? বাজে নষ্ট হবে কি? হ্যাঁ, তাও হবে। অনেক নষ্ট হতে পারে, কারণ, তোমরা বীজশস্য আর মুরগীর দানার পার্থক্য না করে সবই

খাদ্যশস্যের সঙ্গে মিশানো, এই ভাবেই তারা তা বুনে। বোনা শেষ হবার পর কিছু বাঁচলে সে-সবও কি অপব্যয় হবে? না। আমরা তা মুরগী ও গরুকে খাওয়াব।"

প্রতি হেক্টারে সাত পুড করে বুনতে সভার সবাই রাজী হয় কিন্তু এক হাল কতখানি জমি চাষ করবে সভায় এ প্রশ্ন উঠলে ব্যাপারটা সহজে মিটতে চায় না, তুমুল মতবিরোধ দেখা দেয়, ডেভিডোভ একেবারে হতবাক্ হয়ে যান।

"বসন্তকালটা কেমন হবে-না-হবে না দেখে আগে থেকেই কি করে ঠিক করবেন, কতখানি জমি হাল-পিছু চাষ করা যাবে?" তৃতীয় ব্রিগেডের নেতা, বসন্তের দাগ মুখে, বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় আগাফন ডাব্‌ট্‌সিয়েভ ডেভিডোভকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বলেন, "বরফ কিরূপ গলবে, তার নীচ থেকে স্যাঁতসেঁতে, না শুকনো জমি বার হয়ে আসে কে জানে? মাটির নীচে কিছু দেখা যায় কি?"

"তাহলে আপনি কি বলতে চান?" ডেভিডোভ প্রশ্ন করেন।

"আমি বলি কি, বাজে কাগজ নষ্ট করে লাভ নেই, আর এখন লেখারও কোন দরকার নেই। আবাদ শুরু হলেই বুঝা যাবে।"

একটা ব্রিগেডের নেতা হয়ে প্ল্যানের বিরুদ্ধে এমন একটা বাজে কথা কেউ কখনো বলতে পারে? প্ল্যানের কোন দরকার নেই বলে মনে করেন নাকি?

অপ্রত্যাশিতভাবে ইয়াকভ ডাব্‌ট্‌সিয়েভকে সমর্থন করে বলেন, "কতটুকু জমি ও কিভাবে জমি চাষ করা যাবে তা আগে থেকে বলা যায় না। ধরুন, আপনার কাছে তিন হাল ভাল, পুরনো বলদ, আমার গুলো তিন বছর বয়সের বাছুর, পূর্ণবয়স্কের নয়। পারব আপনার সঙ্গে তাল রেখে চলতে? মরলেও না।"

কিন্তু কন্‌ড্রাট মায়দানিকোভ বলেন, "ম্যানেজার ইয়াকভের কাছে

এমন কথা শুনে অবাক হয়ে যাই। কাজ ভাগ করে না দিলে কি করে আমরা কাজ করব? ভগবান আমাদের প্রত্যেককে যা বলে দেবেন! আমি সারাদিন লাঙল ঠেলব, আর আপনি রোদে পিঠ দিয়ে আরাম করবেন। দুজনকে একই মজুরি দেওয়া হবে কি? বেশ চালাবেন তাহলে, ইয়াকভ লুকিচ!

"ধন্ত, কনড্রাট! জমির সঙ্গে বলদের সামর্থ্যের তুলনা কর কি করে? ধর, তুমি পেলে নরম জমি, আর আমি কঠিন জমি; তোমার জমি খাদে আর আমারটা পাহাড়ের ধারে। তাহলে কি হবে বলত, খুব চালাক তো তুমি?

কঠিন জায়গায় একরকম আর নরম জায়গায় অন্যরকম হবে। বলদ যুতলে তুলনা করা যায় বৈকি! সবই চল্‌বে, শেখাতে এসো না!

"উষাকভ কিছু বলতে চায়," কে একজন বলে।

বেশতো।

হে ভাইসব, আমি বলতে চাই, আমরা আগে যেভাবে কাজ করেছি, সে-ভাবেই কাজ করব। আবাদের মাসেক আগে থেকেই জন্তুগুলোকে দিব ভাল দানা, ভাল বিচালি, ভুট্টা আর বার্লি। কি করে জীবজন্তুর দানাপানির ব্যবস্থা করা হবে এও একটি ছোটখাট সমস্যা বটে। শস্য আহরণেই নষ্ট হয় বেশি শস্য......"

"গবাদির কথা পরে দেখা যাবে," ডেভিডোভ বাধা দিয়ে বলেন, "এক্ষণে প্রধান সমস্যা তা নয়। বাস্তবিক! রোজ কতটুকু জমি চাষ করা হবে তাই স্থির করতে হবে। কঠিন জমি কত হেকটার, হাল-পিছু কতটুকু জমি, মাথা-পিছু কতটুকু জমি রোপণ করবে ইত্যাদি ইত্যাদি"।

যারা রুইবে তাদের মধ্যেও তফাৎ আছে। যারা সতের কাতার লাগায় তাদের সমান এগার কাতার নিয়ে আমি করে উঠতে পারবো না।

বাস্তবিক! তাহলে তোমার বক্তব্য কি? ও ভাই নাগরিক, তুমি

চুপচাপ বসে আছে এতক্ষণ ? তুমি হলে একজন কর্মঠ সভ্য, কিন্তু তোমার গলা এযাবত আমি একবারও শুনিনি।

মৌনী ডেমিড অবাক্-বিস্ময়ে ডেভিডোভের দিকে তাকায় এবং জড়িতস্বরে নিম্নকণ্ঠে বলে :

আমি রাজী।

কিসে ?

চাষ-আবাদ করতে হবে······বুনতে হবে।

তাই ?

এই আমার বক্তব্য।

এই সব ?

হুঁ।

"তা তুমি বলেছ।" ডেভিডোভ মৃদু মৃদু হাসেন। তাঁর বাকি কথা শোনা যায় না, তুমুল হাসির রোলে চাপা পড়ে। বুড়ো স্থকার ডিয়েম্‌কার কথা বুঝিয়ে বলে :

"গাঁয়ে সে 'মৌনী' ডিমিড নামেই পরিচিত, কমরেড ডেভিডোভ সারাজীবন সে মৌনী, কদাচিৎ কথা বলে, এই জন্যেই তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে যায়। বেকুব কশাক সে নয়, তবে বুদ্ধি খানিকটে ঘোলাটে, ভাল কথায়, মাথায় একটু ছিট আছে, অথবা, ছেলেবেলায় মাথায় চোট লাগলে যেমনটা হয়। আমার মনে আছে ছেলেবেলায় তার নাক দিয়ে শিকৃনি ঝরত, একেবারে যাচ্ছেতাই ; নেংটা ঘুরে ঘুরে বেড়াত, চালাক-চতুর বলে কেউ মনেই করত না। এখন সে বড় হয়ে, হয়েছে নির্বাক। আগেকার আমলের তুবিয়ান্‌স্কোর পাদরী তাঁর সংস্কার করতে অস্বীকার করেন এই জন্যেই। পাপ স্বীকার করতে যেয়ে সে কাল রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে বসে থাকে। লেণ্ট পর্বের সপ্তম সপ্তাহ ছিল তখন, মনে হয়। পাদরী প্রশ্ন করেন : 'চুরি কর তুমি, বাবা ?' ডিমিড

নির্বাক। 'অনূঢ়া মেয়েদের সঙ্গে ব্যভিচার কর?' তখনো সে নীরব। "ধূমপান কর?" অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সংসর্গ আছে?" তখনো সে নির্বাক থাকে। মূর্খ শুধু বলে, 'আমি পাপী, ফাদার।' সে-মুহূর্তে তার পাপ দূর হয়ে গেছে…"

"আঃ, থাম!" ঘরের পিছনে বিদ্রূপের হাসি শোনা যায়।

"এক সেকেণ্ডে শেষ করছি! আচ্ছা, তার নাক দিয়ে শিকনি ঝরেই ঝরে, আর নয়া ফটক দেখলে ভেড়া যেমনভাবে তাকায় তেমনি ভাবে সে তাকিয়ে থাকে। পাদরী ভীষণ হয়ে উঠে, সে ভয় পায় ও কাঁপতে থাকে, কিন্তু প্রশ্ন চলতেই থাকে: 'অপরের স্ত্রীর ওপর লালচ আছে? কোন প্রতিবেশীর গাধা বা গরুর উপর লোভ আছে?' সুসমাচার অনুযায়ী আরও কত কি রকমের প্রশ্ন। ডিমিড চুপ করেই থাকে, আর বলতই-বা কি সে? যার স্ত্রীর প্রতিই তার লালচ থাকুক-না-কেন তাতে কি আসে যায়! ফল হবে না কিছুই। কোন মেয়েলোকই না, গাঁয়ের ছোট ঘরেরও কেউ না…

"সংক্ষেপ কর, চাচা! তোমার গল্পের সঙ্গে এ ব্যাপারের সম্পর্ক কি?" ডেভিডোভ কঠোরভাবে প্রশ্ন করেন।

"আর মিনিটখানেকের মধ্যেই আসছি সে কথায়। এ শুধু তারই সূচনা। আর এক সেকেণ্ড! আপনি বাধা দেন……কপিশাকের মত কঠোর আপনার মন। কি বলছিলাম, হারিয়ে গেছে। প্রভু, মনে করিয়ে দিন! চুলোয় যাক্ আমার ক্ষীণ স্মৃতি! হাঁ, মনে পড়েছে!" মাথার টাক হাত দিয়ে চাপড়ায়, মেশিনগানের গোলার মত অসংবদ্ধভাবে কথার স্রোত বয়ে চলে: "কাজেই অপরের স্ত্রীর ব্যাপারে ডিমিডের ভরসা মোটেই নেই। আর গাধা বা অন্য কোন পবিত্র জন্তুর প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা থাকবেই বা কেন? খামারের জন্য তার একটা ঘোড়াও নেই, কাজেই এর প্রতি লোভ তার থাকতে পারে, কিন্তু গাঁয়ে একটি গাধাও নেই, সারা

জীবন সে গাধা দেখেওনি। হে নাগরিকগণ, আমি জিগ্যেস করি, আছে আমাদের গাঁয়ে কারো গাধা? আদিম যুগ থেকে আমাদের গাঁয়ে একটি গাধাও ছিল না। বাঘ, বা গাধা অথবা একটা উট……”

“চুপ করবে কি? না তোমাকে বার করে দোব?” নাগুলনোভ প্রশ্ন করেন।

“মে-দিবস উপলক্ষে দুপুর থেকে সন্ধ্যাতক স্কুল-ঘরে বিশ্ববিপ্লব সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন আপনি, মাকার। বিরক্তি ধরে যায়, এর আর অন্ত প্রতিশব্দ নেই, বার বার একই কথা বলেছেন। বেঞ্চের ওপর গড়াগড়ি দিই, ঘুম আসে, কিন্তু তবুও বাধা দিইনি আপনাকে। অথচ আপনি কিনা আজ বাধা দিচ্ছেন……”

“বুড়ো চাচাকে শেষ করতে দাও। সময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে”, রাজমিওটনোভ মন্তব্য করেন। তিনি রহস্যপ্রিয় এবং গল্প খুব ভালবাসেন। বুড়োর সময় আরো দু'মিনিট বেড়ে যায়, তাঁর কথাগুলো হজম করে নিজের বক্তব্য শেষ করে নেয়ঃ

“হয়ত এই জন্যই সে নির্বাক। কেউ জানেনা, কেন। পাদরী অবাক হয়ে যান। মাথায় রুমাল ঢাকা দিয়ে তিনি ডিমিডকে প্রশ্ন করেনঃ ‘তুমি বোবা নও, নয় কি?’ তার উত্তরে ডিমিড বলে, ‘না, আমি বোবা নই। আপনার ন্যায় যথেষ্ট লোক দেখা আছে।’ পাদরী ক্ষেপে যান, এর আর প্রতিশব্দ নেই, তাঁর মুখ সবুজ হয়ে উঠে, তিনি শান্তভাবে ফিস্ ফিস্ করে বলেন, যাতে কাছের বুড়িরা শুনতে না পায়ঃ ‘তাহলে তুমি খুঁটির মত নির্বাক কেন, নারকী?’ ডিমিডের দু'চোখের মাঝখানে তিনি মোমবাতি দিয়ে আঘাত করেন।”

হাসির রোলের উপরে উঠে ডিমিডের ভাঙা-গলার ঘরঘর শব্দ, “মিছে কথা বলছ! তিনি আঘাত করেননি।”

“নিশ্চয়ই, আঘাত করেন বইকি।” বুড়ো স্থকার ভয়ানক অবাক

হয়ে যায়, "বেশ, একই কথা ; না-হয় আঘাত করতেই যান, এই তো ! কাজেই সংস্কার করতে তিনি নারাজ হন। বেশতো, নাগরিকগণ, ডিমিড নির্বাক থাকে থাক্, আমরা কথা বলব, তাতে আমাদের কি ! যদিও আমার স্থায় লোকের ভাল কথা রূপার সামিল, তবুও নির্বাক সোনার তুল্য।

"তোমার সব রূপা সোনায় রূপান্তরিত করলেই ভাল হত। অন্যের পক্ষে শান্তিপ্রদ হয়ে উঠত," নাগুলনোভ পরামর্শ দেন।

মরা কাঠ যেভাবে দপ্ করে জ্বলে উঠে তেম্নি সভায় হাসির হররা উঠে এবং থেমে যায়। স্থকারের গল্প সভার বিষয়ী মেজাজ নষ্ট করে ফেলে বলে মনে হয়। কিন্তু ডেভিডোভ মুখের হাসি চাপা দিয়ে জিগ্যেস করেন :

মজুরির হারের কথা কি বলছিলেন ? কথার আস্থন।

"আমাকে, আমাকে বলছেন ?" স্থকার জামার হাতায় ঘর্মাক্ত ভ্রূ মুছে মিটমিট তাকায়, "না, সে সম্পর্কে তো আমি কিছু বলতে চাই নি ! ডিমিড সম্পর্কে রহস্যটা খুলে বললাম মাত্র। মজুরির সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায় ?"

এই সভায় আর কিছু বলতে তোমাকে নিষেধ করি। বলতে হলে যথাযথভাবে বলা চাই, গাল-গল্প পরেও হতে পারে। বাস্তবিক !

"দিনে হাল-পিছু এক হেক্টার," আইভান নামক একজন যৌথ-খামারের চাষী প্রস্তাব করে।

কিন্তু ডাব্‌টুসিয়েভ ক্রুদ্ধভাবে চেঁচিয়ে উঠেন :

মাতাল কোথাকার ! তোমার বুড়ি মাগীর কাছে যেয়ে পরীর গল্প করো ! ঘামে নেয়ে উঠবে, তবুও সারাদিন এক হেক্টার জমি চাষ করতে পারবে না।

আগে তা করেছি বই কি ! এক-আধটু কম হতে পারে হয়ত……"

হাঁ, এক-আধটু বই কি ?

কঠিন জমি এক হেক্টার করে হাল-পিছু।

স্থদীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হয়, হাল-পিছু কঠিন জমিতে রোজ

হেক্টারের তিন-পঞ্চমাংশ, আর নরম জমিতে তিন-চতুর্থাংশ করে। রোপণের রেট হল, এগারো সারি নিয়ে যারা কাজ করবে তাদের মাথা-পিছু ৩½ হেক্টার করে, তেরো সারি যাদের তাদের ৪ হেক্টার, আর সতেরো সারি যাদের তাদেয় ৪½ হেক্টার করে।

যে হেতু গ্রেমিয়াসিতে সাকুলো ১৮৪ জোড়া বলদ, ৭৩টি ঘোড়া, তাই বসন্তকালীন আবাদের পরিকল্পনায় বাড়াবাড়ি কিছুই নেই; কাজেই, ইয়াকভ লুকিচ ইঙ্গিত দেন:

আমরা যদি গা করি আবাদের কাজ সকাল সকাল শেষ হয়ে যাবে, সারা বসন্তকালে দল-পিছু ৪½ হেক্টার করে পড়বে। বলতে গেলে এ কিছুই নয়।

"তুবিয়ান্স্কোতে টিম-পিছু কাজ দাঁড়ায় ৮ হেক্টার করে," লিউবিস্কিন বলেন।

তারা যদি চায়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলুক তারা! গেল শরৎকালে নভেম্বরের প্রথম তুষারপাত নাগাদ আমরা আবাদের কাজ করি এবং অক্টোবরের প্রথমেই লোকেরা আগুনের জন্য কাটা চাল ভাগাভাগি করতে শুরু করে।

এরপর স্থির হয়, বীজ-শস্য সংগ্রহের কাজ তিন দিনের মধ্যেই সেরে ফেলতে হবে। তারপর তারা কামার ইপ্পোলিতের একঘেঁয়ে বিবৃতি শোনে। কানে একটু খাট, তাই সে উচ্চৈঃস্বরে বিবৃতি পাঠ করে। এত লোকের সামনে বক্তৃতা করতে যেয়ে সে ভড়কে যায়, তার ত্রিকোন আকারের ময়লা টুপিটা নোংরা, কর্মক্লান্ত আঙুল দিয়ে ঘুরায়:

"সবই মেরামত করে ফেলা যাবে, আমার ত্রুটিতে কাজ আটকে পড়বে না। আর লোহার কথা, লোহার সংস্থান যে-ভাবেই হোক একটা করব, এক্ষুনি। ফালের জন্য একটুও লোহা নেই, কাজ-চালানোর মতও নেই। বীজ-বোনার-যন্ত্রে কালই হাত দোব। আমার একজন

সহকারী চাই, আর চাই কয়লা। যৌথফার্ম থেকে কি পরিমাণ টাকা-পয়সা আমি পাব তাও জানা দরকার।"

ডেভিডোভ্ অর্থ-সাহায্য বিষয়ে তাকে আশ্বস্ত করেন এবং পরের দিন ইয়াকভকে জেলা শহরে পাঠিয়ে কয়লা আর লোহা আনার প্রস্তাব করেন। বসন্তকালীন আবাদের জন্য বিচালি সংরক্ষণ সমস্যা তাড়াতাড়ি মিটে যায়। তারপর ইয়াকভ একটি বক্তৃতা দেন:

ভাইসব, সযত্নে আমাদের ভাবতে হবে কোন্ জমিতে কী বোনা দরকার, বাছাই করতে হবে একজন ভাল কৃষিজ্ঞ, কৃষিসম্বন্ধে যে উচ্চশিক্ষিত ও ভাল জানাশোনা আছে এমন লোক। যৌথ খামার পত্তনের আগে পাচজন কৃষি-কর্মচারী ছিল। তারা কিছু করেছে এরূপ কোন প্রমাণ নেই। দূরের এবং কাছের সব জমি-জমা চেনেন কশাকদের মধ্য থেকে এমন একজন ভাল কৃষিজ্ঞ বাছাই করে নিতে হবে। চাষাবাদের নয়া ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত এমন একটি লোকের একান্ত দরকার। আমি বলি: প্রায় গ্রামকে গ্রাম এখন আমাদের যৌথ খামারের মধ্যে। একে একে এর মধ্যে তারা সবাই আসছে। মাত্র গোটা পঞ্চাশেক খামার বাইরে আছে, যেখানে স্বতন্ত্র চাষীরা চাষ করে। তারাও সজাগ হয়ে অচিরেই যৌথ খামারের চাষী বনে যাবে। সুতরাং, বিজ্ঞানসম্মতভাবে, বিজ্ঞানের নির্দেশ অনুযায়ী আবাদের কাজ চালাতে হবে। যে দুশো হেক্টার জমি ভাল করে আবাদের জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছে তার আদ্দেক জমিতে 'খারশানদের' ন্যায় পতিত রাখার পক্ষপাতী আমি। বসন্তকালে প্রায় ১১০ হেক্টার অনাবাদি জমি চাষ করবার কথা, এ বছর ভাল ফসল না পাবারই কথা। আমার মতে, এই জমিতেই খারশান পতিত-প্রথা পরীক্ষা করে দেখা যাক্।

যে 'খারশান' পতিত-প্রথার কথা বলছেন সেটা কি রকম? কখনও এর কথা শুনিনি তো!

"কিভাবে তা বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় খুলে বলুন।" সু-অভিজ্ঞ ম্যানেজারের প্রদর্শিত জ্ঞানগরিমায় গৌরব অনুভব করে ডেভিডোভ প্রশ্ন করেন।

কেন, এ এক প্রকারের জমি পতিত-ফেলে-রাখার প্রথা। কখনো কখনো এই প্রথাকে 'করিডর' বা 'আমেরিকান' প্রথাও বলা হয়। ভারী চমৎকার এবং সুচিন্তিত এই প্রথা। ধরুন, এই বছর আপনি জমিতে ভুট্টা বা সান্-ফ্লাওয়ার (সূর্যমুখী) দিলেন, খুব পাতলা পাতলা তার কাতার, হামেশা যেরূপ থাকে তার দ্বিগুণ দূর দূর এই সব কাতার; কাজেই চল্‌তি ফসলের আদ্দেক উঠবে তাতে। ভুট্টাগাছ বড় হলে মাথাগুলি খুটে দিন, সূর্যমুখীর মাথার জটা ভেঙে দিন, ডাঁটা খাড়া হয়েই থাকতে দিন, সেই শরৎ ঋতুতেই ডাঁটার ফাঁকের দীঘল পথটা জুড়ে আপনি শীতকালীন গম বুনে দিন।

"কিন্তু বুনবেন কি করে? যন্ত্র চালাতে গেলেই যে ডাঁটা ভেঙে যাবে", মায়দানিকোভ হা করে এতক্ষণ শোনেন এখন আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করেন।

ওতে ডাঁটা ভাঙবে কেন? কাতারগুলো ফাঁক ফাঁক, কাজেই ডাঁটাগুলির সঙ্গে লাগবে না, মধ্যে দিয়েই যন্ত্রটা চলে যাবে! এরপর তুষার পড়লে, ডাঁটাগুলোর মধ্যেই আটকে থাকবে। ধীরে ধীরে তা গলবে এবং জমি রসাল করে রাখবে। তারপর বসন্তকালে গম যখন গজাতে থাকবে, এই ডাঁটাগুলো মরে যাবে এবং মিলিয়ে যাবে। ভারি মনোগ্রাহী, ভেবে-চিন্তে এ পথটি বার করা হয়েছে। নিজে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পাইনি, এবার পরীক্ষা করে দেখা যাবে। হিসেব চিন্তে করা বলেই তো মনে হয়, ভুল হবার নয়।

"প্রস্তাবে আমার সম্মতি আছে, আমি সমর্থন করছি।" টেবিলের নীচে নাগুলনোভের পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে ডেভিডোভ চুপি চুপি বলেন, "দেখ‌ছেন তো? অথচ আপনি তাঁর বিপক্ষে ছিলেন…"

আমি এখনো তাঁর বিপক্ষে ?

এ কেবল আপনার গোয়াতুর্মি, আপনি বুনো ষাঁড়ের মতই একগুঁয়ে।

সভায় ম্যানেজারের প্রস্তাব পাশ হয়। আরো কয়েকটা ছোটখাটো বিষয় আলোচনার পর সভা ভেঙে যায়। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ বাড়িতে পৌছাতে-না-পৌছাতেই উঠানের দিক থেকে জার্কিন-পরা একটি মোটা-সোটা বেঁটে যুবক ডেভিডোভ ও নাগুলনোভের দিকে এগিয়ে আসে। এক হাতে ডোরাদিল শহুরে টুপি ধরে ঝট্‌কা বাতাসের সঙ্গে লড়াই করতে করতে সে দ্রুতবেগে নিকটস্থ হয়।

"জেলা থেকে এসেছে মনে হয় !" তার দিকে চোখ রেখে নাগুলনোভ বলেন।

যুবকটি সোজা তাঁদের কাছে যায় এবং সামরিক কায়দায় টুপির ডগায় হাত দিয়ে অভিবাদন ক'রে বলে ঃ আপনারা গ্রাম্য-সোভিয়েটের কেউ ?

কাকে চান ?

স্থানীয় চক্রের সেক্রেটারী বা পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যানকে।

আমি চক্রের সেক্রেটারী এবং ইনি-যৌথ ফার্মের চেয়ারম্যান।

চমৎকার! আমি প্রচারক-চক্রের সদস্য, কমরেডস্। এইমাত্র আমরা এসেছি এবং আপনাদের অপেক্ষা করছি।

নাক-ভোঁতা দৃষ্টিকুৎসিৎ যুবকটি ডেভিডোভের উপর চোখ বুলিয়ে প্রশ্নসূচক হাসি হাসেন,

"আপনি কি ডেভিডোভ, তাই কি, কমরেড ?" সে প্রশ্ন করে।

হাঁ, আমার নাম ডেভিডোভ।

ভেবেছিলাম আমি আপনাকে চিনি। কয়েক হপ্তা আগে আঞ্চলিক কমিটিতে আপনার সঙ্গে দেখা। শহরের কোন এক তেলের কলে প্রেসারের কাজ ক

যুবকটির আসার সঙ্গে সঙ্গে সান-ফ্লাউয়ারের সুবাসিত গন্ধের কারণ এতক্ষণে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে ডেভিডোভের কাছে। যুবকের তৈলাক্ত জার্কিনটি অচ্ছেদ্য সুবাসিত গন্ধে ভরপুর।

---

## [ বাইশ ]

উঠানের দিকে পিছন করে পঞ্চায়েত-বাড়ির গেটে একজন পাকা গড়নের লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তাঁর পরনে ছিল কালচামড়ার, লোম-সাটা জ্যাকেট, মাথায় একটা সাদা ক্রস-ওয়ালা কাল টুপি। কাঁধটা তাঁর বেশ চওড়া, বিরাট পিঠ দরজার খুঁটি দুটোর মধ্যেকার সমস্তটা জায়গা আগ্‌লে আছে। বেঁটে, গোদা গোদা পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তৃণাঞ্চল-সুলভ দেবদারুর মতই সুপুষ্ট ও জোয়াল। একধার ক্ষয়ে-যাওয়া উঁচু বুটের চাপে ও ভালুক দেহের ভারে গেটের মেঝটা বসে যাবার উপক্রম।

ডেভিডোভের পাশাপাশি যেতে যেতে যুবকটি বলে ঃ ওঁর নাম কমরেড কণ্ড্রাটকো, আমাদের প্রচারক-স্তম্ভের নেতা।" ডেভিডোভের ঠোঁটে মৃদুহাসির ছোপ দেখে সে বলে,

ঠাট্টা করে তাঁকে আমরা ডাকি 'বাবা কোয়াড্রাটকো'। লুগান্‌স্ক লোকোমোটিভ্‌ ওয়ার্ক্‌সের টার্ণার তিনি। আমার বাপের বয়সের অথচ একটি বড় খোকা।

সেই মুহূর্তে তাঁদের কথা কানে যাওয়ায় সেদিকে কণ্ড্রাট্কো লাল মুখ ফেরান, কঁটা গোঁফের নীচেকার সাদা দাঁত থেকে মৃদু হাসি ঝরে পড়ে, "মনে হয় আপনারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কেমন আছেন, ভাইসব?"

"নমস্কার, কমরেড।" ডেভিডোভ প্রত্যভিবাদন করেন, "আমি যৌথ ফার্মের চেয়ারম্যান আর উনি পার্টিচক্রের সেক্রেটারী।"

"উত্তম! চলুন ঘরে, আমার ছেলেরা সবাই আপনাদের প্রতীক্ষায় বসে আছে। আমি এই প্রচারক-স্তম্ভের নেতা, কাজেই সরাসরি আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি। আমার নাম কনড্রাটকো। ছেলেদের কেউ যদি আপনাদের কাছে লাগায়, আমাকে কোয়াড্রাট্কো বা চতুর্ভুজ বলা হয়, আপনারা তাদের কথায় বিশ্বাস করবেন না। কারণ, তারা যে কিরূপ মূর্খ তা আপনারা জানেন না।" দেহের এক পাশ দিয়ে দরজা চাপতে চাপতে তীব্রভাবে তিনি ছেলেদের গুনগান করেন।

ওসিপ কনড্রাট্কো দক্ষিণ-রাশিয়ায় কুড়ি বছরেরও উপর কাজ করেন। টাগানরগ, রোস্টভ-অন-ভন এবং পরিশেষে লুগান্স্কে তিনি নানা কাজে ছিলেন। এখানে তিনি রেডগার্ডে যোগদান করেন, তরুণ সোভিয়েট সরকারকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য। রাশিয়ানদের সঙ্গে থাকার সময়ে তিনি স্বদেশী ইউক্রেনীয়ান ভাষার বিশুদ্ধতা হারিয়ে ফেলেন কিন্তু দেহাকৃতি এবং ঝুলেপড়া সেভচেংকো গোঁফ জন্মস্থানের পরিচয় গোপন রাখতে পারে নি। ১৯১৮ সালে ভরশিলোভের নেতৃত্বে তিনি ডোনেজ বেসিনের খনি-মজুরদের সঙ্গে মার্চ করে উদ্দীপ্ত বিপ্লব-বিরোধী এবং বিদ্রোহী-কশাকদের গ্রাম পার হয়ে জারিটসিনে যান। অন্তর্যুদ্ধের যোগদানকারীদের অন্তরে ও স্মৃতিপটে তার প্রতিধ্বনি অমর হয়ে জাগরূক থাকে, পরবর্তীকালে কথাবার্তার সময় ঘটনাক্রমে যখনই এই অন্তর্যুদ্ধের দিনগুলির আলোচনা এসে পড়ে তখনই কনড্রাটকো সগৌরবে বলেন: "আমাদের ক্লেমেন্তি লুগান্স্কের লোক। পরস্পরকে আমরা বেশ ভালভাবেই জানতাম। আজ হোক, কাল হোক, দেখা আমাদের হবেই। আমার কাছে 'দেখা আর না-ভোলা' গোছের ব্যাপার। হোয়াইটদের সঙ্গে যখন আমাদের লড়াই চলে, জারিট্সিনের বাইরে তিনি আমাকে তখন প্রায়ই

রহস্য করতেন : "কন্‌ড্রাটকো, কেমন বুঝছ? এখনো বেঁচে আছ দেখছি, বুড়ো বাঘ?" উত্তরে আমি বলি, "এখনো বেঁচে আছি বই কি, ক্লেমেন্তি ভরশিলোভ। উন্মত্ত বিপ্লব-বিরোধীদের সঙ্গে লড়াই ছেড়ে এখন মরবার ফুরসৎ কই?' আবার আমাদের দেখা হলে তিনি তখ্‌খুনি আমাকে বুকে চেপে ধরবেন।" পরম বিশ্বাসে কনড্রাট্‌কো তাঁর কথা শেষ করেন।

যুদ্ধের পর তিনি লুগান্‌স্কে ফিরে যান এবং সেখানকার যান-বাহন বিভাগে কাজ নেন। সেখান থেকে পার্টির কাজে বদলী হন, পরিশেষে তাঁকে পাঠান হয় লোকোমোটিভ ওয়ার্ক্‌সে। পরে পার্টি গ্রামে সমবায়ী-করণের কাজে সাহায্য করতে তাঁকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেন। সম্প্রতি তিনি মোটা-সোটা হয়ে উঠেন, কাঁধগুলোও চওড়া হয়। তাঁর পুরনো কমরেডদের কেউ আর তাঁকে এখন সেই ওসিপ কন্‌ড্রাটকো বলে চিনতে পারবেন না, যিনি ১৯১৮ সালে জারিটসিন আক্রমণ কালে চারজন কশাক ও একজন কাপ্তেনকে কেটে খান খান করেন। এই কাপ্তেনকে "বীরত্বের জন্য" রেঙ্গেল নিজে একটি স্বর্ণ-খচিত তলোয়ার উপহার দেন। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিতে না দিতেই ওসিপকে বুড়ো বুড়ো দেখায়, নীল ও বেগুনী রঙের শিরা ভেসে উঠে, জোর কদমে ছুটলে ঘোড়ার মুখ যেমন সাদা ফেনায় ভরে যায় কালের পরশে ওসিপের মাথার চুলও তেমনি সাদা হয়ে উঠে। এমন-কি, তাঁর ঝুলে-পড়া গোঁফেও এই বিশ্বাস-ঘাতক রঙ কায়েমী বন্দোবস্ত করে। কিন্তু তাঁর ইচ্ছাশক্তি ও শারিরীক শক্তি তখনো ছিল তাঁর দাস। তাঁর বিশাল বপু আরো বিশালতর হয়, সে কিছুই নয়। "তরাস বাল্‌বা আমার চাইতেও মোটা, কিন্তু সে পোলেদের কি ভাবে কাটে! আবার লড়াই করতে হলে তখনো একজন কাপ্তেনকে দু'খান করতে সক্ষম হব! "অর্ধশত বয়সটা এমন কি! জার আমলেই বাবা একশো বছর কাটিয়ে গেছেন, আর আমাদের গবর্ণমেন্টের

আমলে আমি দেড়শো বছর না দেখে মরছিনে।” তাঁর দেহ ও বয়সের সম্পর্কে কেউ কিছু বললে তিনি এইরূপ ঘোষণা করেন।

কনড্রাটকো পথ দেখিয়ে গ্রাম্য পঞ্চায়েত-গৃহে প্রবেশ করেন। “চুপ, বালকগণ” তিনি গর্জন করে উঠেন, “ইনি যৌথ ফার্মের চেয়ারম্যান, আর উনি পার্টি-চক্রের সেক্রেটারী। এখানকার হাল-অবস্থা এক্ষুণি তাঁরা বলবেন, তাথেকে আমরা বুঝব কি করা দরকার। তোমরা সবাই বসে পড়।”

প্রচারক-স্তম্ভের জন-পনের সভ্য ঘরের মধ্যে, আর দু'জন উঠানে যায় ঘোড়াগুলোকে দেখাশোনা করতে। নবাগতদের মুখ ভাল করে দেখে জেলার তিনজন কর্মীকে ডেভিডোভ চিনেন: একজন কৃষিবিশেষজ্ঞ, একজন সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষক, আর একজন ডাক্তার। অন্যেরা আসে আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে, চেহারায় মনে হয়, কেউ কেউ শ্রমশিল্পের শ্রমিক। তারা চলমান চেয়ারাদিতে বসে কাসতে থাকে, কন্‌ড্রাটকো ডেভিডোভের কানে কানে বলেন:

“আমাদের ঘোড়াকে কিছু খড় দিতে আদেশ দিন আর ড্রাইভাররা যেন ওগুলোর কাছে থাকে।” ধূর্তভাবে চোখ টিপে তিনি আরও বলেন, “হয়ত কিছু জই দিলেও দিতে পারতেন না কি?”

“বীজের জন্য ছাড়া আর জই নেই মোটেই,” ডেভিডোভ উত্তর দেন। পরমুহূর্তেই তিনি আন্‌মনা হয়ে পড়েন, নিজের উপর বিরক্তি ও ঘৃণা ধরে যায়। এখনো ১০০ পুডের উপর দানাজাতীয় জই পড়ে আছে, বসন্তকালে বীজ বপন অভিযানের প্রাক্কালের জন্য এগুলো রাখা, এবং চোখের মনির মতই সযত্নে রাখা বলেই কন্‌ড্রাটের অনুরোধ উপেক্ষা করেন। ইয়াকভ এই সব অমূল্য শস্য একমাত্র খামারের কাজ নিযুক্ত ঘোড়াগুলোকেই এক আধটু দেন, তাও আবার সুদীর্ঘ ও দুরূহ ভ্রমণাদির পর, সেও প্রায় কান্নামুখো হয়েই।

“সংকীর্ণ সম্পত্তি-প্রিয়তাই দেখা দিচ্ছে। আমাকে সুদ্দ তা স্পর্শ

করতে শুরু করেছে।" ডেভিডোভ ভাবেন, "আগে তো আর এরূপ হয়নি কখনো! বাস্তবিক! খানিকটা জই দেওয়াইতো যেতো! না, না, এখন বিশ্রী দেখাবে দিতে গেলে।"

"যবের দানা খানিকটা আছে হয়ত," কনড্রাট্ প্রশ্ন করেন।

"তাও নেই।"

এ অবশ্য সত্য কথাই। কিন্তু কন্‌ড্রাট্‌কোর মৃদু হাসি ও চতুর চাহনি লক্ষ্য করে তিনি ক্ষেপে যান:

সত্যি সত্যিই বলছি। যব এক চিম্‌টিও নেই।

"চমৎকার কিষাণ আপনারা হয়ে উঠবেন। এমন-কি একজন ধনী-চাষীও..."গোঁফের ফাঁকে হেসে কনড্রাট্‌কো বলেন। কিন্তু ডেভিডোভের ভ্রূকুটি দেখে তিনি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, মেঝ থেকে খানিকটা তুলেই ফেলেন। "পর পর নিছক আমোদই করছি। নেই তো নেই, তার হয়েছে কি! যা পারেন বাঁচান, বাঁচিয়ে ভাণ্ডার খানিকটা ভরে তুলুন। এখন ভাই কাজের কথা হোক। একেবারে চুপ্ হোন, দয়া করে।" তারপর ডেভিডোভ ও নাগুলনোভের দিকে ফিরে বলেন, "আমরা এসেছি আপনাদের খানিকটা সাহায্য করার জন্য। মনে হয়, আপনারাও জানেন। এখন বলুন, এখানকার হাল-চাল কি।"

যৌথ খামারের এবং বীজ শস্য তহবিল স্থাপনের হাল-চাল সম্পর্কে পূর্বাপর রিপোর্ট দেওয়ার পর কনড্রাটকো স্থির করেন: "এখানে আমাদের করার কিছুই নেই।"

গলাটা সাফ করে তিনি পকেট থেকে একটা নোটবুক ও একটা ম্যাপ টেনে বার করেন, এবং ম্যাপের উপর তাঁর মোটা আঙুল চালিয়ে যান। "তুবিয়ানস্কোতে আমাদের যেতে হবে। না বেশি দূর নয় সে গ্রাম, দেখ্‌ছি। জনতিনেক লোক রেখে যাই আপনাদের সাহায্যে। বীজশস্য তহবিল তাড়াতাড়ি আহরণের ব্যাপারে বলতে চাই যে, আপনারা

একটা সভা ডেকে এইটে কি তা বুঝিয়ে বলুন, তারপর ব্যাপকভাবে কাজে হাত দিন," অবিচলিতভাবে তিনি বলে যান।

ডেভিডোভ খুশি মনে তাঁর কথা শোনেন, সময়ে সময়ে কনড্রাটকোর ইউক্রেনীয়ান বাক্যাংশ না বুঝলেও তিনি গভীরভাবে অনুমান করেন যে, লোকটি বীজশস্য সংগ্রহের জন্য একটি উত্তম পরিকল্পনা দিয়ে যাচ্ছেন। গাঁয়ের স্বতন্ত্র চাষী ও ধনী সম্প্রদায় আশাতীতভাবে যদি বেয়াড়া হয়ে উঠে, শস্য-সংগ্রহে বাধা দেয় তাহলে কি রকম পথ নিতে হবে, আগের মত অবিচলিতভাবেই কনড্রাটকো তার ইঙ্গিত দিয়ে যান। অন্যান্য গ্রামে প্রচারক-বাহিনীর অভিজ্ঞতায় যে সব পদ্ধতি খুব ফলপ্রদ হয় তার উল্লেখ করেন। সারা আলোচনায় তিনি অতি ধীরভাবে কথা বলেন, তার মধ্যে আদেশ-ইঙ্গিতের লেশও ছিল না। কথাপ্রসঙ্গে তিনি এধার-ওধার ঘুরে-ফিরে উপস্থিত ডেভিডোভ, নাগুলনোভ বা রাজমিওটনোভের সঙ্গে পরামর্শ করে নেন। "এর এই হওয়া উচিত, কি বলেন আপনারা, গ্রেমিয়াসির মহোদয়রা।" "ঠিক তাই, আমিও এরূপ মনে করি," এই ধরণের বাক্যাংশ তাঁর মুখে লেগেই আছে।

ডেভিডোভ সহাস্যে টার্ণার কনড্রাট্কোর রক্তিম, ঘনশিরা-বহুল মুখের দিকে তাকান, কোটরগত চোখের মিটমিটানি চাউনি লক্ষ্য করেন আর ভাবেন: লোকটি কুশলী বটে! আমাদের প্রেরণা ক্ষুন্ন না করেও তিনি উপদেশ চালিয়ে যান। কিন্তু তাঁর মতের অভ্রান্ত বিরোধিতা কর, দেখবে অতি সহজে তিনি তোমাকে তাঁর মতে বাগিয়ে নিয়েছেন। বাস্তবিক! আগেও এরূপ লোকের সঙ্গে আমার মোলাকত হয়েছে!"

আর একটা ছোট-খাট ঘটনায় কনড্রাটের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। ইউক্রেনিয়ানটি তাঁর দলবল নিয়ে রওয়ানা হবার আগে যে তিন-জনকে গ্রেমিয়াসি গ্রামে রেখে যাওয়ার কথা তাদের একজনকে একান্তে ডেকে সংক্ষেপে কিছু বলে যান।

"পিস্তলটি জ্যাকেটের বাইরে রেখেছ কেন ? এক্ষুনি খুলে ফেল !"

"কিন্তু কমরেড কনড্রাট্কো, ধনীচাষীরা……শ্রেণী-সংগ্রাম……"

"তুমি কি বলতে চাও ? ধনীচাষী ! কি হয়েছে ধনীচাষীদের ? এসেছ এখানে প্রচারণার জন্য। ধনীচাষীদের ভয়ে না-হয় পিস্তল একটা রাখতে পার, কিন্তু খবরদার, তা জ্যাকেটের বাইরে রাখা উচিত নয়। চালাক ছেলে তুমি ! তোমার একটা বন্দুক রয়েছে, না ? শিশুর মত তোমার স্বভাব ! পিস্তল ঝুলিয়ে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করলে সবাই দেখতে পায়, এক্ষুনি পকেটে রেখে দাও, ধনীচাষীদের সমর্থকরা যাতে বলার ফুরসুৎ না পায় : পিস্তল দেখিয়ে প্রচারের বেশ পথ বার করেছে তারা !" তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন : "চেংড়া যতসব !"

অতি কষ্টে শ্লেজগাড়ি চড়তে চড়তে তিনি ডেভিডোভকে কাছে ডেকে আনেন, তাঁর কোটের একটা বোতাম নাড়াচাড়া করতে করতে বলেন :

ছেলেদের যথাযথ উপদেশ দিয়ে গেলাম, দৈত্যের মত তারা এখন কাজ করে যাবে। আপনারা কাজ সুষ্ঠুভাবে করে যান, যাতে সব কাজ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সারা হয়ে যায়। আমি থাকব তুবিয়ানস্কোতে, কিছু হলে জানাবেন। সেখানে পৌঁছেই তাদের কৃত্রিমতার মুখোস খুলে ফেলতে হবে, হয়ত আজ বিকালেই। ধনী-চাষীর অভিনয় করতে দেখবেন। আমার যে বিশাল বপু সে-চিত্র অভিনয়ে আমি বেশ জমাতে পারব। হায়, বুড়ো কনড্রাটকো তার বৃদ্ধ বয়সে কোথায় এসে নেমেছে ! যবের দানার কথা নিয়ে কিছু ভাববেন না, সে জন্যে আমার মনে কোন আক্রোশ নেই।" শ্লেজ-গাড়ির পিছনে চওড়া কাঁধ রাখতে রাখতে তিনি হাসতে থাকেন।

"মাথার কি চাঁদি, কি কাঁধ, ধড়ের নীচে পায়ের কি নমুনা ! ট্রাক্টরের ন্যায় বিশাল বপু," রাজমিওটনোভ হেসে বলেন, "একটা লাঙলে একা তাঁকেই জুড়ে দিন, বেশ টেনে যাবেন, আর তিন জোড়া ষাঁড় আমাদের বেঁচে যাবে। ভেবেই পাইনে, কি করে এমন একখানা দেহ মেলে ? কি বলেন, মাকার ?"

"আপনিও সুকারের মতই মস্ত দৈয়াল পাখী হয়ে উঠলেন যে !" মাকার ঠাট্টাচ্ছলে উত্তর দেন।

[ প্রথমাংশ সমাপ্ত ]